চিন্তামণি।



(উপন্যাসাকারে নাটক)

"মুচ্ছ র্না" প্রণেতা

শ্রীচণ্ডীদাস মুখোপাধ্যায়

প্রণীত।

১৩৩০ সাল

মূল্য ১৲ এক টাকা

প্রকাশক

শ্রীরণজিৎ কুমার মুখোপাধ্যায়,

৭৪।২ নং রামকান্ত বোসের ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

শ্রীনলিনচন্দ্র রায় দ্বারা মুদ্রিত

[illegible] আর্ট ষ্টুডিও ও প্রিন্টিং লিমিটেড

[illegible] নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উৎসর্গ।

বড় দুর্দ্দিনে এই নাটক লিখিতে বসিয়াছিলাম দুর্দ্দিনেই ইহার পরিসমাপ্তি হইল। দুর্দ্দিন বলিতেছি এই জন্য যাহাদের লইয়া এই নাটকের অবতারণা—হায়! আজ আর তাহারা কেহই ইহ জগতে নাই। একজন আমার হৃদয়ের দেবী—আমার জীবন সঙ্গিনী প্রিয়তমা স্বর্গগতা ৺সরঙ্গিনী দেবী—অন্যটি আমার স্নেহোপমা কন্যা ৺রাধালতা দেবী—এই দুজনের পবিত্র স্মৃতি রক্ষার্থে উভয়ের নাম সংযুক্ত করিয়া এই নাটক খানি ভক্তিভরে ৺রাধাকান্ত জীউর শ্রীচরণে উৎসর্গ করিলাম। পুস্তক বিক্রয় লব্ধ অর্থ উক্ত দেব মন্দিরের সংস্কারার্থে প্রদত্ত হইবে।

ভূমিকা

নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ঈশ্বর ইচ্ছায় এতদিন পরে জন সমাজে এই নাটকখানি প্রকাশিত হইল। ভক্ত রাগমার্গে কেমন করিয়া শ্রীভগবানকে ভালবাসে, ও সেই ভালবাসার চরমোৎকর্ষ যাহা—তাহা দেখানই এই নাটকের মূল উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য কত দূর সফল হইয়াছে বলিতে পারি না—সে বিচারের ভার নাট্যামোদী সুধীবৃন্দের উপর রহিল। নাটকান্তর্গত আনুষঙ্গিক ঘটনাগুলির মধ্যে বিশেষতঃ বর্ত্তমান হিন্দু সমাজে কন্যাদায়ে বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে যে করুণ ছবি দৃষ্ট হইতেছে—যাহা ইতিপূর্ব্বে বাংলার মনীষী নাট্যকার পরম পূজনীয় শ্রদ্ধাস্পদ গিরিশবাবু বলিদানে দেখাইয়াছেন—বধূ নির্য্যাতনের সেই লোমহর্ষণ ছবি সমাজের সম্মুখে পুনরুদিত করিতে আমি তাঁহারি প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়াছি। নাটকখানি সামাজিক ঘটনা লইয়া যদিও লিখিত হইয়াছে তথাপি স্থানে স্থানে ইহাতে উপন্যাসের কিঞ্চিৎ আভাস আসিয়া পড়িয়াছে সুতরাং ইহাকে উপন্যাসাকারে নাটক বলিয়া দেখিতে হইবে। পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে বেঙ্গল আর্ট ষ্টুডিও ও প্রিন্টিং লিমিটেডের সুযোগ্য ম্যানেজিং এজেণ্ট ও সাহিত্যের অকৃত্রিম উৎসাহদাতা মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ধর এফ.আর,জি,এস শিল্পকলা-বিভূষণ মহাশয় আমাকে উৎসাহিত না করিলে বোধ হয় ইহা ভবিষ্যতের গর্ভেই থাকিয়া যাইত। এজন্য তাঁহাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। শারীরিক অসুস্থতা হেতু নিজে প্রুফ দেখিতে না পারায় স্থানে স্থানে মুদ্রাকর প্রমাদ ঘটিয়াছে। সহৃদয় পাঠকবর্গ ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

৭৪।২ রামকান্ত বোসের ষ্ট্রীট্
বাগবাজার।

বিনীত
গ্রন্থকার।

নিবেদন।

পাঠকবর্গের প্রতি নিবেদন যে মৎকৃত এই নাটকান্তর্গত একটি চরিত্র "চিন্তামণি"—যাহার নামানুযায়ী পুস্তকখানি নামাঙ্কিত হইয়াছে—তাহার বাল্যাবস্থায় পিতৃবিয়োগ হয়। পতি বিয়োগ ও অর্থাভাবে শোকাকুলা "বামুনমা" একমাত্র স্নেহের পুত্র চিন্তাকে লইয়া সাতিশয় বিপন্না হইলেন। ভ্রাতৃজায়ার দুঃখ দূরীকরণার্থ জ্যেষ্ঠতাত ভ্রাতুষ্পুত্র চিন্তাকে সস্নেহে স্বীয় ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। ইহাতে বামুনমার ক্লেশ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইল বটে, কিন্তু ভাগ্য বিপর্য্যয় হেতু ইহাও অধিক দিন স্থায়ী হইল না—চিন্তার হৃদয়ে স্বীয় স্মৃতিখানি চির জাগরূক রাখিয়া জ্যেষ্ঠতাত অচিরে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। দুঃখ সহিষ্ণু মাতা বামুনমা অনন্যোপায় হইয়া পুত্রসহ স্বয়ম্ভূর পরিবারভুক্তা হইলেন। তদবধি চিন্তা স্বয়ম্ভূকে জ্যেষ্ঠতাত জ্ঞানে অভিহিত করিত। স্বয়ম্ভূ কিন্তু বামুন মাকে মাতৃবৎ ভক্তি করিতেন। ইতিমধ্যে পুস্তকোল্লিখিত ঘটনাটির সূত্রপাত হয়।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

হরলাল চট্টোপাধ্যায়—অর্থলোভী মহাজন।

শ্রীগোপাল ও লালগোপাল } ঐ পুত্রদ্বয়।

স্বয়ম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়—লালগোপালের শ্বশুর।

সাহেব বাবু—স্বয়ম্ভুর সহোদর।

শ্রীকান্ত চক্রবর্ত্তী—হরলালের প্রতিবেশী।

রাধারমণ সেন—জনৈক পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর।

কৃপানন্দ—ছদ্মবেশী সাধু।

অধর—হরলালের ভৃত্য।

চিন্তামণি—বামুনমার পুত্র।

উড়ে চাকর, দরওয়ান, পাহারাওয়ালাগণ, কাবুলীদ্বয়, উকীলের পিয়ন, ঝি, সাব্ ইন্‌স্পেক্টর, কয়েদীগণ, জেলের জমাদার, জেলার, জেলের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট, রামচরণ, ডাক্তার, লালগোপালের ইয়ারগণ, কন্যাযাত্রী বরযাত্রীগণ, নাপিত, খাতকদ্বয় ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

দামিনী—হরলালের স্ত্রী।

শ্যামা—লালগোপালের স্ত্রী।

প্রিয়ম্বদা—সাহেব বাবুর স্ত্রী।

ললিতা—স্বয়ম্ভুর স্ত্রী।

নলিনী—হরলালের পল্লীস্থ ইতর বংশীয়া বিধবা রমণী।

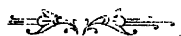
বিলাসী—(ওরফে বেলা) হরলালের দূরস্থা আত্মীয়া।

বামুনমা, পল্লীরমণীগণ ইত্যাদি।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ।
৫	৩	ষাও	যাও
২৪	২৩	ঝুড়ী।	ঝুড়ী ?
৩০	৩	অষুধ	'ওষুধ
৩৫	১৩	দিয়েচে	দিয়েচে,
৩০	১২	দাও	দাও—
৩৯	২২	তোমরা	তোমার।
৪৬	১৪	দুমাসের	পাঁচ বছরের।
৪৮	২১	শশুড়	শ্বশুর।
৮৫	১	মা গঙ্গার	মাগঙ্গার।
৯৮	৯	সমস্ত	সমস্ত।
১০৬	১৫	এইটু	একটু।
১১৫	১৩	congisable	cognisable,
১১৬	১৫	ওপর	ওপর,
১২৫	৬	না—	—
১২৬	১২	speak	speak of
১২৭	২	সুপারিন্	জেলার।
ঐ	৬	ঐ	ঐ
ঐ	৯	ঐ	ঐ

চিন্তামণি।



প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(স্বয়ম্ভূর দরদালান।)

স্বয়ম্ভূ—গিন্নী শ্যামা কোথা ?

ললিতা—তা জাননা, শ্যামা তোমার বৃন্দাবনে গেছে।

স্বয়ম্ভূ—সে কি ? বে'র যুগ্যি মেয়ে কার সঙ্গে বৃন্দাবন পাঠালে আমি কিছু জানলুম না।

ললিতা—তুমি জান বৈকি, ভুলে গেছ। মেয়ের বে'র জন্যে হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছ। বামুনমার ঠাকুর বাড়ীকে যে শ্যামা বৃন্দাবন বলে।

স্বয়ম্ভূ—তাই ভালো। গিন্নী হন্যে হয়ে বেড়াই সাধে। বাস্তভিটে টুকু না খোয়ালে, কন্যাদায় থেকে উদ্ধার হবারআর অন্য উপায় নাই। কালো মেয়ে শুন্‌বে না গিন্নী সমাজ শুন্‌বে না। কসায়ের মত ছুরি শাণিয়ে আছে, রক্ত খাবে—আকণ্ঠ পূরে রক্ত খাবে। নিষ্ঠুর সমাজ, নিষ্ঠুর সমাজের রীতি নীতি, আর নিষ্ঠুর তুমি আর আমি। মনে হয় সাত্‌ সাত্‌টা ব্যাটা মরে গেল, বংশ থাকে না বলে মা অনেক ঠাকুর দেবতাকে মানত করেছিল। অনেক কষ্টের ধন তবে ঐ একরত্তি মেয়ে। কত যত্নের, কত আদরের ধনকে. আজ

সমাজের পৈশাচিক পীড়নে গলগ্রহ মনে হচ্চে। এর চেয়ে আর আমাদের দুরদৃষ্ট কি হবে। ধিক্ আমাদের বাৎসল্য স্নেহে, ধিক্ আমাদের জীবনে। গিন্নী কত সাধই করেছিলুম, আট বছরের মেয়েকে গৌরীদান কর্ব্ব তারপর সে আশায় জলাঞ্জলি। তারপর ন বছর, দশ বছর, এখন কন্যার কন্যাকাল উপস্থিত চোদ্দ পুরুষ নরকস্থ হবে।

ললিতা—বালাই কেন নরকস্থ হবে? তুমি যদি বল'ত একবার গিন্নীর দুটো হাতে পায়ে ধরে দেখি।

স্বয়ম্ভূ—মনেও ভেব'না তা। মাগী আবার বলেচে কি শোননি ত? বাড়ী তার ছেলের নামে লিখে দিতে হবে।

ললিতা—তা হোক্, জামায়ের নামে বাড়ী লিখে দিলে পরে ও আমার শ্যামাকেই বর্ত্তাবে। শুন্‌লুম ছেলেটি লেখাপড়া জানে, স্বভাব চরিত্রও ভাল, বাপেরও দুপয়সা আছে। তুমি আর অমত কর'না। ভাল ঘর, ভাল বর দেখে দোয়াই দরকার।

স্বয়ম্ভূ—সে হাত তোমার আমার নয়, তুমি আমি নিমিত্ত মাত্র। দুনিয়ার মালিক যেখানে তোমার মেয়ের অন্ন মাপিয়েচেন। ভবিতব্য যেখানে নিয়ে যাবে সে কেউ লঙ্ঘন কত্তে পার্ব্বে না। তবে বিধিমতে চেষ্টা কর্ব্ব। পাড়াপড়সীর কাছে ঢের চেষ্টা করেচি, বন্ধুবান্ধবদের কাছে ঢের চেষ্টা করেচি। ওদের কাছে বাড়ী বাঁধা আছে শুনে, কেউ আর সাহস করে রাখতে চাইচে না। দেখি ভাইকে একবার বল'ব, বস্ তা হলেই ধর্ম্মতঃ খালাস, আপদের শান্তি।

ললিতা—হ্যাঁ গা আবার ভায়ের নাম ক'চ্চ? বাড়ী কি বাঁধা পড়'ত, না দেনা কত্তে হ'ত? মামলা মকদ্দমা বাধিয়ে, নাস্তা নাবুদ করে বাড়ী ভাগ করে নিয়েচে তোমার ভাই। তোমার মনে না থাকতে

পারে আমার কিন্তু হাড়ে হাড়ে বিঁধে আছে। যে তোমার অপমান করেচে সে আমার পরম শত্রু। তার কাছে তোমায় আমি কিছুতে যেতে দোব না।

স্বয়ম্ভূ—ভায়ের কি দোষ বল, আমায় বাপের মত ভক্তি কত্ত। কোন বিষয় পরামর্শ কত্তে হ'লে, আমা ভিন্ন আর কাকেও জান্'ত না। মা রেখে মরে গিয়েছিল, তুমি মায়ের মত হয়েছিলে। আর আমি বাপের কর্ত্তব্য পালন করে, লেখাপড়া শিখিয়ে, মানুষ করে বিয়ে দিয়ে আনলুম। বড় আশা ছিল, তুমি বড় বউ হয়ে সংসারকে মাথায় করে থাকবে। ছোট বউ এসে তোমার কাছ থেকে সংসারের নিয়ম কানুন শিখে তোমায় সাহায্য কর্ব্বে। তোমার আমার সময় অসময়ে ভাই ভাদ্দর বউ বুক দিয়ে পড়'বে। ভাদ্দর বৌ পরের মেয়ে, ঘর ভাংতে পারে, ধর্ম্ম না রাখতে পারে, কিন্তু ভায়ের ওপর আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে। আহা! ছেলেমানুষ হাল্‌কা বুদ্ধি. কিসে কি হয় বুঝতে পারে না।

ললিতা—না, ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানে না। তুমি যা ভাব তা নয়, ভাই তোমার অমানুষ।

স্বয়ম্ভূ—সত্যিই যদি ভাই অমানুষ হয়, তোমার আমার হাত কি গিন্নী। উপকারের প্রত্যাশায় ভাইকে মানুষ করিনি; কর্ত্তব্য বলেই করেচি। কর্ত্তব্য পালনই সংসারের ধর্ম্ম, আর জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তাই কর্ব্ব।

ললিতা—তোমার বিশ্বাস নিয়ে তুমি থাক, আমায় আর কিছু জিজ্ঞাসা কর'না।

(নেপথ্য হইতে জনৈক উকীলের পিয়ন।)

স্বয়ম্ভূ বাবু বাড়ী আছেন।

স্বয়ম্ভূ—কে হে!

(নেপথ্য হইতে উকীলের পিয়ন।)

আজ্ঞে বাইরে একবার আসুন বিশেষ আবশ্যক আছে।

স্বয়ম্ভু—দেখি কে আবার ডাকে।

[স্বয়ম্ভুর প্রস্থান।

ললিতা—ভগবান যদি দুঃখিনীর গর্ভে মেয়ে দিয়েচ তুমি উপায় করে দাও প্রভু।

(চিন্তার সহিত শ্যামার প্রবেশ।)

চিন্তা—জ্যাঠাই মা আমরা বৃন্দাবনে গিয়েছিলুম। বল্‌না শ্যামা কি দেখ্‌লি বল ?

শ্যামা—কেন দাদা বৃন্দাবনের ঠাকুরকে দেখেচি

চিন্তা—আর কি দেখেচিস্ ?

শ্যামা—কেন দাদা ঠাকুরের পায়ের নূপুর দেখেচি।

চিন্তা—আর কি দেখেচিস্ ?

শ্যামা—আর দেখেচি ঠাকুরের হাসি। মরি মরি ঠাকুরবাড়ী যেন আলো হয়ে আছে। দেখ মা, ঠাকুর কেবল আমার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। দাদা বল্লে—"ঠাকুর আমায় বিয়ে কর্ব্বে"। হ্যাঁ মা, ঠাকুর আমায় সত্যি সত্যি বিয়ে কর্ব্বে না দাদা মিছে কথা বল্লে। বাবা, ঠাকুরের যে চাউনি !

চিন্তা—ঠাকুর তোকে দৃষ্টি দিয়েচে শ্যামা, সাবধানে থাকিস। দেখ জ্যাঠাই মা, তোমরা বাপু ওকে আর শ্যামা বলে ডে'ক না। ওতে ঠাকুরের বড় কষ্ট হয়, আমি একটা চমৎকার নাম রেখেচি। সে কাকেও বল'ব না, ঠাকুর জানে আর আমি জানি।

ললিতা—তা এত বেলা কল্লে কেন ?

চিন্তা—কি কর্ব্ব জ্যাঠাই মা, ঠাকুরের এতক্ষণ ভোগ সরেনি বলে আসতে

দেরী হ'ল। ঠাকুর চান কল্লেন, খেলেন, ঘুমুলেন দেখে তবে আসচি।

ললিতা—যাও রান্নাঘরে দুজনের ভাত ঢাকা আছে খাওগে।

চিন্তা—আয় শ্যামা ঠাকুরের পেসাদ পাই গে আয়।

[চিন্তার কিয়দ্দূর অগ্রসর ও পুনরায় পশ্চাদবর্ত্তন।

জ্যাঠাই মা, জ্যাঠাই মা, মা কাশী থেকে এলে, মাকে বুঝিয়ে বলো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, এবার থেকে আমি ঠাকুর পূজো কর্ব্ব; কেমন জ্যাঠাই মা, মা এলে বল্‌বে ত?

ললিতা—হ্যাঁ হ্যাঁ বল'ব, এখন খাওগে পিত্তি পড়চে।

[চিন্তা ও শ্যামার প্রস্থান।

(স্বয়ম্ভুর পুনঃপ্রবেশ।)

স্বয়ম্ভূ—গিন্নী বড় মজার খবর, বড় মজার খবর। হরলাল চাটুয্যে উকীলের চিঠি দিয়েচে, সাতদিনের মধ্যে টাকা দিতে না পাল্লে বাড়ী নিলেমে চড়্‌বে।

ললিতা—হ্যাঁ গা তবে কি হবে?

স্বয়ম্ভূ—দেনার জন্যে ভদ্রাসন বিক্রী হয়ে যাবে, মেয়ে আইবড় থাকবে; তোমাকে আমাকে লোকে দেখ্‌বে, আর চূণ কালা নিয়ে আমাদের মুখে দেবে। ভাব্‌লে আর কি হবে বল, অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে।

[স্বয়ম্ভুর প্রস্থান।

ললিতা—দুপুর বেলা চুপি চুপি একবার গিন্নীর কাছে যাব; ঠাকুর তুমি চাটুয্যে গিন্নীর সুমতি দাও।

[ললিতার প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(প্রিয়ম্বদার কক্ষ।)

কৃপানন্দ—গুরুকে সাক্ষাৎ পতি ভাবে ভজনা কত্তে হয়। শরীর, মন, ও বাক্যের দ্বারা গুরুর সেবা কত্তে না পাল্লে বৃথা মন্ত্র গ্রহণ, বৃথা জপতপ। সেই জন্যে বল্‌ছিলুম দীক্ষা নেবার জন্যে ব্যস্ত হয়োনা; আগে ধ্যান ধারণা কত্তে শেখ, গুরুর ওপর অনুরাগ আনতে শেখ। ভাবতে হবে না, সময় এলে আপনিই সমস্ত বুঝ্‌তে পার্ব্বে।

প্রিয়ম্বদা—আপনার চরণে দাসী প্রাণ মন সমস্ত অর্পণ করেচে। আপনি কি আমার পত্র পড়ে তা বুঝ্‌তে পারেন নি। কাশী থেকে এসে অবধি আপনার জন্যে মন কি রকম ব্যস্ত হয়েছিল। প্রতিদিন আপনাকে পত্র লিখেচি, আপনি জবাব দিতেন না সারারাত কেঁদেচি। সে কষ্টের এক বিন্দুও যদি অনুভব কত্তেন; তা হলে বারম্বার আমায় আর ও কথা জিজ্ঞেসা কত্তেন না।

কৃপানন্দ—সব বুঝি, সব জানি, কিন্তু এখন ও আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয়নি। গুরুকে সাক্ষাৎ পতিভাবে ভজনা করা, যত সহজ মনে ক'চ্চ কার্য্যে তত সহজ নয় বড় কঠিন। বিশেষতঃ তুমি স্ত্রীলোক স্বভাবতঃ চঞ্চল। এ পথে দাঁড়ালে অনেক বাধা বিঘ্ন, অনেক কষ্ট সহ্য কত্তে হবে। লোক নিন্দার ভয়, সমাজ শাসনের ভয়, এক কথায় সমস্ত ত্যাগ করে কেবল গুরুর ওপর ঐকান্তিক অনুরাগ; তীব্র একাগ্রতা। মৃত্যুর শেষ দিন পর্য্যন্ত গুরুকে ভজনা কত্তে হবে; বড় কঠিন বড় কঠিন।

প্রিয়ম্বদা—জানি না কি কল্লে আপনার বিশ্বাস হবে। আমার ভাসুর জা কতদিন আমায় কত কথা বলেচে সব হেসে উড়িয়ে দিয়েচি।

কিন্তু যেদিন আপনার নামে বৃথা অপবাদ কলঙ্ক-তুলে; আমার অচলা বিশ্বাস ভক্তিকে আপনার চরণ থেকে সরিয়ে দেবার জন্যে যুক্তি করেছিল। সে দিন আমি কি করেছিলুম জানেন? স্বামীর সামনে দাঁড়িয়ে জন্মের মত ভায়ে ভায়ে পৃথক করে দিয়েচি। সে কার জন্যে আপনার মনে নাই?

কৃপানন্দ—আর বল্‌তে হবেনা আমি তোমায় পরীক্ষা কচ্ছিলুম। তুমিই দীক্ষা গ্রহণের উপযুক্তা পাত্রী। আমি তোমায় মন্ত্র দোব, কিন্তু মন্ত্র গ্রহণের পর একাধিক্রমে তিন বৎসর আমার আশ্রমে থাকতে হবে। সেই অবসরে আমি তোমায় যোগ প্রক্রিয়ার গুঢ় রহস্য সকল শিখিয়ে দোব। কিন্তু সাবধান এ কথা যেন তোমার স্বামীর কানে না ওঠে। প্রকাশ হলে সমস্ত পণ্ড হবে, গুপ্ত ভাবে সাধন কত্তে হবে। নির্জ্জনে ভগবৎরস আস্বাদ কত্তে হবে।

(সাহেবী পরিচ্ছদে সাহেব বাবুর প্রবেশ।)

সাহেব বাবু—গুড্ ইভ্‌নিং স্বামীজী, কবে এলেন?

কৃপানন্দ—কল্‌কাতায় আমি আজ দিন কতক এসেচি। আমার এক শিষ্যের বড়ই সাংঘাতিক পীড়া, তার চিকিৎসার জন্যে আমায় আসতে হয়েচে।

সাহেববাবু—আপনি আবার চিকিৎসাও করেন নাকি?

কৃপানন্দ—কত্তে হয় বৈকি? জগতের উপকারের জন্যে আমাদের অনেক রকম বিদ্যে শিখ্‌তে হয়।

সাহেববাবু—Oh! I see you are well accomplished in various learning of duty. (প্রিয়ম্বদার প্রতি) স্বামীজীকে জল খাইয়েচ ত?

কৃপানন্দ—তোমার স্ত্রীর সে সব বিষয়ে কোন দিকে ক্রুটি নাই; অচলা গুরুভক্তি। দাও শরীরের ক্লান্তি দূর করগে। আগে আত্মরক্ষা

পরে আত্মধর্ম্ম। আমি আজ আসি, আর একদিন এসে কথা বার্ত্তা কইব।

সাহেববাবু—এবার যেদিন আসবেন, অনুগ্রহ করে পত্র দিয়ে আগে জানাবেন আমি বাড়ী থাক'ব।

[কক্ষান্তরে সাহেববাবুর গমন।

কৃপানন্দ—(প্রিয়ম্বদার প্রতি) তুমি আর এখানে দাঁড়িয়ে কেন ?

(প্রিয়ম্বদা স্বামীজীকে প্রণাম করিল।)

কৃপানন্দ—এস কল্যাণ হোক্ আয়ুষ্মতী হও।

প্রিয়ম্বদা—আপনি একটু দাঁড়ান। আপনার জপ কর্ব্বার জন্যে আমি একখানা পশমের আসন বুনেছি নিয়ে যান্।

[প্রিয়ম্বদার প্রস্থান।

কৃপানন্দ—(স্বগতঃ) রূপৈশ্বর্য্যের গরবে উপেক্ষা করে চলে গিয়েছিলে প্রিয়ম্বদা ; একদিন কত কেঁদেছিলুম যন্ত্রনা বোঝনি। অপমান করে ফিরিয়ে দিয়েছিলে তবু ভুল্তে পারিনি। এস এস প্রাণ মন উন্মাদিনী রসময়ী মূর্ত্তিতে আমায় তৃপ্ত কর। আমি তৃষিতের মত তোমার রূপ সুধা পান করে সংজ্ঞাহীন হই, ডুবে যাই।

(আসন লইয়া প্রিয়ম্বদার প্রবেশ।)

বাঃ ! বাঃ ! অতি সুন্দর হয়েচে। আমি এই আসনে বসে নিত্য জপ কর্ব্ব। তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

[কৃপানন্দের প্রস্থান।

(পায়ে চটি জুতা, সার্ট ও প্যাণ্ট পরিধানে কক্ষান্তর হইতে সাহেববাবুর পুর্নঃপ্রবেশ।

প্রিয়ম্বদা—আবার উঠে এলে কেন ? একটু জিরোওগে না।

সাহেববাবু—তুমি আমার কাছে বস'বে চলো।

প্রিয়ম্বদা—না, না, আমি তোমার খাবার তৈরী করে আনিগে।

সাহেববাবু—না, তুমি বস'বে চলো। খাবার বামুন তৈরী কর্ব্বে এখন।

প্রিয়ম্বদা—না, আজ আমার সাধ হয়েচে নিজের হাতে খাবার তৈরী করে তোমায় খাওয়াব।

সাহেববাবু—তার চেয়ে ব'লনা কেন, আমার কাছে ব'সতে তোমার ভাল লাগে না।

প্রিয়ম্বদা—ওমা! একি গায়ে প'ড়ে ঝগড়া! আজ কিছু নেশা করেচ নাকি?

সাহেববাবু—নেশা! প্রিয়া যে নেশা তুমি আমায় ধরিয়েচ, তার চেয়ে আর কোন মদে বেশী মাতাল কর্ব্বে।

প্রিয়ম্বদা—এত নেশা কি ভালো? না, না, এত ভালো নয়। আজ যদি আমি মরে যাই।

সাহেববাবু—ও কথা বল'না, ও কথা বল'না আমার প্রাণ কেঁপে ওঠে। তোমায় ছেড়ে আমি এক দণ্ড বাঁচব না।

প্রিয়ম্বদা—(স্বগতঃ) ভগবান কি হবে! কেমন করে ফেলে যাব।

সাহেববাবু—কি ভাবচ? মনে কচ্চ আমি মিছে কথা কইচি। তুমি আপনার মন দিয়ে কি আমার মন বুঝ্‌তে পার না? আমি যখন আপিষে থাকি তোমার কাছে আসবার জন্যে ছট্‌ফট্ করি। আমাকে পাবার জন্যে তোমার মন কি তেমন ব্যাকুল হয় না?

প্রিয়ম্বদা—না, হয় না।

সাহেববাবু—সে কথা আমি বিশ্বাস করি না। কেন করি না জান? আমার মন দিয়ে আমি তোমার মনের কথা বুঝতে পারি। কে জানে কেন আজ তোমায় এত কথা বল'চি। আমার মন আজ ভারী উতলা হয়েচে।

প্রিয়ম্বদা—কেন? কেন?

সাহেববাবু—কেন জানি না, কিন্তু মনে হচ্চে যেন তোমাকে আমি হারাব।

প্রিয়ম্বদা—(সচকিত হইয়া) একি কিছু জান্তে পেরেচে নাকি ? ভগবান আমায় বল দাও, আমি আর সইতে পাচ্চি না। এই ভালবাসা ছেড়ে আমি কোথায় যাব। কোন্ হরিকে খুঁজ্‌তে যাব। এই ত আমার স্বর্গ, এই ত আমার সামনে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ দেবতা। কিন্তু না, এ ভালবাসায় পৃথিবীর মাটি মিশিয়ে আছে সেটা ধুয়ে ফেল্‌তে হবে।

সাহেববাবু—কথা কচ্চ'না কেন ?

প্রিয়ম্বদা—তুমি চল, আমি তোমার কাছে ব'সচি।

(উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

সাহেববাবুর শয়ন কক্ষ।

(সোফায় শায়িত সাহেববাবু, পার্শ্বে বসিয়া প্রিয়ম্বদা বাতাস করিতেছে।)

সাহেববাবু—আজ তোমার একি বেশ। চুল বাঁধনি, ফর্সা কাপড় পরনি, স্বামীজীকে দেখে বুঝি লজ্জা হয়েছিল।

প্রিয়ম্বদা—না, না, তা নয়, বেলা গেল সময় পাইনি।

সাহেববাবু—বলি স্বামীজীর কাছে কিছু বস্তু পেয়েচ নাকি ?

প্রিয়ম্বদা—স্বামীজীর মধ্যে বস্তু আছে কি না চেহারা দেখে বুঝ্‌তে পার না। আহা কি সুন্দর জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি! কি শান্ত সরল দৃষ্টি!

কাছে বস্‌লে ঘর সংসার কিছুই মনে থাকে না। তোমার কি দু দণ্ড ওঁর কাছে বসে দুটো ভগবানের কথা শুন্‌তেও ইচ্ছে করে না। কেবল টাকা, টাকা করেই সময়টাকে বৃথা নষ্ট কচ্চ। টাকা পয়সা কি পরকালে সঙ্গে যাবে।

সাহেববাবু—তা না যাক্ প্রিয়া, তুমি ত আমার সঙ্গে যাবে। বল যাবে কি না?

প্রিয়ম্বদা—নাও রঙ্গরস রাখ।

সাহেববাবু—সত্যি বল্‌তে কি, তোমার সঙ্গে রঙ্গ রস করে আমি যেন হাতে স্বর্গ পাই। মাইরি কি মিষ্টি মুখখানি তোমার। কি মিষ্টি কথাগুলি তোমার। অনেক তপস্যা কল্লে তোমার মত স্ত্রী রত্ন লাভ হয়। ভাগ্যবান হওয়া চাই, ভাগ্যবান হওয়া চাই।

(নেপথ্য হইতে স্বয়ম্ভূ।)

ভাই বাড়ীতে আছ, আমি তোমার দাদা বিশেষ দরকার আছে।

সাহেববাবু—আঃ জ্বালাতন কল্লে? দাদা হয়েচেন বলে মাথা একেবারে কিনে রেখেচেন। ডাক্‌বার ছিরি দেখ দেখি? না সাড়া দোবনা ডেকে ডেকে আপনিই ফিরে যাবে এখন।

প্রিয়ম্বদা—না, না, ব্যাপারটা কি শোনই না। মেয়ের বিয়ে হচ্চে না, কালো বলে লোকে বেশী টাকা চাইচে। বোধ হয় সেই জন্যেই তোমায় দরকার পড়েচে।

সাহেববাবু—দেখা যাক্ কি রকম ভাব গতিক তুমি সরে যাও।

(সাহেববাবু কলিং বেল বাজাইয়া চাকরকে ডাকিল।)

(জনৈক উড়ে চাকরের প্রবেশ।)

—ও বাড়ী থেকে বড়বাবু এসে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে সঙ্গে করে নিয়ে আয়।

[চাকরের প্রস্থান।

(পার্শ্ব দৃশ্যের অন্তরাল হইতে মুখ বাড়াইয়া
প্রিয়ম্বদা কহিল।)

দেখ একটু শক্ত হয়ো।

সাহেববাবু—সে তোমায় বল্‌তে হবে না, তুমি সরে যাও।

[অন্তরালে প্রিয়ম্বদার গমন।

(স্বয়ম্ভুর প্রবেশ।)

স্বয়ম্ভু—ভাই বড় বিপদে পড়ে তোমার কাছে এসেচি, ভিটে টুকু বুঝি আর থাকে না। হরলাল চাটুয্যে উকীলের চিঠি দিয়েচে এই দেখ।

(চিঠি লইয়া সাহেববাবু একবার বক্র দৃষ্টিতে দেখিল।)

সাহেববাবু—তা আমি কি কর্ব্ব বলুন।

স্বয়ম্ভু—ভাই তুমি আমায় এই আসন্ন বিপদ থেকে উদ্ধার না কল্লে আমার জাত কুলমান সব বুঝি যায়। বাড়ী হরলাল চাটুয্যের কাছ থেকে উত্‌রে নিয়ে তোমার কাছে বাঁধা রাখচি আমায় হাজার তিন টাকা দাও। দেনা শোধ কত্তে পারি ভাল, না হলে বাড়ী ছেড়ে আমরা উঠে যাব। তুমি সুখে ভোগ দখল কর, আর তাতে যত আনন্দ হবে, বাইরের একজন এসে বাপ পিতাম'র ভদ্রাসন জুড়ে বস'লে বরং আমাদেরই নাম ডুবুবে। তুমি পরে আমায় দোষ দিতে পার, সেইজন্য একবার জানাতে এলুম।

সাহেববাবু—আপনি ত বরাবরই জানেন, টাকা কড়ি আমার হাতে কিছু রাখি না।

স্বয়ম্ভু—তা জানি, কিন্তু তুমি মত কল্লে বৌমা টাকা দিতে পথ পাবেন না।

সাহেববাবু—আপনি তবে দাঁড়ান, আমি একবার বাড়ীতে জিজ্ঞেসা করে আসি।

[সাহেববাবু ভিতরে গমন করিল।

স্বয়ম্ভূ—(স্বগতঃ) ও আমার সেই ভাই, যে আমি না খেতে বল্লে খেত'না, শুতে না বল্লে শুত'না। আমার অনুমতি না হলে এক পা নড়'ত না। খেতে খেতে মিষ্টি লেগেচে আর খাইনি। ওকে ডেকে খাইয়েচি, বুক দিয়ে মানুষ করেচি।

(সাহেববাবুর পুনঃপ্রবেশ।)

সাহেববাবু—মান্ধাতার আমলে দেনা করে রেখেচেন ও ছেঁড়া হ্যাটা ত আর আপনার মিটল' না। মাথার ওপর যার দেনা তার বুঝে সুজে চল্‌তে হয়। বাড়ীতে ত পঙ্গপাল জুটিয়েছেন, দুবেলা খরচ ত কম নয়।

স্বয়ম্ভূ—ভাই যার বাড়ীতে পাঁচজনে পাত পাড়ে, জেনো ভগবান তার ব্যবস্থা করেন, মানুষ উপলক্ষ। আমার কি সাধ্য যে সকলকে খাওয়াই।

সাহেববাবু—ভগবান ত আর লোক পেলেন না দুনিয়ায় তাই আপনার ঘাড়ে কতকগুলো বোঝা চাপিয়ে দিয়েচেন।

স্বয়ম্ভূ—বোঝা কাকে বল্'চ ভাই বুঝ্‌তে পাচ্চি না। যাদের নিয়ে আমার সংসার তারা ত কেউ বাইরের লোক নয়। বামুনমার কথা বল্'চ, চিন্তার কথা বল্'চ, তারা ত অনেকদিন আপনার হয়ে গেছে।

সাহেববাবু—আপনার অবস্থায় সঙ্কুলান হয়, দুনিয়ার লোককে নিয়ে সংসার পাতান না কেন আমার কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। বাড়ী ভাগ কর্ব্বার সময় বউদিদি যে গাল্‌টা পেড়েছিল আমার wifeকে; অন্য স্ত্রীলোক হলে suicide হ'ত। ভিটে টুকু নিলে ত আর রক্ষে থাকবে না। সুস্থদেহে ব্যাধির আবশ্যক নাই।

স্বয়ম্ভূ—শেল সম বাক্য বাণে আর কাজ নাই ভাই যথেষ্ট হয়েচে। দোষ তোমার নয় আমার অদৃষ্টের। এক মায়ের গর্ভে দুজনে জন্ম

গ্রহণ করে তুমি পূর্ব্ব জন্মের পুণ্যফলে ভাগ্যলক্ষ্মীর দর্শন পেয়ে অতুল সম্পত্তির অধিকারী হয়েচ। আর আমি অর্থের জন্য মান অপমান সমস্ত জলাঞ্জলি দিয়ে কন্যাদায়ে কাঙালের মত লোকের দ্বারস্থ হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্চি। ভগবান আমায় সহ্য কত্তে দিয়েচেন সহ্য কর্ব্ব। কিন্তু জেনো বেশী বাড়াবাড়ি হলেই পতন তার অনিবার্য্য। দর্পহারী ভগবান নিজের দর্প চূর্ণ করেচেন। টাকার গরম থাকবে না, থাকবে না।

সাহেববাবু—আপনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শাপ দিন আমি চল্লুম।

[প্রস্থান।

স্বয়ম্ভু—কি কল্লুম, কি কল্লুম, মার পেটের ভাইকে শাপ দিলুম। ভগবান আমায় এতদূর নামিয়েচ। কি কল্লুম প্রভু আমার এ অভিশাপ যেন ব্যর্থ হয়। ভাই তোমার মঙ্গল হোক, মঙ্গল হোক, মঙ্গল হোক্।

[স্বয়ম্ভুর প্রস্থান।

৭ম গর্ভাঙ্ক।

(হরলালের অন্দর মহলের এক পার্শ্ব।)

দামিনী—তোমার যে অন্যায় কথা, যে সব মেয়ে চোকে দেখেচি, তাদের কাছে তোমার মেয়ে আকাশ পাতাল তফাৎ। বউ আন’ব ঘর আলো করে থাকবে, লোকে দুদণ্ড চেয়ে দেখ্‌বে। কালো মেয়ে এ ভিটেতে কখনও আসেনি, কেমন করে তা কর্ব্ব বল ?

ললিতা—মেয়ের আমার রূপ নাই তা জানি দিদি, কিন্তু মেয়ের আমার যে গুণ আছে, মা হয়ে বল্লে বড়াই করা হবে। বাছা আমার এক দণ্ড চুপ করে বসে থাকতে জানে না। গেরস্থালী কাজ, রান্নার কাজ, সেলায়ের কাজ, সমস্ত একলাটি করে। আমি ত সারাদিন বসে দাঁড়িয়েই থাকি। কাজ কত্তে গেলে হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বলে—"মা যে কটা দিন পরের ঘরে না যাই তোমার সেবা শুশ্রূষা করি", কত বুদ্ধি মায়ের আমার। সংসারে তোমায় কিছু দেখতে হবে না দিদি, পায়ের ওপর পা দিয়ে হুকুম কর্ব্বে সে তোমার সংসারকে মাথায় করে রাখবে।

বিলাসী—হ্যাঁ গা মেয়ে তোমার কদ্দূর অবধি পড়েচে ?

ললিতা—পড়া শোনা মা তদ্দূর ভাল হয়নি। তবে কাজ চালান গোচ লিখ্‌তে পড়্‌তে জানে। স্কুলে কখনও যায়নি মা, দিন কতক "মহাকালী পাঠশালায়" গিয়েছিল। সেখান থেকে শিবপূজা, গৌরীপূজা আরও অনেক ঠাকুর দেবতার স্তব ধ্যান এই সব শিখেচে।

বিলাসী—তবে বাছা কি কত্তে এসেচ ? আজকালকার ছেলে তারা লেখা পড়া চায়, বিবির মত সাজগোজ চায়, নাচ গান চায়। তোমার যেমন সামর্থ্য তেম্নি ঘর বর খোঁজগে।

দামিনী—এই বল্‌'ত বিলেসী বল্‌'ত। ঘরের কাজ শিখেচে তবে ত আমার মাথা কিনেচে। ও সব শিখ্‌লে হবে কি বল ? আমার যে ছেলে পাশ করা মেয়ে না হলে মানাবে কেন বাছা ? কেন মিছে জ্বালাতন কত্তে এসেচ ? যেমন লোক তেম্নি পাঁচ পাঁচীর ঘরে মেয়ে দাওগে সুখে থাকবে।

ললিতা—দিদি কোনও দিকে কোনও উপায় নাই। ভিটে টুকু কর্ত্তার কাছে বাঁধা, তোমার ত আর জান্তে কিছু বাকী নাই।

দামিনী—কি কর্ব্ব বল, জোরের কাজ নয়' ত ?

ললিতা—দিদি পাড়ার লোকে একঘরে কর্ব্বে শুনতে পাচ্চি। মেয়ে পছন্দ নয় বল'চ ভাল কথা। আমাদের স্বামী স্ত্রীকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করে ; ফের তুমি না হয় ছেলের বিয়ে দিয়ো। ঘটা করে রাজকন্যের মত মেয়ে ঘরে এনো। বাড়ীর দাসী বাঁদীর মত আমার মেয়েকে রেখো জান'ব মেয়ের অদেষ্ট। তোমার দুটি পায়ে পড়ি দশের হেজ থেকে আমার স্বামীর মুখ রক্ষে কর।

দামিনী—কেন স্বামী তোমার লোকের কাছে ভিক্ষে কত্তে পারে না ? হুম্‌দো মেয়ে যাদের ঘরে তাদের পেটে অন্ন যায় কেমন করে ? আমরা হলে সাত জন্ম অমন মেয়ে বিয়োতুম না।

(নলিনীর প্রবেশ।)

নলিনী—(দামিনীর প্রতি) গিন্নী মা কর্ত্তাবাবুর ঠাঁই করে দিয়ে এসেচি।

[নলিনীর প্রস্থান

দামিনী—বিলেসী যাবার সময় দেখা করে যাস্।

[দামিনীর প্রস্থান

ললিতা—মেয়ে পেটে ধরে আমার কপালে এত লাঞ্ছনা গঞ্জনা ছিল। ভগবান আমায় কেন আঁটকুড়ো কল্লে না।

বিলাসী—হ্যাঁ গা তুমি কেমন হাবা বোকা মেয়ে মানুষ ? ইসারা কল্লে বুঝ্‌তে পার না ? কেন পায়ে তেল দিচ্চ, সুখ ত হবে ভারী ছেলে'ত রাত বেড়ায়, দেখ'চ না মাগীও বউ কাঁটকী।

ললিতা—তুমি আজ আমার মায়ের মত উপকার কল্লে, এ ঋণ আমি জন্মেও শোধ কত্তে পার্ব্ব না। চল্লুম মা, মাথার ওপর আগুন জ্বল্‌চে দাঁড়াবার সময় নাই।

[ললিতার প্রস্থান

বিলাসী—(নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) ও কে শ্রীগোপাল আসচে নয়। মরি মরি, সর্ব্বাঙ্গে রূপ উথ্‌লে যেন চাঁদের গায়ে ঠিক্‌রে পড়্‌চে। ইন্দ্রধনু দিয়ে চক্ষু গড়ে দিয়েচে বিধি, অবলা নারীর মন হরণ কর্ব্বার জন্যে। ইচ্ছে করে দিনরাত চেয়ে দেখি, নির্জ্জনে দু দণ্ড কাছে বসে কথা কই। কি ভাবতে ভাবতে আস্‌চে নয়, ভাবনা আর কি, পরিবারের শোক। বড্ড ভালবাস'ত তাই ঘা লেগেচে। ও ঘা জুড়িয়ে দোব, ফুলের মত হৃদয় নিংড়ে নিয়ে, ভালবাসার প্রলেপ দিয়ে ও ঘা জুড়িয়ে 'দোব। একটু আড়ালে যাই কি বলে শুনি।

[অন্তরালে বিলাসীর গমন।

(শ্রীগোপালের প্রবেশ।)

শ্রীগোপাল—(স্বগত) সেই সব মনে পড়চে, যেদিন বাড়ী শুদ্ধু লোক তার বিপক্ষে সংসারে আগুন জ্বেলে দিয়েছিল। সেদিন তার দু চক্ষু দিয়ে শ্রাবণের ধারা ব'য়ে গেছে। সেদিন যেন দেবীর প্রচ্ছন্ন মূর্ত্তি সাক্ষাৎ জাগ্রত হয়ে, পাপতাপময় সংসারের পৈশাচিক পীড়নে জন্মের মত চলে গেল। ওই ওই সে আমার হেমশুভ্ররত্নসিংহা-সনোপরি অধিষ্ঠিতা সাধনার মূর্ত্তিমতী রাগময়ী প্রতিমা। হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী! প্রাণেশ্বরী! কোথায়! কোথায় তুমি! স্বর্গের কোন পবিত্র জীবনের বিনিময়ে সৃষ্টি হয়েছিলে। দাড়াও, দাড়াও, আমিও যাই। সংসারে বড় জ্বালা, সংসারে বড় জ্বালা।

[শ্রীগোপালের প্রস্থান।

(অন্তরাল হইতে বিলাসীর আগমন।)

বিলাসী—না, ঘোর কাটেনি, মরে গেছে তবু তার জন্যে এখন ও পাগল; ভুল্‌তে পারেনি। ভুলিয়ে দোব, যেমন করে পারি ভুলিয়ে দোব। নারীর মোহিনী মূর্ত্তি নিয়ে তোমার সামনে দাঁড়াব; দেখি কেমন

করে তুমি উপেক্ষা কর। শ্রীগোপাল! শ্রীগোপাল! আমি বড় কাঙালিনী। একবিন্দু প্রণয়ের আশায়, স্বামীর পদতলে পড়ে কত কাকুতি মিনতি করে কেঁদেছিলুম ভিক্ষে চেয়েছিলুম। নিষ্ঠুরের মত ফেলে রেখে চলে গেছে। অবলা নারীর হৃদয়ে কঠোর দংশন করেচে। সে জ্বালার মর্ম্মান্তিক প্রতিশোধ নিবৃত্তি কর্ব্বার তুমিই আমার একমাত্র ভরসা, আশ্রয়, আশা।

[বিলাসীর প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

(হরলালের বৈঠকখানা।)

হরলাল—(স্বয়ম্ভুর প্রতি) বাড়ী ত আর উদ্ধার কত্তে পার্ব্বেন না ছা-পোষা লোক, অবস্থা ত বুঝ্‌তে পাচ্চি। দু'বছর হ'ল সুদ বন্ধ হয়েচে। সেও কোন্ না সুদের সুদে চার হাজার হবে। তা হলে সুদে 'আসলে প্রায় পাঁচ হাজারের কাছাকাছি। তা এ বাজারে মেয়ের বিয়ে দিতে ও আপনার ঐ টাকাই পড়্‌বে। মরুগ্‌গে ছাই, ঘর থেকে আর আপনাকে কিছু দিতে হবে না। গয়না, সে আমরা দিয়ে সাজিয়ে আন্'ব। দান সামগ্রী, সে আপনার ইচ্ছে হয় দেবেন, না হয় না দেবেন। ও সব আমি বড় পছন্দ করি না। ঐ পাঁচ হাজারের মধ্যেই এক রকম ক'রে সে'রে নো'ব। কি বল মাতুল? অন্যায় কিছু বলেচি।

শ্রীকান্ত—আরে রাধে গোবিন্দ ! মুখুয্যে মশাই, আপনিই দেখুন না কেন বুঝে ? গেরস্থ ঘরের মেয়ে, চলন সই হলেই হ'ত ? এ যে একেবারে ভদ্র সমাজের বার। কালো বলে, একেবারে কালো।

হরলাল—তাতে কিছু এসে যায় না মাতুল। কালো ব'লে কি আর বিয়ে হবে না। টাকায় কালো আলো হয়।

শ্রীকান্ত—ঠিক কথা, দিন কাল পড়েচে কি ? আমাদের বেলায় কড়ি দিয়ে লোকে মেয়ে পার ক'ত্ত। এখন দেখ্‌চি,বাস্তু ভিটেতেও কুলোয় না।

স্বয়ম্ভূ—মশাই, সিন্ধুক বোঝাই টাকা থাক্‌লে, ঝি জামাইকে দিতে কার না সাধ হয়। মাইনে যৎসামান্য যা পাই, ডাইনে আন্তে বাঁয়ে কুলোয় না। মরি বিত্তি ক'রে, কায় ক্লেশে দিন গুজরান কচ্চি।

হরলাল—না মশাই, তা হলে আমার দ্বারা হবে না। আপনি যেখানে দু পয়সা সুবিধে পান, মেয়ের বিয়ে দিন, আমার কোন আপত্তি নাই। তবে টাকা আমি আর ফেলে রাখ্‌তে পার্ব্ব না।

শ্রীকান্ত—মুখুয্যে মশাই, তোমার কন্যা ভাগ্যবতী হবে। এ ঘরে মেয়ে পড়্‌লে, কুটোটি পর্য্যন্ত নাড়্‌তে হবে না।

স্বয়ম্ভূ—আজ্ঞে আমার ত ষোল আনা ইচ্ছে যে বনেদী বংশ দেখে, সৎপাত্রে কন্যা সম্প্রদান করি।

শ্রীকান্ত—পাত্র খুব সৎ, খুব সৎ। সাত চ'ড়ে কথা ফোটে না, আহা ছেলে নয় ত রত্ন, রত্ন। জলচে, দিনরাত জলচে ! লেখাপড়ায় বল, চরিত্রে বল, সর্ব্বোপাধি ভূষিতং। অমত কর'না, অমত কর'না শুভস্য শীঘ্রং।

স্বয়ম্ভূ—(হরলালের প্রতি) মশাই, আপনি ভাগ্যবান, অতুল সম্পত্তির অধিকারী। আপনার সঙ্গে কুটুম্বিতা কত্তে যাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। আপনাকে মিনতি করে বল্‌'চি, বাড়ীর ওপর আমায় আর হাজার দুই টাকা দিন। আফিষে আমার provi-

dent fund এ টাকা আছে, তাই থেকে আপনার দেনা শোধ কর্ব্ব কোন ভয় নাই।

হরলাল—ওটা কি আর কথার মত কথা হ'ল মুখুয্যে মশাই। শরীরের ভদ্রাভদ্র আছে, কখন কি হয় বলা যায় না। অত ঝঞ্ঝাটে যাওয়ায় কি দরকার। আমার ত আর মেয়ে নয়, দায় আপনার। মধ্যে আমি আর বাড়ীর ওপর এক পয়সা দোবও না, আর টাকাও ফেলে রাখ্‌তে পার্ব্ব না।

স্বয়ম্ভূ—আপনাকে আর বেশী কি বল'ব, ভিটেটুকু গেলে, দুনিয়ায় মাথা গুঁজে থাকবার এমন স্থান নেই, যে দুদিন নিশ্চিন্দি হয়ে বাস করি।

হরলাল—সে জন্যে কোন ভাবনা নেই। বাড়ীতে আপনি স্বচ্ছন্দে বসবাস করুন, সে ত আনন্দের কথা। আর আপনার ত কেউ নাই, ঐ মেয়েরইত সব, তবে দুদিন আগে আর পরে।

শ্রীকান্ত—মুখুয্যে মশাই বাড়ী'ত আপনারই রইল? ঝি, জামাইকে দিচ্চেন, পরকে'ত আর নয়?

স্বয়ম্ভূ—বেশ আমার কোন আপত্তি নেই।

হরলাল—তবে এই ষ্ট্যাম্প কাগজে সই করুন। একবার পড়ে দেখুন।

স্বয়ম্ভূ—ও আর কি পড়'ব।

(স্বয়ম্ভূ সহি করিল।)

হরলাল—তা হলে আপনি জোগাড় যন্ত্র কত্তে আরম্ভ করুন। যত শিগ্‌গীর হয় ততই ভালো।

শ্রীকান্ত—ভাল বলে ভাল মুখুয্যে মশাই, কন্যাদান কচ্চ যখন, সে তুলনায় বাস্তুভিটে কিছুই নয়।

হরলাল—কোন ভাবনা নাই মুখুয্যে মশাই, হরলাল চাটুয্যের যে কথা সেই কাজ।

স্বয়ম্ভু—(জনান্তিকে) আর উপায় কি, একটা কথা ঠিক বলেচে, ওই মেয়েরই'ত সব, তবে দুদিন আগে আর পরে।

[স্বয়ম্ভুর প্রস্থান।

হরলাল—মাতুল, হরলাল চাটুয্যেকে এখনও চিন্তে পারেনি, আমার কাছে দয়া ধর্ম্ম নেই।

শ্রীকান্ত—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, টাকা ধর্ম্মঃ, টাকা স্বর্গঃ, টাকা হি পরমন্তপঃ।

(দরওয়ানের প্রবেশ ও হরলালকে অভিবাদন।)

দরওয়ান—হুজুর, রেয়েতলোক বাহার মে খাড়া হ্যায়।

হরলাল—ভিতর মে বোলাও।

দরওয়ান—যো হুকুম।

[দরওয়ানের প্রস্থান।

(দুইজন খাতকের প্রবেশ।)

১ম খাতক—বাবু মশাই নমস্কার। আমার খতখানা বদলে দিতে হবে। সুদ নাগাদ হাত পর্য্যন্ত সব চুকিয়ে দিলুম।

(১ম খাতকের টাকা প্রদান।)

হরলাল—তোমার নামটা কি বল'ত বাপু ?

১ম খাতক—আজ্ঞে বাসু ঘোষ।

(হরলাল জাব্দা খাতা লইয়া দেখিতে লাগিল।)

হরলাল—তোমার কাছে ত বাপু এখনও সুদ পাওনা আছে। টাকায় দু আনা সুদ হ'লে, তিন বছরে কত হয় হিসেব করে দেখ দেখি ?

১ম খাতক—আজ্ঞে তখন টাকায় এক পাই হিসেবে কথা ছিল, এখন আবার ওকি কথা বল্‌চেন।

হরলাল—বাপু হে! আমি ত আর মিথ্যে করে বল্‌চি না। এই দেখ খাতায় কি লেখা আছে। তুমি নিজেই রাজী হয়ে সই করে দিয়েচ।

১ম খাতক—আজ্ঞে তাইত দেখ্‌চি। কি রকমটা হ’ল কিছু বুঝ্‌তে পাচ্চি না ত।

হরলাল—এখন ত আর বুঝ্‌তে পার্ব্বে না বাপু? টাকা ধার কর্ব্বার সময় কাঁদুনি, আর দেবার সময় হলেই কথার বাঁধুনি। তোমাদের ভাল কত্তে নাই। গরু বাছুর কেড়ে নিয়ে যাচ্ছিল মিউনিসিপ্যালের লোক, সেই হলেই বেশ হ’ত। বাকী টাকা এনে খত বদলে নিয়ে যেয়ো।

(২য় খাতকের প্রতি) তোমার কি খবর হে? বালা জোড়া বাঁধা রেখে, টাকা নিয়ে বেমালুম ত স’রে পড়্‌লে? বল্লে গিনি সোণা আছে, যাচাই করে শেষে মরা সোণায় দাঁড়াল। ঠকাবার কি আর জায়গা পাওনি বাপু?

২য় খাতক—আজ্ঞে বলেন কি? অবাক কল্লেন যে! গিনি সোণা ক’সে নিয়ে এখন ওকি বল্‌চেন?

হরলাল—তাড়াতাড়িতে তখন কি আর ঠাওর হয়ে ছিল? বল্লে টাকার জন্যে ছেলেকে ডাক্তার দেখাতে পাচ্চ না। পাড়া প্রতিবাসী, বিশ্বাস করে বিপদের সময় দিলুম কি না? এখন বুঝি উল্টো চাপ?

২য় খাতক—ভগবান জানেন, ধর্ম্ম জানেন, মিথ্যে করে যদি বলি সর্ব্বনাশ হবে।

হরলাল—(শ্রীকান্তের প্রতি) দেখ্‌চ মাতুল ব্যাপার? এতে কি আর লোকের ভাল কত্তে ইচ্ছে হয়।

শ্রীকান্ত—বিপদে আপদে অনেক ব্যাটা বেটীর মাথা রাখ’চ, চোকের ওপর তা দেখতে পাচ্চি। তবু লোক তুষ্ট নয়, কালস্য কুটিলা গতিঃ।

হরলাল—(২য় খাতকের প্রতি) হাঁ করে দাড়িয়ে কেন বাপু? টাকা এনে তোমার বালা নিয়ে যাও। অত ঝঞ্চাটে থাকতে ইচ্ছে করি না।

২য় খাতক—হায়, হায়, ধনে প্রাণে মারা গেলুম। ভগবান তুমি দেখো, ধর্ম্ম তুমি দেখো।

হরলাল—(২য় খাতকের প্রতি) বেশী কথা কয়োনা, সিদে পথ আছে চলে যাও।

২য় খাতক—হায়, হায়, সর্ব্বসান্ত হলুম, স্বর্ব্বসান্ত হলুম।

[খাতকদ্বয়ের প্রস্থান।

হরলাল—মাতুল বাসায় গিয়ে পাক শাক কত্তে বেলা হবে অনেক। এইখানেই আহারাদি করে যেয়ো।

শ্রীকান্ত—তোমার অন্নেই ত আছি, তোমার অন্নেই ত আছি।

[অগ্রে হরলালের গমন, পশ্চাৎ পশ্চাৎ শ্রীকান্তের প্রস্থান।

আমার আর কি বল, এই ব্রহ্মাণ্ড উদর ভাণ্ডটা কোনও রকমে ভরলেই বস্ শ্রীকান্ত শর্ম্মা আর কিছু চায় না। তেনা নেনা ক'রে যে কটা দিন পরের ওপর দিয়ে যায়। চোরের রাত্তির বাসই লাভ।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

(দামিনীর কক্ষ।)

দামিনী—পোড়া কপাল মিন্সে কল্লে কি গো বাড়ীর লোভে ছেলেটাকে একটা পেত্নী ধরে দিলে।

(হরলালের প্রবেশ।)

বলি হ্যাঁগা তোমার কি ভীমরতি হয়েচে ?

হরলাল—ভীমরতি হয়েচে আমার না তোর ? ছেলের গুণাগুণ ত কেমন।

দামিনী—দেখ বয়েস দোষে দুদিন অমন বার নজর হয় চাঁদপানা বউ ঘরে আন্‌লে শুধ্‌রে যাবে। আর এই পেত্নীকে আনলে ছেলে আর ঘর মুখো হবে না।

হরলাল—আমায় ভারী বোকা ঠাউরে'চ নয় ? দাড়া'না, বাড়ীখানা আগে ফাঁকতাল্লায় মেরে দিই। তারপর চাঁদপানা কি বল্‌চিস্‌ চিনির পানা এনে দোব।

দামিনী—সতীনের ওপর মেয়ে দেবে কে ?

হরলাল—সে ভাবনায় তোমার দরকার নাই। হরলাল চাটুয্যের গদীয়ান দেখে অনেক ব্যাটা বেটী পায়ে ধরে মেয়ে দেবার জন্যে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে।

দামিনী—এবার থেকে তবে লালগোপালকে হাতখরচা বলে কিছু দিয়ো। নইলে রোজ রোজ টাকার জন্যে আমায় জ্বালাতন কর্ব্বে সে ধাক্কা আমি সামলাতে পার্ব্ব না।

হরলাল—না পার ছেলের মন যুগিয়ে থেকো। এক পয়সাও আমি দোব না। খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করেচি যে টাকা খরচ করে জীবনে কখনও তা শোধ কত্তে পার্ব্বে ? লজ্জা করেনা বল্‌তে ? মায়ে ব্যাটায় বুঝি যুক্তি করে দাঁওর মৎলবে আছ ?

দামিনী—পোড়া কপাল আর কি, ছেলে যত দিয়েচে ঢেলে তুমিও দিয়েচ তত, গায়ের গয়না তা পর্য্যন্ত খুলে নিয়ে সিন্দুকজাত করে সার করেচ কাঁচের চুড়ী।

হরলাল—অত যদি প্রাণের মধ্যে সখের ভুড়ভুড়ী, গিল্টি করা গয়না পর'তে পার'না এক ঝুড়ী।

দামিনী—পোড়া কপাল আমার গলায় দড়ি, মুখে আগুন আমার ঘর কন্নার।

হরলাল—তোমার বুক্‌নী শোন্‌বার সময় নাই।

[হরলালের প্রস্থান।

দামিনী—আমায় দিতে হলে বুক যেন চড়চড়িয়ে ফেটে যায়। মানুষের চাম্‌ড়া কি একেবারেই নাই। থাকবে কেমন করে? সুদের সুদ খেয়ে কসাই হয়ে গেছে। লোকের চোকের জল পড়েচে, আর হাসতে হাসতে সিন্দুকে টাকা তুলেচে। যক্ষির ধন কারু ভোগে লাগ্‌বে না।

(লালগোপালের প্রবেশ।)

লালগোপাল—মা ইঁদুর কলে ফেলেচি, ইঁদুর কলে।

দামিনী—কেন রে কি হয়েচে?

লালগোপাল—বাবার যা মনে যাচ্চে তাই কচ্চে, আমার সঙ্গে চালাকী, আমি ত ঐ বাপেরই ব্যাটা। আমায় উনি ভুজং দিয়ে ভোলাবেন। তুমি ত জান মা সেবার মুখুয্যেদের মকদ্দমায় মিথ্যে সাক্ষী দিলুম আপনি মেরে দিলেন সোণার লঙ্কা আর আমার বেলায় লবডঙ্কা, মনে আছে মা, নীল মাধব বাঁড়ুয্যের জায়গা দখল কত্তে কেউ এগোয়না শেষে আমায় ঠেকিয়ে দিয়ে নিজে চুপ্‌টি করে গ্যাট হয়ে বাড়ীতে বসে রইল। যায় এই শালার মাথা যাবে। পুলিশ এসে আমায় ধড় পাকড় কল্লে একটি পয়সাও বার করেনি। তুমি না থাকলে মা তোমার ছোট ছেলের পায়ে সেবার বেড়ী পর'ত। বরাবর দেখে আস্‌চি মা ঠক্‌বাজী। পাড়াপড়সীর সঙ্গে ঠক্‌বাজী, বাড়ীর লোকের সঙ্গে ঠক্‌বাজী, তোমার আমার সঙ্গে ঠক্‌বাজী। এবার তা হচ্চে না, শুন্‌লুম বাবা এক haggard মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করে বাড়ী লেখাপড়া করে নিয়েচে। রাজী আছি মা, হয় বাড়ীর পাটা, না হয় হাজার খানি

চকচকে চাকী। তা আমি সব নোব'না, কাচের চুড়ী হাতে দিয়ে বেড়াও, দুগাছা সোণার শাঁকা গড়িয়ে দোব। কি কাণ্ডটা একবার বাধাই দেখ না।

দামিনী—তুই এবার কিছুতে ছাড়িস্‌নি, দেখি কি করে, বড় আস্পর্দ্ধা হয়েচে।

[দামিনীর প্রস্থান।

লালগোপাল—এই এক একটা নকল চাবী লাগিয়ে বাক্স, আলমারী, সিন্ধুক সমস্ত তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেচি। বাবা ব্যাটার রেস্ত কোথায় থাকে এখনও তা বার কত্তে পারিনি। নলিনী বেটীকে'ত তক্কে তক্কে থাক্‌তে বলেচি। ও বেটীকে দুচার আনা হাতে দিলেই ঠিক থাক্‌বে। অধরার দ্বারা হবে না, ব্যাটা হ্যালা ক্ষ্যাপা সব গোল করে দেবে।

(অধরের প্রবেশ।)

অধর—ছোট দাদা বাবু তোমায় বাইরে এক বাবু ডাক্‌চে। বাবু ত বাবু, দেখে অবাক, বাবু ত ভেরে কেটে তাক্‌, চটেই আগুন। বল্লুম ছোট দাদা বাবু আসচে না রেগেই খুন।

লালগোপাল—বেশী বকিস নি, বল্‌গে যা আস্‌চে।

অধর—বক্‌তেচে কে বাবু, খেটে খেটেই কাবু, তা আর বকি কখন। সে দিন তোমার কাছে সে বাবু এ'ল।

লালগোপাল—আরে ব্যাটা মিছে বক্‌চিস্ কেন যা' না।

অধর—যাচ্চি ছোট দাদা বাবু তবে সেই যা বল্‌ছেলাম।

লালগোপাল—আবার ব্যাটা বকে।

অধর—যে আজ্ঞে ছোট দাদা বাবু।

[অধরের প্রস্থান।

লালগোপাল—টাকা চাই যেমন করে পারি টাকা চাই। বেলা! বেলা! তোমায় মর্ত্ত্যে ইন্দ্রের অপ্সরী করে রাখ'ব। নন্দন কাননের পারিজাত এনে তোমার গলায় দোব। তোমায় সুখী কর্ব্বার জন্যে যদি বাপের সঙ্গে লাঠি বাজী কত্তে হয়। মায়ের সঙ্গে দাগাবাজী কত্তে হয়, ভায়ের সঙ্গে শয়তানী কত্তে হয়, রাজী আছি টাকা চাই।

[লালগোপালের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

(স্বয়ম্ভূর পূজার দালান।)

ভট্‌চাজ—মুখুয্যে মশাই লগ্ন ত আগতপ্রায়, পাত্র এখনও উপস্থিত হল না। পাত্রের বাড়ীতে সংবাদ নেওয়া একবার নিতান্ত প্রয়োজন।

স্বয়ম্ভূ—কি হ'ল বুঝ্‌তে পাচ্চিনা ত, অ্যাঁ করি কি, হ্যাঁ লোক পাঠিয়েচি। চিন্তাও সঙ্গে গেছে (জনৈক কন্যাযাত্রীর প্রতি) ভায়া তুমি একবার যাবে?

১ম কন্যাযাত্রী—তাই'ত আলাপ পরিচয় নাই, পরের বাড়ীতে যাওয়াটা কেমন কেমন দেখায় না?

স্বয়ম্ভূ—আচ্ছা তবে থাক্, তবে থাক্।

২য় কন্যাযাত্রী—পাত্রের শরীর গতিক ভাল আছে ত?

স্বয়ম্ভূ—অ্যাঁ—অ্যাঁ—আপনারা ও সব কি বল্‌চেন। অসুখ, না, না, ও কথা বল্‌বেন না, ঝি এইমাত্র দেখে আসচে পাত্র বেড়িয়ে বেড়াচ্চে। তাই ত করি কি, ভগবান রক্ষে কর।

ভট্‌চাজ—স্থির হন, স্থির হন, লগ্নের এখনও ঘণ্টাখানেক বিলম্ব আছে।

স্বয়ম্ভূ—ভট্‌চাজ মশাই স্থির হতে পাচ্চি না। সর্ব্ব শরীর কাঁপচে, মাথা ঘুরচে।

৩য় কন্যাযাত্রী—হবেই'ত সারাদিন উপবাস, তার ওপর দুঃসাহসিক পরিশ্রম, তার ওপর নিদারুণ গ্রীষ্ম। হবেই'ত মাথায় একটু জল দিন।

স্বয়ম্ভূ—না, না, জল দোব না, মাথায় আগুন জ্বলচে, দু হাত যতক্ষণ এক না হয় জলেও আগুন জ্বল্‌বে। উঃ! বুকের ভেতর যেন কেমন কচ্চে এরা কেউ এখনও ফিরল' না কেন!

(স্বয়ম্ভূর জনৈক প্রতিবাসীর বেগে প্রবেশ।)

প্রতিবাসী—মুখুয্যে মশাই, দায়, মহাদায়, পাত্রকে আনা মহাদায়। বাড়ীতে যাব কি, দেখি লোকে লোকারণ্য। বরযাত্রী সব রাস্তায় দাঁড়িয়ে, পুরুত নাপিত রাস্তায় দাঁড়িয়ে। সকলকে জিজ্ঞেস কল্লুম কি হয়েচে, কেউ কোন কথার জবাব দিলে না। ঢের চেষ্টা কল্লুম ভিড় ঠেলে যেতে পাল্লুম না। চিন্তা শুন্‌লে না জোর কত্তে গেল, একজন তাকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে। ঝর ঝর করে পা দিয়ে রক্ত পড়্‌তে লাগল। তারপর ভিড়ের মধ্যে কোথায় মিশিয়ে গেল আর দেখতে পেলুম না।

স্বয়ম্ভূ—শ্যামা মা! তোর অদেষ্টে কি আছে জানিনা। (পতন ও মূর্চ্ছা।)

ভট্‌চাজ—ঝি, ঝি, জল নিয়ে আয়।

(জল লইয়া ঝিয়ের প্রবেশ।)

ঝি—বাবুর কি হ'ল ভট্‌চাজ মশাই?

(ভট্‌চাজ কর্ত্তৃক স্বয়ম্ভূর মুখে জল ক্ষেপণ।)

ভট্‌চাজ—যা, যা, গোলমাল করিস নি।

ঝি—এমন পোড়া মেয়েও হয়েছিল, বাবুর আমার একদিনের জন্যে সুখ হ'ল না।

(স্বয়ম্ভূ চেতনা পাইয়া উঠিল।)

স্বয়ম্ভূ—(কন্যাযাত্রীদের প্রতি) আপনারা সব মৌরসী সত্ত্ব গেড়ে এখানে বসে আছেন কি জন্যে? সুবিধে হবে না, সুবিধে হবে না, আমার মেয়ে নাই। মরে গেছে অনেকদিন হ'ল মরে গেছে।

৪র্থ কন্যাযাত্রী—(৩য় কন্যাযাত্রীর প্রতি) আচ্ছা জায়গায় সঙ্গে করে এনেছিলে? চল হে চল, খুব ভদ্রলোক জানা গেছে।

ভট্‌চাজ—(করযোড়ে) মশাই অপরাধ মার্জ্জনা করুন, রাগ কর্ব্বেন না। দেখ্‌চেন না ওঁর মাথার ঠিক নেই, কন্যাদায়ে ব্রাহ্মণ উন্মাদগ্রস্ত।

(চিন্তার প্রবেশ।)

চিন্তা—ভয় নাই, ভয় নাই জ্যাঠা মশাই বর আসচে।

ভট্‌চাজ—(নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) কি গোলমাল শোনা যাচ্চে বটে। হ্যাঁ বরই ত আসচে, উলু দাও, উলু দাও। মুখুয্যে মশাই আর চিন্তার কারণ নাই পাত্র আগত।

স্বয়ম্ভূ—(সহসা চিন্তার প্রতি চাহিল) চিন্তা তোর পা দিয়ে রক্ত পড়্‌চে কেন রে?

চিন্তা—কই জ্যাঠা মশাই? না।

স্বয়ম্ভূ—চেয়ে দেখ দেখি।

চিন্তা—ছুটে আসতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেছি কিনা। ও সেরে যাবে জ্যাঠা মশাই। যাই জেঠীমাকে খবর দিয়ে আসি।

[চিন্তার প্রস্থান।

স্বয়ম্ভূ—শুভকাজ প্রথমেই রক্তপাত, পরিণাম বড় চমৎকার।

(দরওয়ান কর্তৃক লালগোপালকে সুরক্ষিত করিয়া হরলাল, বরযাত্রী, শ্রীকান্ত, নাপিত ইত্যাদির প্রবেশ।)

হরলাল—রোজ রোজ মাথা গরম, বিয়ে কত্তে হলেই মাথা গরম। অষুধ খেয়ে মাথা গরম সারে না। ছিষ্টি ছাড়া মাথা গরম নিয়ে আমায় জ্বালিয়ে পুড়িয়ে থাগ্ কল্লে। দেখ্চেন না, অদ্ভুত, অদ্ভুত।

ভট্চাজ—মশাই বাক্য ব্যয়ের সময় নাই লগ্নের আর অতি অল্পমাত্র সময় আছে। পাত্রকে বরাসনে নিয়ে চলুন।

হরলাল—কর্ব্ব কি মশাই আমার ত সম্পূর্ণ মত ছেলের যে হঠাৎ মাথা বিগড়ে গেল। বলে,—মেয়ে কালো আরও পাঁচশো টাকা খ্যাসারত ধরে দিতে হবে।

ভট্চাজ—হরলালবাবু টাকার কথা কি বল্চেন ব্রাহ্মণের যথা সর্ব্বস্ব মায় ভিটেটুকু পর্য্যন্ত লিখিয়ে নিয়ে স্বেচ্ছায় বিবাহ দিতে সম্মত হয়ে এই নিদারুণ সঙ্কটাপন্ন সময়ে ও কি কথা বল্চেন।

লালগোপাল—মশাই কালো মেয়ের গন্ধ আমি একেবারেই সইতে পারি না। সাধ করে মাথা গরম হয়, গা ন্যাকার ন্যাকার করে, ওয়াক্, ওয়াক্।

হরলাল—দেখুন ওর সাতপুরুষ কালো, ব্যাটা বলে ওয়াক, ওয়াক।

১ম ইয়ার—লালু দাঁও ছাড়িসনি।

(চিন্তার পুর্নঃপ্রবেশ।)

লালগোপাল—(চিন্তার প্রতি) কি হে ছোক্রা বড্ড যে আস্ফালন করেছিলে টাকা কই?

চিন্তা—ঠাকুর, ঠাকুর, জ্যাঠা মশাই জেঠীমাকে দয়া করে উদ্ধার কর। জেঠী মা কাঁদচে, শ্যামা দুধের মেয়ে মুখখানি শুকিয়ে গেছে। চোক ছলছল কচ্চে আমি যে আর দেখতে পাচ্চি না।

লালগোপাল—বুঝেছি বাবা সব ফাঁকীবাজ মৎলব। বিয়ে কত্তে হয় তুমি করগে আমি চল্লুম। (ইয়ারদের প্রতি) এই সব চল, চল।

[প্রস্থানোদ্যত।

(রাধারমণের প্রবেশ।)

রাধারমণ—কোথা যাবে? টাকা আমি দিচ্চি ব্রাহ্মণের জাত রক্ষে কর।

ভট্‌চাজ—সাধু, সাধু, কে আপনি উপযাচক হয়ে এই মহাবিপদের সময় গরীব ব্রাহ্মণকে রক্ষে কত্তে এলেন? ধন্য! ধন্য!

রাধারমণ—মশাই আমাকে বারম্বার কেন বৃথা গৌরবে কলঙ্কিত কচ্চেন? ধন্যবাদ দিন এই বালককে। এই বালক যখন কাঁদতে কাঁদতে আমার কাছে গিয়ে লুটিয়ে পড়'ল। স্থির থাকতে পাল্লুম না সে অবস্থা দেখে। বিশেষ আমার বাবার আদেশ মৃত্যুর সময় তিনি বলে যান যদি কেউ বিপদে পড়ে দায়গ্রস্ত হয় তাঁর সঞ্চিত অর্থ যেন সেই সৎ উদ্দেশে ব্যয় হয়। এই বালক হতে সেই সুযোগ পেয়ে আজ আমিও ধন্য হলুম। পাত্রপক্ষের কে অভিভাবক ডাকুন টাকা দিচ্চি।

লালগোপাল—দিন মশাই আমার হাতে দিন।

হরলাল—তুই ব্যাটা কে রে?

লালগোপাল—আমি বর।

হরলাল—আমি বরের বাবা, দিন মশাই আমার হাতে টাকা দিন।

লালগোপাল—তবে বে করগে তুমি আমি চল্লুম।

ভট্‌চাজ—কি সর্ব্বনাশ এ যে অকথ্য কথন!

রাধারমণ—মশাই আপনারা দুজনে আপোষে মিট্‌মাট্ করে ব্রাহ্মণের জাতকুলরক্ষে করুন লগ্ন ব'য়ে যায়।

লালগোপাল—টাকাটা আমার হাতে দিলেই ত সব গোল চোকে।

রাধারমণ—আচ্ছা তাই দিচ্চি কিন্তু তোমার বাবা যদি রোকে।

লালগোপাল—সে আমি সাম্‌লা'ব।

হরলাল—সাম্‌লাবি কিরে ব্যাটা ?

ভট্‌চাজ ও অন্যান্য লোকগণ—যাক্ মশাই যাক্, আর গোল তুল্‌বেন না, পাত্রের হাতেই টাকা দিন।

লালগোপাল—হ্যাঁ বাবা তাই দাও বাপের সুপুত্তুর হয়ে বরাসনে গিয়ে বসি।

(রাধারমণ লালগোপালকে টাকা দিল।)

ভট্‌চাজ—নাও, নাও, চলো, সুপুত্তুর কুপুত্তুর পরে বিচার হবে।

প্রতিবাসী—মুখুয্যে মশাই তা হলে বরযাত্রী খাইয়ে দিই।

কন্যাযাত্রীগণ—চল হে চল, লুচির গন্ধে প্রাণ আপ্‌সে উঠ্‌চে।

হরলাল—দেখে নো'ব, দেখে নো'ব, দেখে নো'ব।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(প্রিয়ম্বদার কক্ষ)

প্রিয়ম্বদা—ওঁকে না বলে কেমন করে যাব। আপনিই'ত বলেচেন—"স্বামীর কাছে কোন বিষয় গোপন করা স্ত্রীর কর্ত্তব্য নয়"।

কৃপানন্দ—কর্ত্তব্য নয় তা বলেচি বটে কিন্তু সে কোন্ বিষয়? সাংসারিক বিষয় তুমি তোমার স্বামীর কাছে গোপন কত্তে না পার; কিন্তু তুমি জান স্বামীর কাছে ইষ্টমন্ত্র গোপন কত্তে হয়। যেখানে ইষ্ট সেখানে গুরুই শ্রেষ্ঠ। আমি তোমায় জেদ কচ্চিনা তোমার মন যায় চল।

প্রিয়ম্বদা—না, এতদিনে আমার ভুল ভেঙ্গেচে! আপনার সঙ্গেই আমি যাব, দাসীকে যেন ফেলে যাবেন না।

কৃপানন্দ—তুমি স্ত্রীলোক তায় যুবতী, সেই জন্যে তোমাকে আশ্রমে নিয়ে যেতে সময়ে সময়ে কেমন সঙ্কোচ হয়।

প্রিয়ম্বদা—ছিঃ ছিঃ আপনি তুচ্ছ লোকাচারের মুখ তাকিয়ে আপনার হৃদয়কে সঙ্কুচিত কর্ব্বেন না।

কৃপানন্দ—তোমার অলৌকিক রূপ লাবণ্যের নয়, হৃদয়ের অপরিসীম প্রেমের মাধুরী দেখে আমি সত্য সত্যই বিস্মিত মুগ্ধ। আমার সঙ্গে যেতে হ'লে তোমায় আজই প্রস্তুত হতে হবে। আমি রাত্তির সাড়ে ন'টার গাড়ীতে রওনা হ'ব। অনেকদিন আশ্রম ছেড়ে চলে এসেচি আর দেরী কত্তে পার্ব্বনা।

প্রিয়ম্বদা—আপনি কখন যাবেন কেমন করে জান্তে পার্ব্ব?

কৃপানন্দ—সে ভাবনা তোমার নাই। তুমি তোমাদের খিড়কীর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থেকো আমি ঠিক সময়ে আস'ব। (স্বগত) একবার আপনার কোটে পেলে হয়। হৃদয় স্থির হও। তোমার অনেক দিনের পিপাসা, বুক ভ'রে অমৃত পান করাব।

প্রিয়ম্বদা—প্রভু কি ভাবচেন ? আপনি কি এখনও আমায় বিশ্বাস কত্তে পাচ্চেন না ?

কৃপানন্দ—না, না, তা নয়, তুমি প্রস্তুত থেকো আমি তোমায় নিয়ে যাব।

[কৃপানন্দের প্রস্থান।

প্রিয়ম্বদা—কাজ নাই আমার কাজ নাই গৃহ সংসারে। ওপরে অনন্ত আকাশ তুমি সাক্ষী ! নীচে মা বসুন্ধরা তুমি সাক্ষী ! মধ্যে সর্ব্ব নিয়ন্তা পাপ পুণ্য সুখ দুঃখের দণ্ডদাতা অন্তর্যামী তুমি সাক্ষী ! যদি শ্রীহরির ভজন ক'রে এক মুহূর্ত্তের জন্যেও স্বামীকে আমার ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুঃবর্গের অধিকারী কত্তে পারি জান'ব নারী জন্ম সার্থক। গুরু ! প্রভু ! তুমিই ভব সংসার পারের অকূলে কাণ্ডারী পথ দেখিয়ে অভাগিনীকে নিয়ে চল।

[প্রিয়ম্বদার প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(স্বয়ম্ভুর দরদালান।)

স্বয়ম্ভু—কাঁদ'চ, কাঁদ। খুব কাঁদ, আজীবন কাঁদতে হবে। তবে জেনে রেখ, কাঁদলে বড় একটা সুবিধে হবে না। তোমার জামাই বেয়ায়ের পাথরের প্রাণ।

ললিতা—আমার শ্যামার অদেষ্টে শেষে এই ছিল। বাছার মুখের দিকে চেয়ে তুমি একবার দেখ্‌লে না।

স্বয়ম্ভূ—খুব দেখেছি গিন্নী, চেয়ে চেয়ে রোজ দেখেছি। আপিষ থেকে শুধু হাতে বাড়ী আসতুম, শ্যামা কাছে এসে দাঁড়াত, খাবার চাইত দিতে পাত্তুম না। মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌তুম, আর চোক দিয়ে টস্ টস্ ক'রে জল পড়'ত। দিনের পর দিন, এই ভাবে কেটে যে'ত। তারপর হঠাৎ একদিন, সকাল বেলা বিছানা থেকে উঠে শুনলুম, ঘটক গিন্নী বাড়ীতে এসেচে। সে দিন থেকে আর শ্যামার মুখের দিকে চাইনি, তুমিও চেওনা। প্রাণটাকে পাষাণ ক'রে রাখ, আর এক একটা ঘটনা সেই পাষাণের ওপর এক একটা জ্বলন্ত দাগ দিয়ে যাক্। নড্‌বে চড়বে, আর চোকের সামনে দেখ্‌তে পাবে মেয়ের লাঞ্ছনা—বড় চমৎকার গিন্নী বড় চমৎকার।

ললিতা—শুনলুম, জামায়ের নাকি মেয়ে পছন্দ হয় নি। ফুল শয্যার রাতে ঘর থেকে শ্যামাকে আমার তাড়িয়ে দিয়েচে বেয়াই বেয়ান একটা কথাও জামাইকে বলেনি।

স্বয়ম্ভূ—সব সত্যি, আর ও কি আছে বল ?

ললিতা—তুমি যাও, বেয়াই বেয়ানের হাতে পায়ে ধ'রে বাছাকে আমার নিয়ে এসো। বছর খানেক না হয় এই খানেই এখন রই'ল, বয়েস হ'লে তারপর যাবে এখন।

স্বয়ম্ভূ—ও সব ভাবতে হয়, তুমি ভাব'গে আমার সময় নেই। সামনে রথ, তত্ত্ব কত্তে হবে হুঁস আছে কি ?

ললিতা—নমো, নমো করে সেরে দাও গে।

স্বয়ম্ভূ—মোটামুটি রকম কত্তে গেলেও, এ বাজারে পঞ্চাশ টাকার কম নয় জেনো। ঘরে ত দেখ্‌তে পাচ্ছ, বাক্স সিন্ধুক একেবারে টাকা বোঝাই রাত পোহালে হাঁড়ি চড়ে না।

ললিতা—কি কর্ব্বে তবে ?

স্বয়ম্ভূ—যা বরাবর করে আসচি। লোকের ধার নিয়ে শুধ্‌তে পারি না, ধাজারে জোচ্চোর, ছ্যাঁচড়া, ঠক্‌বাজ নাম নিয়েচি। ভগবান জানেন, বাপ পিতোঁম, যারা স্বর্গে গেছেন তারা জানেন, আমি বংশের কুলাঙ্গার হতভাগা।

(নেপথ্য হইতে ১ম পাওনাদার।)

মুখুয্যে মশাই আছেন।

স্বয়ম্ভূ—তুমি ভেতরে যাও, কে আসচে দেখি।

[অন্তরালে ললিতার গমন।

(১ম পাওনাদারের প্রবেশ।)

১ম পাওনাদার—বেশ ত মশাই আপনার আক্কেল? আনুন, আনুন, টাকা নিয়ে আসুন। রাস্তায় ত দেখা পাবার যো টি নাই?

(নেপথ্য হইতে ২য় পাওনাদার।)

মশাই গো বাড়ী আছেন।

স্বয়ম্ভূ—কে ডাকে ভেতরে আসুন।

(২য় পাওনাদারের প্রবেশ।)

২য় পাওনাদার—মশাই ছ মাস হতে গেল, বিয়ের পর সমস্ত টাকা শোধ কর্ব্বেন তখন ত দিব্যি মিষ্টি কথায় বলেছিলেন, কই মশাই, কথার ঠিক কই? ভদ্রলোক বটে! সোজা কথায় দেন ভাল, না হলে নালিশ কত্তে বাধ্য হব।

স্বয়ম্ভূ—নালিশ কত্তে হবে না মশাই। ফাঁকী দোব না কাকেও, তবে নেহাৎ নাতানে পড়েচি, তাই দিন কতক দেরী হচ্চে।

২য় পাওনাদার—ব্যবসাদারের টাকা মিছেমিছি পড়ে রয়েচে, আপনি বলেন কোন হিসেবে? সুদে খাট্‌লে টাকাটা এতদিনে কত দাঁড়াত ভাবুন দেখি?

১ম পাওনাদার—ঠিক, ঠিক।

স্বয়ম্ভূ—আপনারা আর গলাবাজী করে কেলেঙ্কারী কর্ব্বেন না। যেমন ক’রে পারি কাল আমি আপনাদের টাকা পৌঁছে দিয়ে আস’ব। কষ্ট করে আর আসবার দরকার নাই।

২য় পাওনাদার—ও কথা ত’ কদ্দিন থেকে বলে আসচেন ?

স্বয়ম্ভূ—কি কর্ব্ব বলুন ? অদৃষ্ট চক্রে মানুষ জীবনের অমূল্য গৌরব—মান, সম্ভ্রম, সর্ব্বস্ব হারিয়ে জগতের কাছে অপদস্থ, লাঞ্ছিত, ঘৃণার পাত্র। দোষ আপনার নয়—আমার কর্ম্মফল।

১ম পাওনাদার—ভদ্রলোক বল্‌চেন, দেখা যাক্ কদ্দূরের জল কদ্দূরে দাঁড়ায়। চলুন, চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

স্বয়ম্ভূ—হায় রে অর্থ ! মানুষের সঙ্গে তোমার চিরদিন কি কেবল স্বার্থের আদান প্রদান। ছিঃ ছিঃ, তুমি অনর্থের মূল। ব্যবহার গুণে আবার তুমিই পরমার্থ এ সংসারে। তাই ত কাবুলীটাকে বাড়ীর নম্বর পর্য্যন্ত দিয়ে এলুম, এল’না কেন বুঝতে পাচ্চি না।

(নেপথ্য হইতে জনৈক কাবুলী।)

বাবু সাব্ হ্যায় ?

ওই এসেচে বটে, সাহেব ভিতরে এস।

(কাবুলীর প্রবেশ।)

কাবুলী—বাবু সাব্ সেলাম, আচ্ছি হ্যায়।

স্বয়ম্ভূ—হ্যাঁ সাহেব ভাল আছি, টাকা এনেচ ত ?

কাবুলী—আলবৎ।

স্বয়ম্ভূ—পঞ্চাশ টাকা নো’ব বলেছিলুম, তাতে হবে না আরও যাস্তি দরকার।

কাবুলী—কুছ ডর নেহি হাম্‌লোক্‌কা, একশো, দোশো, হাজার রূপেয়া লে লেও। কেৎনে মাংতে আপ ?

স্বয়ম্ভূ—এক শো টাকা চাই সাহেব।

কাবুলী—লে লেও, উস্‌মে কেয়া হর্‌জা হ্যায় ? লিখো হামারা খাতামে সহি ডারো। আপ্‌কো বাবু সাব্‌ হাম্‌ বড়া পিয়ার কা আঁখ্‌সে দোস্ত কিয়া। রূপেয়া কো ম্যয় চার আনে সুদ লেতে। বাবু সাব্‌ আপ্‌কো আধা কর্‌ দিয়া।

স্বয়ম্ভূ—টাকায় দু আনা সুদ ? তবে পার্ব্ব না সাহেব সেলাম।

কাবুলী—কেঁও ঝুটমুট বোলায়া ? জরুর লে নে হোগা ? সব কই লেতে, তুম্‌ কাহে নেই লে গা ?

স্বয়ম্ভূ—সাহেব একটু কমিয়ে সমিয়ে নাও, গরীব লোক বুঝ্‌তে পাচ্চ ত ?

কাবুলী—কেঁও অ্যায় সে কোঠিমে র্যয়তা হ্যায়। তুম্‌ সে যো লোক্‌ আউরৎ হ্যায় উ লোক্‌ ভি লেতে তুম্‌ কাহে নেই লে গা ? জরুর লে'নে হোগা ?

(চক্ষু রাঙ্গাইয়া সজোরে লাঠীর শব্দ।)

স্বয়ম্ভূ—গণ্ডগোল বাধালে দেখ্‌ছি, খাতা দাও সাহেব।

কাবুলী—ওহি বাৎ বোলো, সিধা বাত্‌কো, হাম্‌ লোক কুছ বখেড়া নেহি কর্‌তা হ্যায় বাবু সাব্‌। লেও বুড়ে আঙুল কো টিপ্‌ছাপ দেও।

[স্বয়ম্ভূর তথা করণ।

রূপেয়া লে লেও। (নোট প্রদান) আউর লেনে মৎলব হ্যায়, হাম্‌ সে লেও বাবু সাব, সেলাম।

[কাবুলীর প্রস্থান।

স্বয়ম্ভূ—পাপের ভোগ এইবার পূর্ণ হবে বলে কি ভগবান, শেষে এই অসভ্য, দুরন্ত পাঠানের হাতে অভাগাকে ফেলে দিলে। দাও তোমার ইচ্ছা রোধ করে কার সাধ্য।

(ললিতার প্রবেশ।)

ললিতা—হ্যাঁ গা ও কাবলেটা এসেছিল কেন ? আমার বুকটা ত সেই অবধি দুর দুর করে কাঁপচে।

স্বয়ম্ভূ—কেন বুঝ্‌তে পার নি ?

ললিতা—টাকা ধার করেচ নাকি ? সর্ব্বনাশ কল্লে, সর্ব্বনাশ কল্লে, ওরা যে বড় বজ্জাত গো ! বল্লে কথা বোঝে না। দুদিন সুদ দিতে দেরী হ'লে, হাতে পায়ে ধ'রে কাঁদলেও শোনে না। ওদের যে দয়া মায়া একেবারে নাই গো ! ও বাড়ীর বিম্‌লীর ভাতার, লাথি খেয়ে অপঘাতেই বেচারী মরে গেল। কি কল্লে গো তুমি ! মেয়ের বিয়ে দিয়ে কি সত্যি সত্যিই পাগল হলে ? ভগবান আমায় নিষ্কৃতি দাও। সংসার ধর্ম্মে আর কাজ নাই প্রভু চরণে স্থান দাও।

(নেপথ্য হইতে ডাক হরকরা)

চিটি আছে বাবু।

স্বয়ম্ভূ—দাঁড়াও।

[চিটি আনিতে স্বয়ম্ভূর গমন।

(নেপথ্য হইতে ডাক হরকরা।)

স্বয়ম্ভূনাথ মুখোপাধ্যায় আপনার নাম ?

স্বয়ম্ভূ—হ্যাঁ

(চোকে কাপড় দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অন্য দিক হইতে চিন্তার প্রবেশ।)

ললিতা—চিন্তা কাঁদচিস্ কেন বাবা ?

চিন্তা—ঠাকুর যে কাঁদচে জ্যাঠাই মা ? তোমরা শ্যামাকে জোর করে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলে। শ্যামা খেলা কত্ত, হাসত, ঠাকুর কত সুখে ছিল। তোমরা যে ঠাকুরের দিকে চেয়ে দেখ না ? নিজের মেয়ে বলেই ব্যস্ত হও। তোমরা মেয়ের কিন্তু বাপু ষোল আনা টান ঠাকুরের ওপর। যাবার সময় ঠাকুর ঘরের দরজায় প্রণাম ক'রে কাঁদতে কাঁদতে কি বলে গেছে তা জান ? না বল'ব না, সে কথা তোমরা কেউ বুঝতে পার্ব্বে না।

(চিটি পড়িতে পড়িতে স্বয়ম্ভুর প্রবেশ।)

স্বয়ম্ভূ—বামুন মা চিটি লিখেচেন, কাশী থেকে কাল রওনা হয়েচেন আজ আসবেন। হাওড়া ষ্টেসনে আমায় এখনি যেতে হবে। তুমি মায়ের খাবার ব্যবস্থা কর।

চিন্তা—জ্যাঠা মশাই আমিও তোমার সঙ্গে মাকে আনতে যাব।

ললিতা – একলাটি যাবে কেন? চিন্তাকেও সঙ্গে নিয়ে যাও।

স্বয়ম্ভূ—চিন্তা, বাবা, একটু জল খেয়ে নাও। রাঁধ্‌তে' ত অনেক বেলা হবে পিত্তি পড়্‌বে।

চিন্তা—না, জ্যাঠা মশাই, এখন আমি জল খাব না। কতদিন পরে মা আমার আলো করে ঘরে আসচেন। মায়ের পাদপদ্ম দুখানি আগে দেখি তার পর জল খাব। কতদিন মাকে দেখিনি বল দেখি? জ্যাঠা মশাই, তোমারও কি মায়ের জন্যে ঠিক আমার মত মন কেমন করে?

স্বয়ম্ভূ—পাগল, মা যে আমার সর্ব্বদুঃখ বিনাশিনী নিখিল আনন্দময়ী মূর্ত্তিতে, যে দিন দশমহাবিদ্যারূপ পরিত্যাগ করে, সন্তানের ওপর অযাচিত করুণা কর্ব্বার জন্যে কৈলাস থেকে দিব্য ছটায় মর্ত্ত্যে নেমে এসেচেন; সেই দিন থেকেই ত জগৎ মায়ের চরণে বাঁধা।

[স্বয়ম্ভূর প্রস্থান।

চিন্তা—জ্যাঠা মশাই, তুমিই ঠিক ঠিক মাকে চিনেচ। মা দয়া কল্লে তবে ঠাকুর কে দেখ্‌তে পাই, ঠাকুরের কাছে শ্যামাকে দেখতে পাই।

ললিতা—চিন্তা তুই পাগলের মত কি বলিস আমি কিছু বুঝ্‌তে পারি না।

চিন্তা—আমিও পারি না জ্যাঠাই মা। এক এক সময় দেখি, সৃষ্টি সংসার কেউ কোথাও নাই। কেবল ঠাকুর আর শ্যামা, শ্যামা আর ঠাকুর। তোমরা ত আমার কথা কেউ শুন্‌লে না জ্যাঠাই

মা ? ঠাকুরের সেবা দাসীকে সরিয়ে দিলে ঠাকুরের কত কষ্ট হচ্চে একবার ভাব দেখি ? ঠাকুর কাঁদচে, আমিও কাঁদচি।

ললিতা—কাঁদিস নি বাবা, তোর কাছে থেকেই শ্যামা আমার ঠাকুর অন্তপ্রাণ ; ঘুর'ত ফির'ত, আর দৌড়ে দৌড়ে বাছা আমার ঠাকুর বাড়ী ছুটে যে'ত। হাত নেই কি কর্ব্ব বল্ ? শ্যামা পরের জন্যে হয়েচে। তুই আমার ঘরের ধন, ঘরের মাণিক, তুই অমন কল্লে বেঁচেও আমাদের সুখ নেই। চ, নতুন কাপড় বার ক'রে দিই গে, প'রে মাকে আন্তে যাবি।

[ললিতা ও চিন্তার প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(দামিনীর কক্ষ সংলগ্ন ছাদের এক পার্শ্ব।)

নলিনী—গিন্নী মা, আমি আর তোমাদের বাড়ী থাকতে পার্ব্বনা বাপু ! আমার টাকা কড়ি, কর্ত্তা মশায়ের কাছে যা কিছু আছে সমস্ত ফিরিয়ে দিতে বল। আমরা গরীব লোক, আমাদের প্রাণে সবই সহ্য হয়। ভগবান আমার কপালে এত লিখেছিলে।

দামিনী—বুঝেছি, বউ মা বুঝি কিছু বলেচে ?

নলিনী—বাবা, তোমার বউ উকীলের কান কাটতে পারে ? মুখের সামনে দাঁড়ায় কার সাধ্যি ? দোষের মধ্যে কর্ত্তা বাবুর ভাতে ঢাকা দিতে বলেছিলুম। ও মা ! বল্‌তে গেলুম ভাল কথা হ'ল কি না উল্টোছিরি ? তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে, যা মুখে এল তাই বল্লে সে কথা শুন্‌লে কানে আঙ্গুল দিতে হয়। আমি বিধবা আমায় বলে কি না·········(ভান পূর্ব্বক রোদন।)

দামিনী—কাঁদিস নি, যা কিছু বল্‌তে হয়, কর্ত্তাকে বলিস। আমি ওসব কিছু জানি না।

(নলিনীর প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ।)

নলিনী—গিন্নীমা, গিন্নীমা, ছোট দাদা বাবু বুঝি বৈঠকখানায় গান বাজ্‌না কচ্ছিল। কর্ত্তা দেখে ভয়ানক চ'টে গেছেন। বকৃতে বকৃতে যে রকম ক'রে ওপরে উঠে আসচেন, দেখে ফিরে এলুম। ওই যে, এই দিকেই আসচেন।

(হরলালের প্রবেশ।)

হরলাল—(নলিনীর প্রতি) তুই এখানে কি কত্তে দাঁড়িয়ে আছিস? দুবেলা খেতে দোব এই মাগ্যির বাজারে, গোয়াল ঘরটা কাল থেকে অপরিষ্কার হয়ে রয়েচে সে হুঁস নাই?

[নলিনীর প্রস্থান।

দামিনী—ওত বেশ কাজ কর্ম্ম কচ্ছিল। তোমার বউই ওর সঙ্গে দিনরাত খুটিনাটি করে। গুরুতর কি একটা কথা বলেচে, থাকবে না বলে, সেই জন্যে টাকা চাইছিল।

হরলাল—কিসের টাকা? ওর স্বামী মজুরগিরী ক'রে খেত, টাকা কোথা পাবে? এবার যে দিন ফের বল্‌বে, যেন আমার সামনে বলে। এ দিকে কি খবর শুনেচ?

দামিনী—কি?

হরলাল—তোমার গুণধর ছোট ছেলের কীর্ত্তি কাহিনী। বাবু ইয়ার বক্‌শিস্ নিয়ে ফুর্ত্তি কচ্ছিলেন বৈঠকখানার ঘরে। আমি ঘরে যাব কি,—দেখি হরদম চল্‌চে। চল্‌চে কি বুঝেচ?

দামিনী—তোমাকে ত তখন বারণ করেছিলুম, অল্প বয়সে, ছেলেটার স্কুল ছাড়িয়ে চাকরীতে দিলে, তখন সে কথা মোটে কাণেই

তুল্লে না। এখন যা হোক্, দু পয়সা হাতে পড়্‌চে, বদখেয়ালীও ক্রমশঃ বাড়চে।

হরলাল—দামিনী শোনো, শোনো, আর ও শোনো—শ্রীকান্ত মামার মুখে শুনলুম, তোমার ছোট ছেলে দিব্যি বেশ্যার গোলাম হয়েচে।

দামিনী—যা বলেছিলুম তা কাজে কথায় হ'ল ত? বউ এনেচ কালো, ছেলে শোধ্‌রাবে কি বলো। আমার যেমন পোড়া অদেষ্ট।

হরলাল—তা বল্লে হবেনা দামিনী, যে স্ত্রীলোকের অন্ধ ভালবাসা, স্বেচ্ছাচারী ছেলেকে আদর দিয়ে আমায় পথের কাঙাল কর্ব্বার জন্যে সর্ব্বনাশী মূর্ত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে; তাদের এ বাড়ীতে থাকা কত দূর যুক্তি সঙ্গত বিবেচ্য।

দামিনী—তোমার ত ঐ কেমন ধারণা কর্ব্ব কি বল? পেটে ধরেচি ফেল্‌তে ত পারি না।

হরলাল—না পার, তোমার ছেলেদের নিয়ে থেকো আমার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই। জান না, কত অনাথা বিধবা রমণীর চোকের জলে, কত দীন দরিদ্র ব্রাহ্মণের তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে, কত নৃশংস কার্য্যের অনুষ্ঠানে, আমার এই অতুল বিষয় সম্পত্তি উপার্জ্জিত। এক কপর্দ্দকের বিনিময়ে যে ক্ষুৎপিপাসুর মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে পারে, তার কাছে স্ত্রী পুত্রের অযথা প্রশ্রয় দণ্ডনীয়।

দামিনী—তাই কি কত্তে হবে স্পষ্ট ভেঙ্গে বল্লেই ত হয়। তোমার পেটের কথা জান'ব কেমন করে?

হরলাল—ত্যজ্য পুত্রের প্রতি যে বিধান লিপিবদ্ধ, তাই তোমার লালগোপালের উপযুক্ত পুরস্কার। আজ থেকে তোমার ছোট ছেলের এ বাড়ীতে আসা বন্ধ।

দামিনী—বেশ যা ভাল বোঝ কর। ছেলে যদি শুধ্‌রে যায়, তাতে কি আমার অসাধ।

হরলাল—হাড়ে হাড়ে যদি বুঝে থাক ভাল। হ্যাঁ, বৌমাকে একবার আমার কাছে ডেকে দাও গে'ত।

[দামিনীর প্রস্থান।

(শ্যামার প্রবেশ।)

হরলাল—বৌমা, গায়ের গয়নাগুলো বাছা সব খুলে দাও। লক্ষণযুক্তা হতে, জানতুম সংসারে এসে শ্রীবৃদ্ধি হচ্চে, ভগবতীর মত রূপ হ'ত, গয়না পর'তে। পেত্নীর গায়ে গয়না মানায় না।

(অন্তরালে শ্যামার গমন ও গয়না লইয়া হরলালের সম্মুখে স্থাপন।)

যাও আমার সামনে থেকে।

[শ্যামার প্রস্থান।

(দামিনীর পুনঃ প্রবেশ।)

হরলাল—(দামিনীর প্রতি) দরওয়ানকে বারণ করে দিয়েছি তোমার ছোট ছেলেকে এ বাড়ীতে আর আসতে দেবে না। অধ্‌রা আর নলিনীকে ডেকে বলে দাও গে—যেন তার কোন ফাই ফরমাস না শোনে।

[হরলালের প্রস্থান।

দামিনী—আমার দায় পড়েচে বল্‌বার? ছেলেকে বাড়ীতে আসতে দেবেন না, আস্পর্দ্ধার কথাটা দেখ দেখি? আমি যত দিন বেঁচে আছি কার সাধ্যি না আসতে দেয়? বাড়ীতে কা'কে রেখে যে তুষ্ট তা'ত জানি না। ভিন্ন বিধাতায় গড়েছিল? গয়নাগুলো দিয়ে বয়ে'র গা থেকে দিব্যি আবার খুলে নিলে গা? প্রাণ্‌টা একবার কতরালে না? দেখি'গে আড়ীপেতে গয়না কোথায় লুকিয়ে রাখে।

[দামিনীর প্রস্থান।

(নলিনীর প্রবেশ।)

নলিনী—ব্যাটার বয়ে'র গয়না খুলে নিয়ে মিন্সে সিঁড়ির ঘরের ভেতর

গেল ; মাগী তাই লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছিল। আমি আসছিলুম দেখে মাগী স'রে গেল। মনে কল্লে নলিনী কিছু জান্তে পারেনি। নলিনীর চোক যে চর্কীপাকের মত চাদ্দিকে ঘুর্চ্চে তা'ত জানে না। ছোট দাদাবাবুকে গিয়ে বল'ব এখন, তারপর বয়ে'র বাপের বাড়ী যাব। মাগী মিন্সের সব কথা খুলে বল'ব। মিন্সেকে পথের ভিখিরী কর্ব্ব, আগুন লাগাব সংসারে। পুড়িয়ে ছাই করে দোব। নলিনী! ভুলিস নি, ভুলিস নি!

[নলিনীর প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(ঠাকুর বাড়ীর সংলগ্ন প্রাঙ্গন।)

চিন্তা—মা, মা, আমি তোমায় চাদ্দিকে খুঁজে বেড়াচ্চি।

[চিন্তা বামুনমাকে প্রণাম করিল।

বামুন মা—তোমার ঠাকুর পূজো হয়েচে ?

চিন্তা—পূজো কর্ব্ব কি মা ? দেখি ঠাকুরের পাশে শ্যামা দাঁড়িয়ে—শ্যামার পাশে ঠাকুর দাঁড়িয়ে। বিশ্বাস না হয়, দেখবে চল, ঠাকুরকে যা ফল মূল নৈবিদ্যি ক'রে সাজিয়ে দিয়েছিলে ; ঠাকুর সব শ্যামার মুখে তুলে দিচ্চে। শ্যামা ও কম নয় মা, নিজের উচ্ছিষ্ট ঠাকুরকে খাওয়াচ্চে, আর ঠাকুর অম্লান বদনে তাই খাচ্চে, আর মুচ্‌কে মুচকে হাসচে। সে বড় চমৎকার! বড় সুন্দর! দেখ্‌লে চোক জুড়িয়ে যায় মা।

বামুন মা—চিন্তা, আবার সেই কথা। যে ভুলের জন্যে তোমায় কতদিন সাবধান ক'রে দিয়েচি, ঠাকুরের সেই অমর্য্যাদা তোমার গর্ভধারিণী জননীর সাম্‌নে উচ্চারণ কত্তে তিলমাত্র সঙ্কোচ বোধ হল'না ? ছিঃ ছিঃ তোমার মাতৃভক্তির পরিচয় যে শুধু আমার মনস্তুষ্টির জন্যে ভান মাত্র এতদিনে আজ তা বুঝ্‌তে পাল্লুম।

চিন্তা—তোমার ছেলে হয়ে মা, মিথ্যে কথা বল্‌তে পার্ব্ব না। ঠাকুর যে শ্যামাকে বিয়ে করেচে। তুমি যে তখন বড্ড বলেছিলে, শ্যামার সঙ্গে আমার বিয়ে দেবে। কই পাল্লে দিতে ? আমি কিন্তু দুজনকেই বিয়ে করেচি। ঠাকুরকে বিয়ে ক'রে মাথায়, আর শ্যামাকে হৃদয়ে রেখে বুঝ্‌তে পারি না, কে ঠাকুর, কে শ্যামা, ওই কেমন ভুল হয়ে যায়।

বামুন মা—বুঝ্‌তে পার না ?—যিনি পুরুষানুক্রমে তোমাদের কুলদেবতা হয়ে নিত্য ঘরে জাগ্রত বিরাজ কচ্চেন। জান না, তিনি সামান্য ঠাকুর নয় ? দুমাসের ছেলে রেখে তিনি মারা যান। তোমায় নিয়ে অকুল সমুদ্রে পড়লুম। কেমন ক'রে মানুষ কর্ব্ব কোন ও দিকে কোন উপায় ছিল না। দিনরাত কাঁদতুম, আর ঠাকুরকে জানাতুম। তারপর একদিন কি জানি, ঠাকুর কোথ্থেকে শ্যামার বাপকে জুটিয়ে দিলেন। শ্যামার বাপ এসে আমাদের দুজনকে আপনার মত ক'রে নিলে। শুধু তাই নয়, ঘরের গিন্নীর মত রেখে আজও সেই সম্ভ্রমে, মায়ের মত আমায় মান্য করে। আর তুমি পেটের সন্তান, মায়ের কথা শোনা চুলোয় যাক্, প্রতিপদে যা'তে আমার মনকষ্ট হয় তাই তোমার একান্ত ইচ্ছে।

চিন্তা—আমার কি দোষ মা ? ঠাকুর যেমন দেখাচ্চেন তেম্নি দেখ্‌চি। তবে শোন।

(গান।)

দোষ কিগো মা, বল গো আমার, আমি শুধুই ভেবে আকুল।
জানিনাক সত্যি মিছে, জানিনাক ঠিক কি ভুল,
জানিনাক পথের আলো, আঁধার ঘরে প্রদীপ জ্বালো,
কে যেন গো বলে গেল, শোন্‌রে ওরে ও বাতুল।

[চিন্তার প্রস্থান।

বামুন মা—অবোধ, মূর্খ বালক, তোমায় উচিত মত দণ্ড দোব কাল থেকে। দেখি বুড়ো কর্ত্তাকে ব'লে ব্যবস্থা কত্তে পারি কি না? দূর হও বংশের কলঙ্ক।

[বামুনমার প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

(শ্যামার কক্ষ সংলগ্ন বারাণ্ডার সম্মুখ।)

নলিনী—বউদিদি যা ভেবেচি তাই? শুন্‌লেনা ত কথা, বল্লুম যে তোমার শাশুড়ী ঘুমুলে পর ছোট দাদাবাবুকে চিঠি দিয়ে আসব। তোমার ত বাছা দেরী সইল না? ভাব্‌লে বুঝি নলিনী মিথ্যে করে ওজর কচ্চে? পড় ত পড়, তোমার শাশুড়ীর সাম্‌নে। আমি যাচ্ছিলুম খিড়কী দিয়ে পাছে কেউ দেখ্‌তে পায়। ওমা! পেছুন থেকে নলিনী বলে কে হাঁক দিচ্চে, ফিরে দেখি তোমার শাশুড়ী। বল্লে কি জান? "হ্যাঁ-লা ঠিক দুপুর বেলা হন্ হন্ করে যাচ্চিস কোথা? দূতীগিরী শিখ্‌লি কবে থেকে"? আমি ত অবাক হয়ে থম্‌কে দাঁড়ালুম। আর

তোমার শাশুড়ী সেই তক্কে চিঠিখানা হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে পড়্‌’লে। তারপর কুটোকুটি ক’রে ছিঁড়ে ফেলে দিলে। আমার হাড়ির হাল ক’রে তবে ছেড়েচে। আমি যে জানি বউদিদি, আজ ছ সাত মাস ঘর কচ্চি। আমার কি জান্তে আর কিছু বাকী আছে?

শ্যামা—দেখ নলিনী মুখ সাম্‌লে কথা ক’স? শাশুড়ী গুরুজন, জানিস তাঁর নিন্দে তার পুত্রবধূর কাণে বজ্রের মত বাজে। ধিক্‌ তোরে! যার অন্ন খাস্‌, তারই গ্লানি ক’রে বেড়াস? তোর নরকেও স্থান হবে না।

নলিনী—বটে, এতটা, তা জান্‌তুম না বউদিদি, তোমার পেটে এক মুখে আর।

শ্যামা—ছাই চাপা আগুনে হাওয়া লাগিয়ে তার বিক্রম দেখ্‌বার জন্যেই নাচিয়েছিলুম তোকে বুঝ্‌তে পারিসনি তা? তুই শয়তানী দূর হ।

নলিনী—(স্বগত) উহুঃ! এত অপমান, এত তেজ, ছাই পড়বে তেজে।

[নলিনীর প্রস্থান।

(দামিনীর প্রবেশ।)

দামিনী—হ্যাঁ গা বউমা তোমার ত বাছা আক্কেলটা বেশ? আমি মর’চি একলাটি রান্নাঘরে নাকানি চোবানি খেয়ে। আর তুমি ত দিব্যি গায়ে বাতাস লাগিয়ে বেড়াচ্চ? শাশুড়ীর বুঝি খুব গতর দেখেচ? পরের বেটীদের কি আর শশুড় শাশুড়ীর ওপর দরদ থাকে। হ’ত যদি নিজের মা, তা হলে কি বাছা নিশ্চিন্দি হয়ে থাক্তে পাত্তে?

শ্যামা—সত্যি বল’চি মা জগদীশ্বর জানেন, তুমি কখন রান্নাঘরে গেছ তা জানিনা। রোজ যেমন সময় উনুনে আগুন দোয়া হয় ঠিক সেই

সময় তোমায় ডেকে নিযে যাব জানি। যদি কোন দোষ হয়ে থাকে মা, আমায় ক্ষমা কব তোমার ছুটি পায়ে ধব'চি। আমি বালিকা, সংসারেব কোন নিয়ম বন্ধন জানি না। ভুল হ'লে শিখিয়ে দিও মা, প্রাণপণে মনে বাথ'ব।

দামিনী—আহা কত ভাল মানুষটি সেজে! পেটে পেটে বদমায়েসী, ও বেলা যে তোমাব শ্বশুরের ভাল খাওয়া হয় নি, কই একবার কি জিজ্ঞেসা করেছিলে? জানি গো জানি, সেবা'র দুদিন বাপেব বাড়ী গিযেছিলুম, তোমাব শ্বশুব, সমযে পান, সমযে জলটুকু অবধি পাযনি।

শ্যামা - খাবার যে খাওয়া হয়নি, কই, তুমি'ত মা সে কথা আমায় বলনি?

দামিনী—বল'ব আব কি? চোক ছিল না, দেখ্তে পাওনি পাতে কত ভাত পড়েছিল?

শ্যামা—নলিনী এঁটো পেড়ে যখন থালা নিয়ে আসে পাতে কিছুই ছিল না।

দামিনী—আচ্ছা নলিনী আসুক জিজ্ঞেসা কচ্চি। নলিনী আছিস ও নলিনী।

(নলিনীব প্রবেশ।)

নলিনী—কি বল'চ গিন্নী মা?

দামিনী—হ্যারে নলিনী, ওবেলা কত্তাব পাতেব ভাতগুলো বৌমাকে দেখাতে বলেছিলুম, না দেখিয়ে ফেলে দিয়েচিস্ কেন?

নলিনী—কেন ছাখাব না গিন্নী মা?

শ্যামা—না, মা দেখাযনি, ও মিথ্যে করে বল্‌চে। ও ওই রকম মিথ্যে বলে। তোমার কথা আমায়, আমাব কথা তোমায়, এই বকম মিথ্যে বলা ওর স্বভাব।

নলিনী—গিন্নীমা, বউদিদি বড় লোকের মেযে সব বলতে পারে। আমরা গরীব লোক ভাতের কাঙাল। ফেলে দোব কি বল'চ? কর্ত্তার

পাতের ভাতগুলো গুচিয়ে নিয়ে খাব মনে কল্লুম, ওমা ! খাব কি ? ব্যঞ্জন একেবারে নূনে পোড়া, আর ভাতগুলো আধ সেদ্ধ কাঁচা। গরীব লোক আমরাই খেতে পাল্লুম না তা, কর্ত্তাবাবু খাবেন কি, শেষে গরু ছাগলকে ধ'রে দিলুম। এই মাগ্‌গ্যির বাজারে অত ভাত তরকারী নষ্ট অপচয়, বুকটা করকরিয়ে গেল গিন্নীমা। আর বউদিদি তোমাকেও বাছা একটা কথা বলি, রাগ কর'না, শ্বশুড় বাড়ী বলেও একটু টানতে হয়।

দামিনী—টান কত তা'ত দেখতেই পাচ্চিস্। ভিটেয় পা দিয়ে অবধি আমার সৃষ্টি সংসার ভেঙ্গে তছনচ্ কল্লে। সে দিন বাসনওলীর কাছ থেকে অমন পাথরের বাটীটা কিন্‌লুম দুদিন সরিনি ; এম্নি লক্ষ্মীমন্ত. হাত থেকে টুস্ করে ফেলে দিয়ে আমার পাঁচ ছ টাকা লোকসান করালে। হাড়ে কালি দিলে, আমার হাড়ে কালি দিলে।

নলিনী—গিন্নীমা, তুমি বাপু এ বেলা কর্ত্তার রান্না নিয়ে থেকো আর গেরস্তর দিকে বৌদিদিকে দিও। কর্ত্তাবাবু সকালে একটা হাতে ভাতে করেন নি ?

দামিনী—এ বেলা আর কর্ত্তার খাওয়া নাই লো নলিনী, বয়ের হাড় জুড়িয়েচে।

নলিনী—কেন গিন্নীমা, কর্ত্তাবাবু কোথাও দূরে গেছেন নাকি ?

দামিনী—কি জানি, বেরুবার সময়'ত বল্লেন উকীলের আপিসে কাজ সেরে কোথায় নেমন্তন্ন আছে সেইখান হয়ে তবে বাড়ী আসবেন। আসতে রাত হবে বলে গেছেন।

নলিনী—গিন্নীমা, তবে এই ফুরসুদে আমি একবার দেশের লোকের সঙ্গে দেখা করে আসি। তুমি ততক্ষণ বৌদিদিকে নিয়ে রান্নাঘরে যাও। আমি বাটনা টাটনা বেঁটে ঠিক করে রেখে এসেচি।

দামিনী—চট্ করে আসিস্।

নলিনী—এই গোটা তিনেক কথা জিজ্ঞেসা করেই আস'ব। দেশে থেকে আসবার সময় আমাদের ক্যাব্লার মায়ের ছেলেটাকে পেঁচোয় পেয়েছিল দেখে এসেছিলুম এই তার কথা। আর আমাদের বাড়ীর পাশে মোড়লদের উঠুনে, কচি কচি নটে শাগ্‌গুলো কেমন আছে এই দুটো কথা। আর কুমোরদের বউ যমজ ছেলে বিইয়েছিল, মায়ে ছায়ে কেমন আছে এই তিনটে কথা জিজ্ঞেসা করেই চলে আস'ব।

[নলিনীর প্রস্থান।

দামিনী—আমার সঙ্গে মিথ্যে ফেরাবী ? ভাল ঘরের মেয়ে হ'লে দোসরা কথাটি কইতে না ? এনেচি হাড়ী দুলেনীর ঘরের মেয়ে। এক সের চালের ভাত খাবেন দুবেলা, আর লোক ধরে ধরে কেচ্ছা গাইবেন আমার। মা বুঝি বিইয়েছিল আমার হাড় মাস খাবার জন্যে ? মরণ আর কি, নূন ছিল না ? গেরস্তর কাজ পড়ে রয়েচে তবু কেমন দিব্যি পুতুলটির মত দাঁড়িয়ে আছে দেখ। থাক বাছা থাক, আমারই'ত গরজ, যাই রান্নাবান্নার জোগাড় করে নিইগে।

[অগ্রে দামিনী পশ্চাৎ পশ্চাৎ শ্যামার প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

(শ্রীগোপালের কক্ষ।)

শ্রীগোপাল—(স্ত্রীর অঙ্কিত প্রতিমূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টি করিয়া) সবাই তোমাকে জন্মের মত মন থেকে মুছে ফেলেচে আমি ও ফেল'ব। না—না যে ভোলে ভুলুক, আমি তোমাকে ভুলতে পার্ব্বনা। যতদিন বেঁচে থাক'ব, তোমায় বুকে নিয়ে সংসারে শ্মশানে ঘুরে বেড়াব। ভুলতে পার্ব্বনা, ভুলতে পার্ব্বনা। আহা! আমার সোণার কমল ভেসে গেল রে!

(বিলাসীর প্রবেশ।)

বিলাসী—শ্রীগোপাল! শ্রীগোপাল! কার পানে চেয়ে আকাশ পাতাল ভাব'চ? ছবি কি কথা কয়? তুমি পুরুষ মানুষ, কেন মিছে হাওয়ার পেছনে অন্ধ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্চ? হাজার ডাক্‌লে যে সাড়া দেবেনা, চোকের জল ফেল্‌লে যে আর ফিরে আসবে না; যা হবার নয় হবেনা, ছিঃ ছিঃ তার জন্যে এত লালায়িত কেন?

শ্রীগোপাল—কে আপনি?

বিলাসী—চিন্তে পাচ্চনা, সত্যি সত্যি পাগল হ'লে নাকি! আমি বিলাসী।

শ্রীগোপাল—আমার হাতে আজ রেহাই পেলেন। অন্য কেউ হলে মুখটা ঘাড়ের দিকে বেঁকিয়ে দিতুম। যান, যান, আপনার কাজে যান।

বিলাসী—তা না হয় যাচ্চি, কিন্তু তেমন তেমন সুন্দরী চোকের ওপর পড়'লে কেমন না মাথা ঘুরে যায়, মর্ব্বনা দেখ'ব। এই ধর'না কেন, আমিই যদি একটু ঠমক ঠসক ক'রে তোমার সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়াই; দেখি কি রকম পুরুষ মানুষ তুমি?

শ্রীগোপাল—নারী! দেবীজ্ঞানে আপনাকে মাথায় করে রাখি। সংযত হয়ে কথা কইবেন বল্'চি।

বিলাসী—সংযত? কার কাছে সংযত হব? যার মুখের পানে চেয়ে পৃথিবীর ওপর এখনও দাঁড়িয়ে আছি। চোক যে রূপ ধ্যান ক'রে আনন্দে নেচে ওঠে। প্রাণ মন দেহ অবশ হয়ে যার পায়ে দিনরাত লুটিয়ে পড়ে তার কাছে লজ্জা? হাসির কথা!

শ্রীগোপাল—অসংযতা নারী! দূর হয়ে যাও সামনে থেকে। না—না—আমিই এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাচ্চি। ওহো! সংসারে বড় জ্বালা, বড় জ্বালা!

[বেগে শ্রীগোপালের প্রস্থান।

বিলাসী—(স্বগত) একবার মুখ তুলে চাইলে না, আমায় দেখলে না। আচ্ছা দেখ'ব কতদিন এ হেনস্থা থাকে। শ্রীগোপাল! শ্রীগোপাল! চূর্ণ কর্ব্ব তোমার অহঙ্কার। মুহূর্ত্তের কটাক্ষে টেনে নিয়ে আস'ব স্বর্গের সিংহাসন থেকে হৃদয়ে এনে জ্বালা জুড়ুব। দেখি কেমন ক'রে তুমি চোকের আড়াল হও?

[বিলাসীর প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

(হরলালের গুপ্ত কক্ষ।)

নলিনী—এস ছোট দাদা নির্ভয়ে এস, বাবু বাড়ী নাই—রাত হবে আসতে। গিন্নীমা রান্নাঘরে রাঁধচে, এই বেলা পার যদি দেখ। এই সিঁড়ির ঘরে আছে।

লালগোপাল—দূর বেটী, আমি আতি পাতি ক'রে এ ঘরের চাদ্দিকে দেখেছি কোথাও পাইনি।

নলিনী—মাইরি বল্’চি ছোট দাদা এই ঘরেই আছে। আমার মাথা খাও, তুমি আর একবার দেখই না ছাই ? চাবী আছে ত ?

লালগোপাল—দেখ্ বেটী আমায় যদি মিছিমিছি নাকাল কর্ব্বি’ ত টের পাবি ? জানিস্ ত ছোটদাদাকে।

নলিনী—আর যদি পাও ছোট দাদা, বল আমায় দেবে আধা ?

লালগোপাল—দেখি বেটী জল কি কাদা ? তুই এই বাইরে দাঁড়া।

(লালগোপাল চাবী খুলিয়া ভিতরে গেল।)

কই রে বেটী কই ? আমার সঙ্গে ফেরাবী ? পয়জার দিয়ে বিদেয় কর্ব্ব ?

নলিনী—সব ভাল করে খুলে দেখেচ ?

লালগোপাল—আজ দেখ’ব কিরে বেটী ? অনেকদিন থেকে দেখে আস্‌চি।

নলিনী—আচ্ছা আমি একবার দেখে আসি, তুমি বাইরে দাঁড়াও। দেখো ছোট দাদা তোমার জন্যে শেষটা হাতে দড়ী না পড়ে।

[নলিনী ভিতরে গমন করিল।

লালগোপাল—নিশ্চিন্দি হয়ে যা বেটী। (স্বগত) বাবা ব্যাটা যেমন নাছোড়বান্দা, ছেলে ব্যাটাও যে তেম্নি ধনুর্দ্ধর তা’ত জানে না।

নলিনী—ছোটদাদা ! ছোটদাদা ! শীগ্‌গির এসো বেরিয়েচে, বেরিয়েচে।

লালগোপাল—বলিস কি রে বেটী ?

নলিনী—আহা দেরী কর’না, চট্ এসো।

লালগোপাল—চ’ বেটী।

(লালগোপাল ও নলিনী গুপ্তকক্ষে প্রবেশ করিল।)

নলিনী—এই আলমারীটার তলাকার কাঠখানা সরাতে পার ?

লালগোপাল—কেন রে বেটী ?

নলিনী—আমার সন্দেহ হচ্চে। সরাও না বল’চি, নাও আমিও ধর’চি।

লালগোপাল—বাঃ এ যে স্প্রীংএর মত চলে গেল।

নলিনী—এই দেখ ছোটদাদা, সিঁড়ির নীচে সিঁড়ি, তার নীচে ঘর। এই সিঁড়ির চাবী কোন রকমে যদি খুলতে পার দেখ? এখন তুমি নিতে পাল্লেই হ'ল, আমার কাজ আমি করেচি।

লালগোপাল—জয় মা কালী! লাগিয়ে দে মা একটা চাবী। দোহাই মা তোর, জোড়া পাঁটা দোব। ওরে বেটী! সিঁড়ির দরজার সঙ্গে যে একটা লম্বা শেকল ঝুল্‌চেরে—কাটা পড়'ব না ত শেষটা?

নলিনী—তুমি পার্ব্বেনা ছোটদাদা, তোমার নাই বুকের পাটা।

লালগোপাল—খুল গিয়া—খুল গিয়া—জয় মা কালী!

(লালগোপাল সিঁড়ি খুলিয়া নীচে নামিল ও সিন্ধুকের ভিতর হইতে গয়না, টাকা ইত্যাদি রুমালে বাঁধিয়া উপরে আসিল।)

নে আল্‌মারীটা ধর দেখি? যেমন ছিল, ঠিক তেম্নি ক'রে কাঠখানা তলায় দে। লম্বা শেকলটার সঙ্গে নীচের লোহার সিন্ধুকের ডালার সঙ্গে বাঁধা। সিঁড়ির দরজা যেমন খোলা ওদিকে নীচেয় গিয়ে দেখি সিন্ধুকের ডালাও ঠিক খোলা। বাবা ব্যাটার কায়দাকে বলিহারী। ভাগ্‌গ্যিস দেশলাইটা সঙ্গে ছিল। অন্ধকারে তা না হ'লে হাতড়ে পেতুম না। চল বেটী তোর বক্‌শিস্‌ দিইগে? তুই আগে চলে যা, আমি পেছু পেছু যাচ্চি।

[অগ্রে নলিনীর গমন, পশ্চাৎ পশ্চাৎ লালগোপালের প্রস্থান।

(দামিনীর প্রবেশ।)

দামিনী—নলিনীটা মাঝের ঘরের দিক থেকে বেরিয়ে গেল, তার পেছুনে লালগোপালটা গেল দেখলুম। লালগোপালের হাতে রুমালে বাঁধা কি যেন বোধ হল। ডাকলুম সাড়া দিলে না। না—এ বড় ভাল লক্ষণ নয়,—মিন্সের যদি কিছু খোয়া গিয়ে থাকে, মিন্সে আমাকেই সন্দেহ কর্ব্বে। আমি নলিনী বেটীর ওপর দোষ দোব। মিন্সে বিশ্বাস কল্লে হয়, কি জানি বরাতে কি আছে।

[দামিনীর প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

(বেলার সুসজ্জিত কক্ষ।)

রাধারমণ—ছোঁড়াটার তোর ওপর বড্ড ঝোঁক পড়েচে। ছাখ্ আমি লেখাপড়া সব ঠিক করে রেখেচি। এই নে সই ক'রে নিবি, তা হলেই কাজ ফর্সা। তোকে যা মৎলব বাত্‌লে দিয়েচি মনে আছে ত? এই সময় থোক থাক্ কিছু বাগিয়ে নে?

বেলা—আমায় বল্লে কি জানিস? ওর শ্বশুড় শাশুড়ী এখন সেই বাড়ীতে বাস কচ্চে। তাদের বার ক'রে দিয়ে আমায় সেইখানে নিয়ে যাবে।

রাধারমণ—ও সব ফাল্‌তো কথায় ভিজিসনি। তোকে যতক্ষণ পর্য্যন্ত লিখে না ছায় ততক্ষণ বিশ্বাস করিসনি। জোচ্চোরের ছেলে জুচ্চুরী বুদ্ধি খুব জানে। খুব বুজে সুজে কাজ কত্তে হবে জান্‌লি? সই হ'লে আমায় ছাখাস্ আমি নীচেয় থাক'ব।

(নেপথ্য হইতে লালগোপাল।)

বেলা! বেলা!

রাধারমণ—ওই বুঝি এসেচে।

বেলা—তুই এই দরজা দিয়ে চলে যা। ঘুমুলে পর, তোকে ওপরে ডেকে নিয়ে আস'ব এখন।

[রাধারমণের প্রস্থান।

কে ডাক্‌চে গা? ভেতরে এসো।

(লালগোপালের প্রবেশ।)

ও মা! তুমি ডাকছিলে?

লালগোপাল—বেলা! বেলা! বাবা ব্যাটার চোকে ধূলো দিয়ে সিন্ধুক থেকে বার করে এনেচি এই গয়না—তোমার সর্ব্বাঙ্গ সোণায় মুড়িয়ে দোব। আর এই নাও নোটের তাড়া।

[বেলাকে প্রদান।

বেলা—তবে দেখেছি, তুমি আমায় সত্যি সত্যি ভালবাস ?

লালগোপাল—বেলা ! যে দিন সর্ব্বপ্রথম আমাদের বাড়ীতে তোমায় দেখি সেই দিন থেকে কি জানি কোন মন্ত্রমুগ্ধ ইঙ্গিতে তোমার পেছু পেছু চলেচি ।

বেলা—এ সব গয়না কার ? তোমার বয়ের বুঝি ?

লালগোপাল—যারই হোক্, এখন তোমার । নাও, পরে একবার সামনে দাঁড়াও ।

(বেলা সমস্ত গয়না পরিল)

বেলা—এই দেখ, দিনরাত দেখ্‌বে এখন । আমায় সে বাড়ীতে আগে নিয়ে চলো বুঝ্‌বে তখন, কেমন আমি রংদার মেয়েমানুষ ।

লালগোপাল—তোমার উকীলকে ব'লে শীগ্‌গির কাজ মিটিয়ে নাও ।

বেলা—সে সব আমি ঠিক ক'রে রেখেচি । তোমার সই হলেই হয় ।

লালগোপাল—কই দোয়াত কলম নিয়ে এস, সই করে দিচ্চি ।

বেলা—এই ত এলে জিরোও না একটু ।

লালগোপাল—রামচরণকে ডাক, ততক্ষণ মাল নিয়ে আসুক ।

বেলা—আস্তে হবেনা ঘরেই আছে । সোডা আস্তে দাও । রামচরণ, রামচরণ আছিস ।

(নেপথ্য হইতে রামচরণ ।)

যাই মা-জী ।

(রামচরণের প্রবেশ ও লালগোপালকে অভিবাদন ।)

লালগোপাল—রামচরণ চট্ করে এক বোতল সোডা নিয়ে আয় ।

রামচরণ—যে আজ্ঞে ।

[রামচরণের প্রস্থান ।

বেলা—দাঁড়াও নিয়ে আসচি ।

বেলার প্রস্থান ও মদের বোতল লইয়া প্রবেশ ।

(সোডা লইয়া রামচরণের প্রবেশ।)

লালগোপাল—রামচরণ এই নে তোর বক্‌শিস্।

[রামচরণকে টাকা প্রদান।

রামচরণ—আপনি যা দেন বাবু, আর কোন শালার কি এমন ছাতি আছে।

[রামচরণের প্রস্থান।

লালগোপাল—এই নাও তুমি আগে পেসাদ কর।

বেলা—ও কি! তোমার মনে থাকে না? আজ যে সোমবার? বাবা তারকনাথের বার করেচি, তোমাকে না বলেচি নিয়ম ভঙ্গ হবে।

লালগোপাল—তুমি না খেলে মাইরি কোন শালা খাবে। ও নিয়ম, টিয়ম, damn care ছেড়ে দাও সব।

বেলা—তোমায় বল্লে বোঝ না, কেমনধারা মানুষ? আমার ভাল মন্দের দিকে তোমার দৃষ্টি নাই ত?

লালগোপাল—তবে থাক, আমার দোষ নাই কিন্তু।

বেলা—খাওনা, ন্যাকাপনা কর কেন?

[লালগোপালের মদ্যপান।

(স্বগত)—যে জিনিষ মিশিয়ে দিয়েছি, চট্ ক'রে বেহুঁস্ হবে।

(লালগোপাল কাত হইয়া বালিশের উপর মাথা রাখিল।)

বেলা—এক চুমুক খেয়েই যে কাত হয়ে পড়্‌লে; আর কোথাও গিয়েছিলে বুঝি?

লালগোপাল—মাইরি নয়, কোন শালা বলে নয়? বেলা কোথায় তুমি! আমি চোকে কিছু দেখতে পাচ্চি না বড্ড নেশা হয়েচে।

বেলা—এই ত, আমি তোমার কাছেই আছি। দাঁড়াও লেখা পড়াটা নিয়ে আসি।

(বেলা কক্ষান্তরে গমন করিল ও লেখা পড়ার কাগজ
হাতে করিয়া প্রবেশ করিল ।)

লালগোপাল—জল্‌দী লে আও ।

(বেলা দোয়াত কলম লইয়া আসিল ।)

বেলা—এই নাও সই কর । (লালগোপাল সই করিল) ।

লালগোপাল—বেলা ! মর্ত্তের উর্ব্বশী তুমি আমার গয়া গঙ্গা বারাণসী

বেলা—শোবে চল ।

লালগোপাল—আমি উঠ্‌তে পাচ্চি না হাত ধরে আমায় নিয়ে চল ।

(বেলা লালগোপালকে কক্ষান্তরে লইয়া গিয়া শেকল দিয়া
বাইরে আসিল ; ও রাধারমণকে ডাকিয়া আনিল ।)

(রাধারমণের সহিত বেলার প্রবেশ ।)

বেলা—এই ছ্যাখ্‌ ঠিক হয়েচে ত ?

রাধারমণ—দেখ্‌তে হবে না কাজ হাসিল ।

বেলা—গয়না দেখেছিস গায়ে ?

রাধারমণ—তাই ত্‌ রে ! দিল দরিয়া যে ! হ'ল কি রে ?

বেলা—আবার নোটের তাড়া দেখেছিস ?

রাধারমণ—কই,কই, দেখি ? এই রে ! সব জাল নোট দিয়েচে । খবরদার, খবরদার, বাজারে বার করিস নি ? জোচ্চোরের ছেলে সাধে কি বলেছিলুম ?

বেলা— বলিস কি ?

রাধারমণ—আর বল'ব কি ? মেয়ে মানুষ দেখে, খুব ভুলিয়েচে তোকে ? ফিরিয়ে দিস্‌, ফিরিয়ে দিস্‌ ।

বেলা—তুই কোন রকমে চালাতে পার্ব্বি না ?

রাধারমণ—আমায় জেলে যেতে বলিস নাকি ?

বেলা—নোট গুলো সব জাল নাকি ?

রাধারমণ—আগা গোড়া জাল। পুড়িয়ে ফেলিস্, না হয় ফিরিয়ে দিস্। ঘরে রাখলে মহাবিপদে পড়’বি বলে রাখলুম। পুলিশ টের পেলে তুজনকেই ধর পাকড় কর্ব্বে।

বেলা—ফিরিয়ে দিতে গেলে চটে যাবে। নে তুই যা হয় করিস। আমার’ত তোর কথা শুনেই পেটের পীলে চম্‌কে গেছে।

রাধারমণ—আমি নিয়ে কি কর্ব্ব বল? দে পুড়িয়ে ফেল’ব। (বেলা নোটের তাড়া রাধারমণকে দিল) দেখ্ তোকে শিখিয়ে দিই, গয়না খবরদার ঘরে রাখিস্ নি। ওর বাবা ভয়ঙ্কর লোক, তোর বাড়ী এসে খানাতল্লাসী কত্তে পারে আমার তাই ভয় হচ্চে।

বেলা—তবে কি কর্ব্ব বল দেখি?

রাধারমণ—আমার মতে ও গুলো গালিয়ে ফেলাই ভাল, ধরা ছোঁয়া পাবেনা কেউ।

বেলা—সেই ভাল—গালাব কোথায়?

রাধারমণ—বিশ্বাস হয়’ ত্ আমার কাছে দিতে পারিস। আমার বাড়ীতে এক স্যাক্‌রা ভাড়াটে আছে, তাকে দিয়ে কাজ ঠিক ক’রে নোব কেউ জাস্তে পার্ব্বে না। বাজারে বার কল্লেই গোল হবে।

বেলা—নে, নে, তবে তুই-ই নিয়ে যা। বেলা তোকে অনেক পরখ করে বাজিয়ে নিয়েচে। দেখ্‌ছিস কি? এইবার তোকে নিয়ে একদিকে চলে যাব আর ওকে ডোর কপ্নী পরিয়ে বিদেয় ক’রে দোব।

রাধারমণ—কোন দিন বা আমায় বিদেয় করে দিবি? তোদের জাতকে সহজে বিশ্বাস হয় না?

বেলা—মনেও ভাবিস নি তা, আমরা ইচ্ছে করে যাকে ধরা দিই, ঠিক ঠিক যাকে আমাদের প্রাণে লাগে তার কাছে আমরা দাসী।

রাধারমণ—যা, যা, ন্যাকাম করিস নি।

বেলা—মাইরি কোন্ বেটী মিথ্যে বলে ?

রাধারমণ—কাগজটা এখন আমার কাছেই রই'ল। কোথাও ভুলচুক্ হ'ল কি না আর একবার ভাল ক'রে দেখ'ব। আমি এখন আসি।

বেলা—গয়নাগুলো নিয়ে যা।

রাধারমণ—দে তবে। হ্যাঁ আর একটা কথা বলে দিই—ওর বাবা চাই কি গোয়েন্দাও লাগাতে পারে, তোকে যদি কেউ কথা দিয়ে কথা বার কর্ব্বার চেষ্টা করে আমল দিস্‌নি মোটেই। খুব সাবধানে কথা কইবি ?

বেলা—সে আর বল্‌তে ? গয়নাগুলো গালিয়ে কাল ঠিক আনিস ? ভুলিস নি যেন ?

রাধারমণ—সব ভুল্‌তে পারি, তোর কথা রাত্তির দিন ইষ্টি মন্তর।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(দরদালানস্থ শ্যামার কক্ষ।)

শ্যামা—না—বড্ড বাড়িয়েচে, শাশুড়ীকে বল’ব আজ। বোতল লুকিয়ে রেখে গেছে আমার ঘরে। আমিও দাঁড়াও না ফেলে দিচ্চি।

(বোতল আনিয়া বোতলস্থ মদ ফেলিয়া দিল।)

উঃ! কি বিট্‌কেল গন্ধ। পয়সা দিয়ে লোকে কেমন করে এ বিষ খায় গো?

(অধরের প্রবেশ।)

অধর—বউদিদি, তোমার বাপের বাড়ী থেকে—বাবা ঠাকুর গো! নেচে নেচে গান গায় সেই বাবা ঠাকুর গো! তোমার সঙ্গে দেখা কত্তে আস্‌ছিল। কর্ত্তাবাবু দেখতে পেয়ে এক ধমক, ভয়ে এগুতে পাল্লে না, চোক ছলছল কত্তে লাগল বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। বাবা ঠাকুর তোমার কে হয় বউদিদি?

শ্যামা—আমার দাদা যে রে! তুই জানিস না? আমায় ছোট বোন বল্‌তে অজ্ঞান, এক দণ্ড দেখ্‌তে না পেলে চাদ্দিকে ছুটোছুটি করে বেড়ায়। তুই একবার খিড়কী দিয়ে দাদাকে ডেকে আন্তে পারিস? আমার গোটা কত কথা ছিল বল্‌তুম।

অধর—বেশ কথাটি বল্লে আর কি? আমার গর্দ্দানা যাক্। কি বল্‌তে হবে লিখে দাওনা? আমি চিঠি দিয়ে আসব, কেউ জান্তে পার্ব্বে না।

শ্যামা—পার্ব্বি?

অধর—খুব, খুব, ছেলেবেলায় গুরুমশায়ের টিকি চুরি করে রাখতুম।

শ্যামা—তবে দাঁড়া লিখে দিই।

(শ্যামার পত্র লিখন ও অধরকে প্রদান।)

এই নে চিটি, আর এই টাকাটি দিস্ দাদাকে। দেখিস কেউ যেন না দ্যাখে।

অধর—ভেব'না বউদিদি, কাগে, ব'গে কেউ টের পাবে না।

(অধর পত্র লইয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া চলিয়া গেল। এবং পুনরায় পশ্চাৎ ফিরিল।)

শ্যামা—আসবার সময় হাত খরচা দিয়েছিল মা, পুতি পুতি করে রেখেছিলুম, আজ পূর্ণিমা সংক্রান্তি ঠাকুরের সেবায় লাগবে এখন। (অধরকে ফিরিতে দেখিয়া) ফিরে এলি যে ?

অধর—হ্যাঁ বউদিদি, চিটির এক পিঠে না দুপিঠে জবাব নিয়ে আস'ব ?

শ্যামা—না—তোকে নিয়ে আমার বড় জ্বালা হ'ল। সোজা কথা একটা বুঝ্‌তে পারিস নে ? যত মনে করি হাসব'না, তুই ও ছাড়বিনে।

অধর—বউদিদি, তোমার মুখে হাসি দেখলে আমার বুকটা যেন সাত হাত হয়। তুমি মন গুম্‌রে থাক, আমার চোকে সৃষ্টি সংসার ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে। দেবতার মত বড় দাদা বাবুকেও সময়ে সময়ে ভাল লাগে না।

[অধরের প্রস্থান।

(অন্য দিক দিয়া লালগোপালের প্রবেশ।)

লালগোপাল—আপদ, আপদ, কোথ্থেকে এক বালাই এসে জুটেচে। ঘরে এসেও এক দণ্ড সোয়াস্তি নেই। বিশ্রী, বিশ্রী চেহারা, স'রে যাও—স'রে যাও।

শ্যামা—আমার রূপ নাই বলে তোমার সদা সর্ব্বক্ষণ অশান্তি। তোমার দুটি পায়ে ধরি, তুমি ফের বিয়ে ক'রে সুখে ঘরকন্না কর। তোমার

সুখ হলেই আমার ইহকাল পরকালের চরম সুখ হবে। আর একটি কথা রাখ, দুঃখিনীর ওপর দয়া ক'রে একটি কথা রাখ। ভিখারিণীর ভিক্ষে চাইবার অধিকার আছে বলেই বলচি, রাগ কর'না, বেশ্যা ছেড়ে দাও।

লালগোপাল—সাবধানে কথা কয়ো ? যে অপ্সরা-বিনিন্দিতা ভুবনমোহিনী প্রতিমূর্ত্তি প্রতি পলে পলে আমার চোকের সামনে খেলা কচ্চে ; তাকে ত্যাগ কত্তে যে পরামর্শ দেয় সে আমার পরম শত্রু। যাও-স'রে যাও।

শ্যামা—চাদ্দিন বাদে আজ তুমি বাড়ীতে এসেচ শুনে দেখ্‌তে এলুম।

লালগোপাল—দেখ্‌তে না মজা কত্তে এলে ?

শ্যামা—ছিঃ ছিঃ অমন কথা মুখে এনো না। মজা শত্রু করুক। তুমি রোজ বাড়ী এসো, আমি তোমার ঘরে আসব না, রান্না ঘরে প'ড়ে থাকব।

লালগোপাল—এখনও আসচি, আজ থেকে একদম আস'ব না।

শ্যামা—না—না—তুমি বাড়ী আস'না মা কাঁদেন, বাবা রাগ করেন, বড় ঠাকুর কত কি বলেন তাতে আমার প্রাণে বড় কষ্ট হয়। তুমি বাইরে থাক, তোমার কাছে আমার মন দিনরাত পড়ে থাকে। তুমি জান না, কিন্তু আমি জানি—তুমি যেখানেই থাক, যার কাছেই থাকনা কেন তবু তুমি আমার। তোমার ওপর আমার সম্পূর্ণ অধিকার। সে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন কত্তে তোমার সাধ্য নাই, বেশ্যার ক্ষমতা নাই, ভগবানের শক্তি নাই।

লালগোপাল—তোমার সঙ্গে আমার কিসের সম্বন্ধ এখনও তা বুঝ্‌তে পারনি ? টাকার লোভে বাবা তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছিল। স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধের জন্যে নয় ? তা যদি মনে করে থাক, মস্ত ভুল করেচ জীবনে।

শ্যামা—কিসের ভুল? তুমি আমাকে বাড়ীর দাসী বাঁদীর মত রাখবে রাখ। লাঞ্ছনা গঞ্জনা দেবে দাও। আমাকে ত্যাগ করে তুমি যদি সুখী হও, আমার কোন দুঃখু কোন কষ্ট নাই। দিনান্তে তুমি আমায় একবার দেখা দিয়ো। অভাগিনী আর কিছু তোমার কাছে প্রত্যাশা করে না।

লালগোপাল—যারা তোমার সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ যথাযথ উপযুক্ত মনে করে এ বাড়ীতে আশ্রয় দিয়েচে যাও তাদের কাছে যাও, আমার সঙ্গে তোমার কোন সম্বন্ধ নাই।

শ্যামা—অমন মর্ম্মভেদী কথা তুমি আমার সাম্‌নে আর বল'না। তোমায় ভুল'ব মনে হ'লে আমি সংসার শূন্য দেখি। জীবন যন্ত্রণা মনে হয়। চির জীবনের ধ্যান! হৃদয় সর্ব্বস্ব তুমি! বাপের বাড়ী থেকে আসবার সময় মা বলে দিয়েছিল "তুমি আমার ইহকাল পরকাল"। ছেলে বেলায় পাঠশালায় যেতুম মাতাজী বল্‌তেন— "তুমি আমার সাক্ষাৎ ধর্ম্ম"। "চিন্তাদাদা" বলেচে—"তুমি আমার গুরু, ভগবান, ঠাকুর"।

লালগোপাল—আমি তোমার মুগুর। তুমি আমার চিরজীবনের কণ্টক। তোমার জন্যে আমি মাতাল, তোমার জন্যে আমি বেশ্যাসক্ত। যাও, যাও, মাতালের কাছ থেকে স'রে যাও। রূপের নেশা, বেলা! বেলা!

(কক্ষান্তরে লালগোপালের প্রবেশ ও তন্মুহূর্ত্তে আগমন।)

আমার বোতল কে নিয়েচে?

শ্যামা—কিসের বোতল?

লালগোপাল—মদের বোতল।

শ্যামা- -আমি নিয়েচি।

লালগোপাল—কোথায় রেখেচ শীগ্‌গির দাও?

শ্যামা—সে আমি ফেলে দিয়েচি।

লালগোপাল—ভাল চাও'ত এখনও বার করে দাও? না হলে—এই চিউনী জল্‌চে গায়ে ছ্যাকা দোব পুড়িয়ে মার্ব্ব।

শ্যামা—লুকিয়ে রেখে মিথ্যে কথা বলা আমার স্বভাব নয়? আমি ফের বল'চি সত্যি সত্যি ফেলে দিয়েচি। তুমি রোজ আনবে আমি রোজ ফেলে দোব। তুমি না হয় মার্ব্বে? মার খাব তবু নরকের পথে তোমায় এগিয়ে দিতে পার্ব্ব না। বেশ্যার মত তোমায় ভালবাসতে পার্ব্বনা, আমায় ক্ষমা কর।

লালগোপাল—দেখ তবে মজা।

(শ্যামার দু হাত সজোরে ধরিয়া জলন্ত চিউনী লইয়া শ্যামার গায়ে ছ্যাকা দিল।)

শ্যামা—ওগো তোমার দুটি পায়ে পড়ি, জলচে ফোস্কা পড়'ল, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও।

লালগোপাল—চ্যাচাবি ত তেলশুদ্ধ ঢেলে দোব গায়ে।

শ্যামা—দাও গো—তাই দাও—আর সহ্য কত্তে পাচ্চিনা।

লালগোপাল—দূর হ হতচ্ছাড়ী!

(লাথি মারিয়া চলিয়া গেল।

শ্যামা—(স্বগত) দীননাথ! এখনও হয় নি, আরও কি সাজা আছে অভাগিনী শ্যামাকে দাও! মন কাঁদিসনি, ওঁর অকল্যাণ করিসনি।

(দামিনীর প্রবেশ।)

দামিনী—মারেনি ধরেনি কেউ, চ্যাচাবার ভঙ্গিমেটে একবার দেখ? মৎলব আশ পাশের লোককে জানান—যে আমরা ধরে ধরে মারি। হাড়ে হাড়ে ভেল্কী খেলে।

(বেগে হরলালের প্রবেশ ও শ্যামার প্রস্থান ।)

হরলাল—(দামিনীর প্রতি) আমার শোবার ঘর কে খুলেছিল ? লাল-গোপাল খুলেছিল বুঝি ? কে ওকে বাড়ীতে আস্‌তে বলেচে ? ছেলে অন্দর মহল থেকে মাতালের মত টল্‌তে টল্‌তে বেরিয়ে গেল আর তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখছিলে ? মুখটা পুড়ে গেল না ? নিশ্চয় তোমার আস্কারাতেই তার বুকের পাটা এতটা বেড়ে গেছে ? আজ সব এক গাড় কর্ব্ব । শীগ্‌গির বল বলচি, কে ঘর খুলেচে ?

দামিনী—কেন গা ? কি হয়েচে ? টাকা কড়ি চুরি গেছে নাকি ? নলিনীকে কাল তোমার ঘরের দিকে যেতে দেখেছিলুম বটে—ওকে আমার সন্দেহ হয় ।

হরলাল—নলিনীর চোদ্দপুরুষের ঘাড়ে এত রক্ত নেই—যে আমার ঘর খুল্‌তে সাহস করে ? এ কাজ তোমার আর তোমার ছোট ছেলের ? আর আমি কাকেও সন্দেহ করি না ।

দামিনী—তাঁবা তুলসী আনো ছুঁয়ে বল্‌চি ।

হরলাল—জে[illegible]রের পরিবার তুমি ? তোমার আবার তাঁবা তুলসী ছুঁয়ে দিব্যি[illegible] কে বিশ্বাস কর্ব্বে ? আমি ত কর্ব্ব না ।

দামিনী—[illegible] ? আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, বাড়ীর আর [illegible] আছে সকলকে জিজ্ঞেসা কর ।

হরলাল—(উচ্চৈঃস্বরে) অধ্‌রা ! অধরা !

(নেপথ্য হইতে অধর ।)

আজ্ঞে ।

(অধরের প্রবেশ ।)

হরলাল—[illegible] ঘর কে খুলেছিল রে ? তোর মা ঠাকরুণ দেখেচে—তুই

আর নলিনী এ কাজ করেচিস্? এখনও স্বীকার কর, না হলে হাতকড়ি পর'বে।

অধর—বাবু আমি এর বাষ্প বিন্দুও জানি না। আপনি বেরিয়ে গেলে মা ঠাক্‌রুণ আমায় বাজারে পাঠিয়েছিল। চাকরী কত্তে এসে বাবু মনিবের টাকা চুরি, এমন কাজ আমার বংশে কেউ কখনও করেনি। কথা ভাল নয়। আপনি গুণিয়ে দেখুন, না হয় বলুন আমি মা "শেতলা" ঠাকুরের বামুনকে ডেকে আনচি, তিনি ঠিক বলে দেবেন।

হরলাল—আচ্ছা দরওয়ানকে ডেকে দিগে?

[অধরের প্রস্থান।

(দরওয়ানের প্রবেশ ও হরলালকে অভিবাদন।)

ছোটা বাবুকো তোম্ কোঠিমে আনে দিয়া?

দরওয়ান—হাম্ ত ছোটে বাবুকো বহুত রোখা হ্যায়। বাকী ছোটে বাবু ঘড় বড় কিয়া। হাম্‌কো লাঠি লেকে মার্‌নে আয়া। হাম্ ত নোকর হ্যায় ক্যায় সে রোখে?

হরলাল—ছোটে বাবু তোম্‌কো তলব দেতে হুঁ? নেহি বড়ি নিমক্ কা নোকর হ্যায় তুম? জাহান্নম্ মে যানে হোগা, হুঁসিয়ার রহো? ঝি কো-ভেজ দেও।

[দরওয়ানের প্রস্থান।

দামিনী—দেখ্‌লে ত? দরওয়ানকেই মাত্তে আসে আমি বারণ কল্লেই কি শুনবে?

হরলাল—সোজায় কি শুন্‌বে, প্যায়দায় শোনাবে?

(নলিনীর প্রবেশ।)

হরলাল—নলিনী তুই জানিস কে ঘর খুলেছিল? যে ঘরে আমি শুই।

নলিনী—ঘর খুলতে কাকেও দেখিনি ? গিন্নী মা আর ছোটদাদা বাবু ওই দিকে গিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল দেখেচি।

দামিনী—কখন রে নলিনী ?

নলিনী—গিন্নীমা তোমার মনে নাই ? সেই যে গো আমি ওপরে উঠে আসছিলুম।

দামিনী—ত্থাখ নলিনী মিথ্যে বলিস্‌নি ? ধর্ম্ম আছে। তুই ত ওই দিক থেকে বেরিয়ে এলি দেখ্‌লুম ?

নলিনী—সে কি গিন্নীমা ? তুমি ত সব কত্তে পার ? গরীবদের ধর্ম্ম ভয় আছে জেনো। বড়লোকদের মত অমন মিথ্যে জানেনা।

হরলাল—যা চলে যা।

[নলিনীর প্রস্থান।

দামিনী আর কাকে জিজ্ঞেসা কত্তে বল ?

দামিনী—তুমি যা-ই মনে কর, আমি কিন্তু দেখে শুনে অবাক যাচ্চি। এই ত মোটে রাত ন'টা বেজেচে। তুমি পুলিশে খবর দাও, মাথা খাও এখনি খবর দাও।

হরলাল—দামিনী, এ কাজ যদি তোমার ছোট ছেলের প্রমাণ হয় ; জেনো, মা ব্যাটা দুজনকেই জেলে পূর্ব্বো।

[হরলালের প্রস্থান।

দামিনী—(স্বগত) নলিনী বেটী ত দেখ্‌চি কম নয় ? মিন্সের কাছে আমায় অবিশ্বাসী করে দিলে। দাঁড়াও হাতে নাতে একবার পেলে হয় ? চোদ্দ পুরুষের নাম ভুলিয়ে দোব।

[দামিনীর প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(শ্রীকান্তের আটচালা।)

শ্রীকান্ত—আচ্ছা তো ব্যাটা কি আমার আস্তানা ছাড়বিনি? ফুরস্থদ পেলেই কি এইখানে এসে আড্ডা গাড়বি? বলি তো ব্যাটাকে মেয়ে দেবে কে বল দেখি? ব্যাটার চাল নেই, চুলো নেই, জন্ম নেই ভাল, কর্ম্ম নেই ভাল, আস্বাটুকু আছে ষোল আনা? বিয়ে কর্ব্বি ত কর্গে যা? আমার কাছে ঘ্যান ঘ্যান কত্তে আসিস কেন? তোর বাবুকে বল্'গে চমৎকার ক'নে খুঁজে আন্‌বে।

অধর—আজ্ঞে দাদা ঠাকুর, বাবু মশাইকে' ত বলে বলে হার মেনেচি। বাবু বলে কিনা—"আগে টাকা রোজগার কর, দুপয়সা হোক্, তারপর বিয়ে কর্ব্বি।" আচ্ছা দাদা ঠাকুর, এটা কি একটা কথার মত কথা হ'ল? কবে দুপয়সা হবে বলে বয়েসটা'ত বোঝে না। ডব্‌কা ছোঁড়া ত বটে? বল কি দাদা ঠাকুর? প্রাণের মাঝে থেকে থেকে কে যেন উঁকি ঝুঁকি মারে। ঠিক যেন ঘোম্‌টার ভেতর খ্যাম্‌টা নাচে। দাদা ঠাকুর ঘোম্‌টার ভেতর খ্যামটা নাচে প্রাণটা কেমন করে?

(গান।)

ঘোম্‌টার ভেতর খ্যাম্‌টা নাচে প্রাণটা কেমন করে,
(দাদা ঠাকুর গো প্রাণটা কেমন করে)
যখন ফুটফুটে বেশ ওঠে চাঁদ দাওয়ায় এসে পড়ে।
বাতাস বয় অন্ধ ছুটে, ফুলের বুকে গন্ধ লুটে,
কোকিল ডাকে ঘুমিয়ে উঠে মন মজান স্বরে।
তখন কে যেন যায় উঁকি মেরে, প্রাণের মাঝে নয়না ঠেরে;
আমি তাই তুলে দেখি গা ঝেড়ে, যায় চলে সে
সোহাগ ভ'রে।

শ্রীকান্ত—তো ব্যাটার যে দেখ্‌চি, বড্ড রস উথ্‌লে পড়্‌চে ?

অধর—হাঃ হাঃ হাঃ ! আজ্ঞে ধরেচেন ত ঠিক ? না, দাদা ঠাকুরে কিছু বস্তু আছে। আঁতের কথা টেনে, ব্যথার ব্যথী না হ'লে কি কেউ বল্‌তে পারে ? সত্যি বল্‌তে কি দাদাঠাকুর ? রাত্তিরে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখি—স্বর্গে থেকে যেন সব অপ্সরীরা নেমে এসে, আমার চাদ্দিকে ঘুরে ঘুরে নাচে গান গায়। কি চমৎকার সব চেহারা, মাজা ঘষা চাকন চেকন মুখ, রং দুধে আলতায় টুক টুক। আর বাক্যি একেবারে মধুমাখা, কেবল দাও হাপসে হাপসে চুমুক। দাদা ঠাকুর দিল্লীকা লাড্ডু, দিল্লীকা লাড্ডু।

শ্রীকান্ত—তোর মুণ্ডু নিয়ে হাডু ডু ডু ? ব্যাটা উচ্ছন্ন গেছে। এই অল্প বয়েসে যখন নারী প্রেম মস্তিষ্কে প্রবেশ করেচে পরকাল একেবারে ঝরঝরে। পাঁচটা পাঁচ রকমের দেখে শুনে দুরন্ত যৌবনে অদ্ভূত উন্মাদগ্রস্ত হয়েচে।

অধর—আজ্ঞে দাদা ঠাকুর মনে কল্লে উন্মাদগ্রস্তকে দোরস্ত কত্তে পারেন। সে গুণ দাদা ঠাকুরে জ্বল জ্বল কচ্চে।

শ্রীকান্ত—কি রকম, কি রকম ?

অধর—আজ্ঞে যে রকম যে রকম হয়েচে। এই আপনি কল্লেন সম্বন্ধ ছোট দাদাবাবুর জন্যে দেখে শুনে। ছোট দাদাবাবু হ'ল কেসীয়ানী বাবু। তেনার কি আর কালো মেয়ে নজরে ধরে ? আহা ! বউদিদির কথা ভাবুতে গেলে প্রাণটা কত্‌রে ওঠে, কল্‌জেটা ফেটে যায়। দাদাঠাকুর অঘটন ঘটালে ?

শ্রীকান্ত—মেয়ে ত দেখেছিলুম ভাল ? যেমন ছেলে তেম্নি বউ হ'ত। তোর বাবুর যে পছন্দ হল'না বল্লে—"মেয়ে কালো না হ'লে বেশী টাকা পাওয়া যাবে না"। আমার কি দোষ রে ব্যাটা ? নচ্ছার, কুলাঙ্গার, অপগণ্ড, বেল্লিক।

অধর—আহা দাদাঠাকুর চটেন কেন ? আপোষে দুকথা হয়ে গেল, হঠ্ করে মাথা গরম করেন কেন ? এখনও বুঝি দাদাঠাকুরের চান্ আহার হয় নি ?

শ্রীকান্ত—আহার তোর পিণ্ডি হবে।

অধর—দাদাঠাকুরের বুঝি গয়ায় স্থিতি ?

শ্রীকান্ত—দেখ্‌লে, দেখ্‌লে, জল জ্যান্ত সাম্‌নে দাঁড়িয়ে, ব্যাটার আক্কেলটা একবার দেখ্‌লে ? দূর হ্, দূর হ।

অধর—রাগ ক'চ্চ দাদাঠাকুর, তবে চল্লুম। দেখো ফের যেন খোসামোদ করে ডেক'না।

শ্রীকান্ত—খোসামোদ কিরে ব্যাটা ? আমি হচ্চি যজন যাজন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ সন্তান। আর তুই ব্যাটা হচ্চিস্ শূদ্রাধম, নরাধম, পাপিষ্ঠম্। আমি যে তোর সঙ্গে বাক্যালাপ করি সে তোর চোদ্দপুরুষের ভাগ্যি।

অধর—একশো বার, একশো বার। আমার বাপ ঠাকুদ্দা ব্রাহ্মণের পাদোদক না নিয়ে জল গ্রহণ ক'ত্ত না। আমি ত আর তাদের ছাড়া নই। দিন একটু পদধূলি দিন। তবে এখন আসি দাদা ঠাকুর।

[প্রণামান্তর অধরের প্রস্থান।

শ্রীকান্ত—যা ব্যাটা একদম চোকের কারাকে যা। ব্যাটার ভক্তিকে বলিহারী। এত বকি, মারি, সব হেসে উড়িয়ে দেয়। কি জানি, কি যাদুমন্ত্রে আমায় ভুলিয়েচে। না ডেকেও থাক্‌তে পারিনা।

(নেপথ্যের দিকে চাহিয়া।)

কাঠ্ ঠোক্‌রা মাগী চিন্তের মা'টা এদিকে আসচে নয় ? না, মালাগাছটা বার কত্তে হ'ল। (শ্রীকান্ত মালা লইয়া ঘুরাইতে লাগিল।) কি জানি নিষ্ঠাচার না দেখ্‌লে কলাটা, মূলোটা,

যা দুচার আনা পাই হয় ত তাও বন্ধ করে দেবে। কাজ নাই যস্মিন্ দেশে যদাচার।

(বামুনমার প্রবেশ ও শ্রীকান্তকে প্রণাম।)

এস মা, কল্যাণ হোক্। বাড়ীর সমস্ত মঙ্গল ত? চিন্তা বেশ ভাল আছে ত?

বামুনমা—চিন্তা ভাল আছে বটে—কিন্তু তার স্বভাব চরিত্র দিন দিন যে রকম দেখচি : উপযুক্ত শাসন ভিন্ন সে কুঅভ্যাসকে শোধরান'র আর অন্য উপায় নাই।

শ্রীকান্ত—কেন মা, চিন্তাকে ত কখনও কুসংসর্গে বেড়াতে দেখিনি?

বামুনমা—গুরুতর অপরাধ করেচে চিন্তা। তার মুখ দেখতে আর আমার ইচ্ছে নাই।

শ্রীকান্ত—কেন মা, চিন্তা কি তোমায় কোন কটুবাক্য বলেচে?

বামুনমা—আমায় বল্লে ক্ষতি ছিল না। আমাদের কুলদেবতা রাধাকান্ত জীউর অমর্য্যাদা করেচে। শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী ঈশ্বরের সাক্ষাৎ মূর্ত্তিকে কৌতুক ব্যঙ্গ।

শ্রীকান্ত—অ্যাঁ বল কি? এত বড় আস্পদ্ধা! ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বালকের এত অহঙ্কার? না বিধিমত শাসনই এ ক্ষেত্রে নিতান্ত প্রয়োজন।

বামুনমা—আপনাকে আজ থেকে আবার ঠাকুরের পূজো কত্তে হবে। চিন্তা যদি পূজোর সময় কোনরূপ অন্যায় উপদ্রব করে আমাকে গোপনে জানাবেন।

শ্রীকান্ত—যাও মা, পূজার আয়োজনাদি করে রাখগে, আমি গঙ্গাস্নান করে এখনই যাচ্চি।

[প্রণামান্তর বামুনমার প্রস্থান।

গঙ্গাস্নানটা বাসাতেই এক রকম ক'রে সে'রে নোওয়া যাবে। আবার এতটা পথ হাঁটে কে? দক্ষিণা ত মাস গেলে অষ্টগণ্ডা।

এ দিকে বেলাও সম্ভব নটা বাজে। না, একটু জলযোগ করে যাওয়া যাবে। মাগী যে রকম খুঁত খুঁতে, চট্ করে যে পূজো সে'রে উঠ'ব তার যোটি নেই।

[শ্রীকান্তের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(বন-পথ।)

প্রিয়ম্বদা—এ আমায় কোথায় নিয়ে এলেন? এই জনশূন্য নিবিড় অন্ধকারে ঢাকা বনের মধ্যে আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্চেন?

কৃপানন্দ—আর বেশী দূর নাই। ওই অদূরে আমার আশ্রম দেখা যাচ্চে। ওই দেখ! শূন্য পড়ে আছে। নিরাশ, বিক্ষুব্ধ হৃদয়ে, বিরহ সন্তাপিত জীবনের ব্যাকুলতা নিয়ে—ওই অনন্ত আকাশের মত শূন্য হৃদয়ে তোমার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে আছে। বাঞ্ছিতা বনদেবীর আগমন সংবাদ জানিয়ে দেবার জন্যে, নব মুকুলিতা পল্লবে পল্লবে ওই শোন—মধুকরের গুঞ্জনধ্বনি বীণা-যন্ত্রের আলাপ রাগিণীতে তোমার আবাহন কচ্চে। চল চল মানস-রঞ্জিণী? কন্দর্পললামভূতা—নয়ন অপাঙ্গে মদনসোহাগিনী! এই শ্বাপদ সঙ্কুল মহারণ্যের গভীর নীরবতার মধ্যে—রতি সুখ সাধনে আত্মতৃপ্তি কর্ব্বে চল?

প্রিয়ম্বদা—আপনি আমায় আজ ওসব কথা কি বল্‌চেন; আমি কিছু বুঝ্‌তে পাচ্চিনা ত? আমায় হরি কথা শোনান। সেই নিখিল-ভয়হারী ভক্তবৎসল ভগবানের নাম কীর্ত্তন করুন। শুন্‌তে শুন্‌তে আমার হৃদয় রোমাঞ্চিত হয়ে উঠুক আর আমি সাক্ষাৎ

শ্রীহরির মূর্ত্তি—আপনাতে দর্শন ক'রে নারী জন্ম সফল করি। আমায় সেই উপদেশ দিন।

কৃপানন্দ—প্রিয়ম্বদা! যে সাধনার প্রলোভনে তোমায় নিত্য হৃদয়ে আকর্ষণ করেচি; সে সাধনা—গুরুশিষ্যের নয়, ভক্ত ভগবানের নয়, সে সাধনা—পুরুষ প্রকৃতির। সেই আদ্যাশক্তি মহাশক্তি স্বরূপিণী—মহা প্রকৃতির, আর সেই অনাদির আদি পুরুষ সেই মহাপুরুষ—মহাকালের, একত্র মিলনের প্রতিদান স্বরূপ যে ভালবাসা সৃষ্টির প্রথম এবং সৃষ্টির শেষ; সেই পতি পত্নীর মধুর অবিচ্ছিন্ন সম্ভোগ সাধন ভিন্ন সে সাধনার আর অন্য কোন উদ্দেশ্য নয় বুঝ্‌তে পাল্লে?

প্রিয়ম্বদা—গুরুদেব! অনাথিনী রমণীকে নির্জ্জনে একাকিনী পেয়ে—পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌চেন পার্ব্ব কিনা? এই দেখুন, আমার হৃদয়ে, মস্তকে, সর্ব্বাঙ্গে শ্রীহরির মূর্ত্তি আঁকা। আপনাতে যদি আমার মতিগতি অচলা থাকে, কার সাধ্য আমায় ইষ্টদেবের চরণ থেকে বঞ্চিত করে? বলুন, বলুন, সেই অনাথের নাথ শ্রীনাথের কথা আমায় বলুন? ছলনা কর্ব্বেন না।

কৃপানন্দ—প্রিয়ম্বদা! ছলনার কার্য্য শেষ হয়েচে। এইবার মনস্কামনা পূর্ণ হবার দিন সমাগত। খঞ্জন অঞ্জন বিগলিতা! মন্মথ মনমোহিনী! তোমার ওই নবনীত সুকুমার বক্ষ মাঝে প্রণয়-রাগ-রক্ত চন্দনে চর্চ্চিত করে একান্তে বনফুল হারে সাজাইগে চল?

প্রিয়ম্বদা—গুরুদেব! আপনাকে দেখে আজ আমার ভয় হচ্চে কেন তা বুঝতে পাচ্চিনা। বুকের ভেতর দুর দুর করে কেঁপে উঠ্‌চে। আপনার পানে চাইতে পাচ্চিনা কেন? না—না—আপনার দোষ নাই। পাপমন আমার অবিশ্বাস এনে বারম্বার ছলনা কচ্চে। ক্ষমা করুন দাসীর অপরাধ।

কৃপানন্দ—প্রিয়ম্বদা তোমায় বারম্বার বল্‌চি ছলনার কার্য্য শেষ হয়েচে। এইবার মনস্কামনা পূর্ণ হবার দিন সমাগত। চল, চল, আর বেশীক্ষণ এখানে থাকা উচিত নয়, এখনি বন্য পশুর রঙ্গক্ষেত্রে এই স্থান পরিণত হবে।

(অগ্রে কৃপানন্দ পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রিয়ম্বদার গমন।)

প্রিয়ম্বদা—গুরুদেব! দয়াময়! একি মহাসঙ্কটে অভাগিনীকে ফেলে দিয়ে—একি! কঠোর পরীক্ষা প্রভু! রক্ষে করুন, অসহায়া অবলা নারীকে রক্ষে করুন।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(ঠাকুর বাড়ী।)

সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি।

(চিন্তা, ফুল ও চন্দন দিয়া ঠাকুরের পূজা করিতেছে।)

চিন্তা—(পূজা অন্তে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া) ঠাকুর, ঠাকুর, আজ আর আমায় ফাঁকী দিতে পার্ব্বেনা। তোমার ওই রাঙ্গা মুখে—ক্ষীর, সর, তুলে দিই তুমি খাও, আমি দেখি। মা তোমার জন্যে বড় যত্ন করে শেতল সাজিয়েচেন। আগে মায়ের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর। এই নাও ক্ষীরের নাড়ুটি আগে খাও। (ঠাকুরের মুখে ক্ষীরের নাড়ু দিল।) মা, মা, ঠাকুর তোমার ভক্তি ডোরে বাঁধা দেখ্‌বে এসো। আমি আর কোথায় কি পাব ঠাকুর? জেঠীমা পয়সা দিয়েছিল খাবার খেতে, তোমার জন্যে ভাল সন্দেশ কিনে

আঁচলে বেঁধে রেখেচি। এই নাও সন্দেশটি খাও। তুমি খেলে আনন্দে আমার ক্ষিধে তেষ্টা কোথায় চলে যায় তা জান্তেও পারিনা। এই নাও জল খাও। (জলের গেলাস লইয়া ঠাকুরের মুখে ধরিল।) এইবার একটু বাতাস করি, তুমি শোওগে আমি এখন যাই। বেশীক্ষণ থাকলে লোক জানাজানি হবে। তা হলে, আমি আর তোমায় দেখ্তে পাবনা।

(চিন্তা ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া, ঠাকুর দালান হইতে নামিয়া, রাস্তার অপর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।)

(অধরের প্রবেশ।)

অধর—প্রার্তপ্রণাম বাবা ঠাকুর। মনমরা হয়ে ভাবচেন কি ?

চিন্তা—অধর, অধর, যার ভাবনা আমায় দিনরাত অস্থির করে তোলে ; সে আমার কেমন আছে বল ? আমার শ্যামা কেমন আছে বল ? ভাল আছে ত ?

অধর—ভাল আর বলি কেমন করে বাবা ঠাকুর ? দিনরাত ফিক্ বেদনা, চল্তে ফির্তে, খাবার সময় পর্য্যন্ত নিস্তার নেই। অসহ্য বেদনা।

চিন্তা—অধর তুই কি বল্চিস্ আমি কিছু বুঝ্তে পাচ্চিনা।

অধর—পার্ব্বেনা বাবা ঠাকুর, আজ পার্ব্বেনা পার্ব্বে কাল, হাসবে কাঁদবে পাড়বে গাল।

চিন্তা—অধর তুই সত্যি করে বল।

অধর—সত্যি বল্লে বিশ্বাস কই ঠাকুর ?

চিন্তা—না, না, বিশ্বাস কর্ব্ব, তুই বল।

অধর—ছোট দাদা বাবুকে ত জানেন, তিনি ঠিকানায় থাকেন, ঠিকানায় খান। বাড়ীর সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্কই নেই। বাড়ীতে কর্ত্তা-বাবু, গিন্নীমা, আর বড় দাদাবাবু। বড়দাদার কথা ছেড়েই দিন্ না—তিনি এক রকম বিবাগী বল্লেই হয়। কর্ত্তাবাবু আর গিন্নীমা,

বউদিদিকে আমার অষ্টপ্রহর খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মার্চ্চে। এর চেয়ে ফিক্‌ বেদনা আর কি হবে বাবা ঠাকুর ?

চিন্তা—অধর তুই ভাবিসনি, ঠাকুরের কৃপায় সব ঠিক হয়ে যাবে।

অধর—বাবা ঠাকুর, বাবা ঠাকুর, তাই বলো তাই বলো। তোমার মুখে ফুল চন্নন পড়ুক। বৌদিদি আমার হেসে খেলে বেড়াক, আমি প্রাণপণে সংসারে খাটি আর হাসতে হাসতে বৌদিদির ফাই ফরমাস শুনি। আমার মাগো ! বাবা ঠাকুর আমার মা। ছেলে বেলায় এক মা পেয়েছিলুম তখন মাকে চিন্তুম না, সে মা খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করে হাসতে হাসতে একদিন অন্ধকারে কোথায় মিলিয়ে গেল আর দেখতে পেলুম না। আবার আর একজন মা হ'ল। এ মাও পাছে ফাঁকী দিয়ে চলে যায়, তাই ভয় করে বাবা ঠাকুর বড় ভয় করে।

চিন্তা—অধর, অধর, দে, দে তোর পায়ের ধূলো আমায় একটু দে। আমায় একবার স্পর্শ কর।

অধর—এই ত বাবা ঠাকুর, পাগলামী জুড়লে। এই দুঃখে ত তোমার কাছে আসিনা। আমার কি বল, বউদিদি চিটি দিয়েছিল, না হয় ফিরিয়ে নিয়ে যাব।

চিন্তা—অধর, শ্যামার চিটি কই দে ?

অধর—চিটি কোথায় পাব ? পাগলামী, পাগলামী।

চিন্তা—অধর, তুই আমার মনের অবস্থা বুঝতে পাচ্চিস না ; তাই বলচিস্ পাগলামী। শোন তবে।

(গান।)

পারিস যদি আয়,—
তবে আয়রে ছুটে প্রাণের টানে ঠাকুর জানে তার উপায়।
কর'রে নাম জপের মালা, ঘুচবে রে তোর ভবের জ্বালা,
করিসনি'ক অবহেলা, সময় ব'য়ে যায়।

গেছে রে কাল কতই কেটে,   মিছে কাজে কেবল খেটে ;
পড়’না হরির পায়ে লুটে, থাক্‌বি ফুটে রাঙ্গা পায়।

অধর—বাবা ঠাকুর, বাবা ঠাকুর, হেসে খেলে বেড়িয়েচি চিরদিন ; আজ আমাকেও কাঁদালে। দাও বাবা ঠাকুর, তোমার পা দুটো আমার মাথায় একবার ঠেকিয়ে দাও। আমি পতিত পাবন বলে তোমায় একবার ডেকে নিই। না, আর তোমায় যন্ত্রণা দোবনা। এই নাও বৌদিদির চিটি, আর এই টাকাটি দিয়েচে। চিটিতে সব লেখা আছে।

(চিন্তাকে পত্র ও টাকা দিল।)

চিন্তা—অধর তুই বড় ভাগ্যবান, ঠাকুর যুগল মূর্ত্তিতে তোর হৃদয়ে নিত্য বিরাজ কচ্চেন।

(পত্র খুলিয়া চিন্তা আপন মনে পড়িল।)

সাধে কি বলি ঠাকুর দাসী ? ঠাকুর নিয়ে খেলা হাসি। সাধ গিয়েচে ঠাকুরকে নতুন গুড়ের সন্দেশ আর নতুন কমলালেবু খাওয়াতে। ভালবাসার খেলাই এই। যাই কিনে এনে ঠাকুরকে আগে দিই।

[চিন্তার প্রস্থান।

অধর--বাবা ঠাকুর আমার সাক্ষাৎ বাবা ঠাকুর। আহা! দেখ্‌লে প্রাণটা একদম ঠাণ্ডা। এমন বাবা ঠাকুরকে কি ছাড়তে আছে। যাই পেছু নিইগে।

[অধরের প্রস্থান।

(শ্রীকান্তের প্রবেশ ও মন্দিরের নিকট গমন।)

শ্রীকান্ত—দরজায় ফুল চন্দন কে ছড়িয়ে গেল ? নিশ্চয় চিন্তার কাজ। মাগীকে ডেকে একবার দেখাই। ওগো মা আছো ? এখন আর সাড়া শব্দটি নেই ! না থাক্‌গে আমার কাজ সেরে চলে যাই।

(শ্রীকান্ত ঠাকুর ঘরে গমন করিল এবং ঠাকুরের সম্মুখে বসিল।)

আসা গেছে যখন একবার কোশাকুশিটে নাড়া যাক্।

(শ্রীকান্ত কোশাকুশি নাড়িয়া ওঁ বিষ্ণুঃ তিনবার উচ্চারণ করিয়া সন্ধ্যায় বসিল।)

(অধরের প্রবেশ।)

অধর—দেখ্‌তে দেখ্‌তে একেবারে চোকের অদৃশ্য হয়ে গেল গা! কোন পথে যে গেল বাবা ঠাকুর মোটে ঠাওর কত্তেই পাল্লুম না। ধরা না দিলে ধর্ব্বে কে? (সহসা ঠাকুর ঘরের দিকে চাহিয়া) ঠাকুর ঘরে দাদা ঠাকুরের মত কে দেখ্‌চি নয়?

(একটু অগ্রসর হইল।)

দাদা ঠাকুরই'ত বটে? একটু আড়ালে যেতে হ'ল, কি করে দেখি।

(অধর এক পাশে গিয়া লুকাইল।)

শ্রীকান্ত—(স্বগত) মাগী আজ জলযোগের ব্যবস্থাটা করেচে ভাল। বেলা থাকতে থাকতে আমিও কালাচাঁদ চড়িয়ে দিয়েচি। মৌতাতটা জম্‌বে ভাল। মিষ্টান্নটা এইবার নিবেদন করে দেোয়া যাক। নিবেদন আর কি ছাই কর্ব্ব? ঠাকুর ত সৃষ্টি সংসার খেয়ে বসে আছে। কি বল'ব পোড়া পেট হচে বালাই, না হলে শ্রীকান্ত শর্ম্মা এতদিন ঠাকুরের দফারফা করে ব্যোম্ কেদারনাথ হয়ে বসে থাক'ত। না, রসনায় ক্রমশঃ রস সঞ্চার যেরূপ বৃদ্ধি হচ্চে দু একটা মিষ্টান্ন উদরস্থ ব্যতিরেকে নিশ্চল হয়ে লোভ সংবরণ করা দুরূহ ব্যাপার। কেউ কোথাও না-ই ত? (আশে পাশে একবার দেখিয়া শ্রীকান্তের মিষ্টান্ন ভক্ষণ।)

(অধর আড়াল হইতে আসিয়া শ্রীকান্তের সম্মুখে দাঁড়াইল।)

অধর—দাদা ঠাকুর, দাদা ঠাকুর, বেশ পূজো হচ্চে। এর নাম ঠাকুর পূজো—না পেট পূজো দাদা ঠাকুর ?

শ্রীকান্ত—(সন্দেশ গলাধঃকরণ করিতে করিতে) আরে মলো এ গুয়ো ব্যাটার সন্তান কোথায় ছিল রে ? আচ্ছা তুই ব্যাটা কি বাঘের পেছু কেউ লেগেছিস ?

(শ্রীকান্ত ঠাকুর ঘর হইতে বাহিরে আসিল।)

যেখানে যাব গুয়ো ব্যাটার সন্তান কি ঠিক সেই খানে গিয়ে হাজির ? মড়া পোড়াতে গেছি, সে খানেও নিস্তার নেই। যমের বাড়ী গেলে কি কর্ব্বি রে গুয়ো ব্যাটার সন্তান ?

অধর—আজ্ঞে দাদা ঠাকুর, সে মৎলব ত অনেক দিন থেকে ভেঁজে রেখেচি যে দিন আমি মর্ব্ব দাদা ঠাকুর, সেদিন তুমি ও বুঝলে কিনা ? শনি মঙ্গলের মড়া গো—দোসর না নিয়ে যায় না।

(শ্রীকান্ত অধরের চুলের মুটি ধরিল ও অন্য
হাতে গলা টিপিয়া ধরিল।)

দাদা ঠাকুর ছাড়ুন, ছাড়ুন। অঙ্গ হানি কর্ব্বেন না। এখন ও আইবড়।

শ্রীকান্ত—ব্যাটার কি মার খেয়ে ও লজ্জা আছে। বেল্লিক, বেল্লিক। ছোট লোক জাতটাই আলাদা।

অধর—আজ্ঞে যারা ঠাকুরকে ফল মূল নিবেদন কর্ব্বার আগেই ; নৈবিদ্যির কলাটা সন্দেশটার প্রতি দৃষ্টি দেন, এই তাদের চেয়ে ছোট লোক জাতটা বড় কিছু বেশী ছোট নয়।

শ্রীকান্ত—(ক্রোধভরে) ব্যাটা মুখ সামলে কথা ক'স ?

অধর—দাদা ঠাকুর দিব্যি চল্‌ছিল টপাটপ্।

শ্রীকান্ত—তোর বাবার কি রে ?

অধর—আজ্ঞে আমি ও ঢোল সহরতের ব্যবস্থা করে রেখেছি। চল্লুম দাদা ঠাকুর।

[প্রস্থানোদ্যত।

শ্রীকান্ত—ওরে শোন্, গুয়ো ব্যাটার সন্তান না ম'লে নিশ্চিন্দি নাই। ওরে তোর বিয়ের সম্বন্ধ করেচি।

অধর—না, ফিরতে হ'ল। কি বল দাদা ঠাকুর, দাঁড়াবার সময় নেই?

শ্রীকান্ত—হ্যাঁ বলছিলুম কি? তোর একটা চমৎকার ইহুদি প্যাটার্ণের মেয়ে ঠিক করেচি। হ্যাঁ তোরা কার সন্তান বল দেখি?

অধর—আজ্ঞে, আমরা বাবার সন্তান।

শ্রীকান্ত—ওরে ব্যাটা সে সন্তান নয়। তোদের বংশের আদি পুরুষের নাম কি?

অধর—আজ্ঞে তখন'ত আমি জন্মাই নি দাদা ঠাকুর। কেমন করে জান'ব বলুন?

শ্রীকান্ত—আচ্ছা তোদের মেল কি?

অধর—দার্জ্জিলিং মেল।

শ্রীকান্ত—মূর্খস্য লাঠ্যৌষধি। ছোট লোক্‌কে নাই দিলে মাথায় ওঠে এখন বুঝতে পাচ্ছি।

অধর—দাদা ঠাকুর ও কথা বল'বে না বল'চি। ব্রাহ্মণ আমাদের মাথার মণি। দিন একটু পদঃরজ দিন। এই আমাদের পথের সম্বল।

[শ্রীকান্তকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

(বামুনমার প্রবেশ ও ঠাকুরকে আগে প্রণাম করিয়া পরে শ্রীকান্তকে প্রণাম করিল।)

শ্রীকান্ত—এই যে মা এয়েচ, তোমার কাছেই যাচ্ছিলুম। আমার দ্বারা বাছা ঠাকুর পূজো আর হবে না। তুমি অন্য লোক ঠিক কর।

যে রকম তোমার ছেলের দৌরাত্ম্য আমার বাবার সাধ্য নাই যে শাসন করে। অবিহিত রূপে শাস্ত্র বাক্য লঙ্ঘন, ঠাকুর ঘরের তৈজস পাত্র চারি দিকে ছড়ান, তুমি জানাতে বলেছিলে এখন যা ব্যবস্থা হয় কর।

বামুন মা—এখন ও আমার আজ্ঞার প্রতীক্ষায় আছেন? রাখুন চাবী দিয়ে অন্ধকার ঘরের মধ্যে অবাধ্য বালককে অবরোধ করে রাখুন। অনাহারে, উপবাসে, কয়েদীর মত প্রহারে অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করে দিন। কঠোর শাসনকেও যদি উপেক্ষা করে আমাকে জানাবেন, দূর করে দোব জন্মের মত চোখের আড়ালে।

[বামুনমার প্রস্থান।

শ্রীকান্ত—মাগী তেজীয়ান বটে। অমন না হলে কি ছেলে শাসন হয়? ছোঁড়াটা ভারী বাড় বেড়েচে। এইবার উত্তম মধ্যম ওষুধ দিতে হবে।

[শ্রীকান্তের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

(স্বয়ম্ভুর ভিতর বাড়ীর উঠান।)

নলিনী—বল’ব কি মা, তোমার মেয়েকে ধরে ধরে মারে। অমন যে গিরভিমের মত রূপ ছিল; একেবারে কালী মেরে গেছে। তোমার বেয়াই বেয়ান মেয়ের গা থেকে সমস্ত গয়না কেড়ে নিয়েচে। তোমরা ভদ্দর লোক হয়ে সহ্য কর, আমাদের ছোট লোকের ঘরের হলে এতদিন থানায় খবর দিয়ে; পুলিশের লোক সঙ্গে নিয়ে গিয়ে মেয়েকে জোর ক’রে নিয়ে আস’ত। অমন

শ্বশুর বাড়ীতে ঘর করার চেয়ে সোয়ামী ত্যাগ করে বাপের ভাতে থাকলে কিসের নিন্দে গা ? মেয়ে বেঁচে থাকলে তবে ত জামাই ?

ললিতা—হ্যাঁ গা, জামাই আমার মেয়েকে কিছু বলে নাকি ?

নলিনী—তুমি ঠাক্‌রুণ কেমন ধারা অবুঝ ? জামাই যদি মানুষ হ'ত তা হ'লে কি ভাবনা ছিল। একদিন তোমার জামাই নেশা করে তোমার মেয়েকে মেরেছিল। আমি কি ছাই জান্তুম, তোমার মেয়ে পিঠ ঢেকে ঢেকে বেড়াত। একদিন চা'ন কচ্ছিল হঠাৎ দেখ্‌তে পেলুম কোস্কার মত দাগ গোটা পিঠময় স্পষ্ট হয়ে রয়েচে।

ললিতা—অঁ্যা ! অঁ্যা ! তবে কি আমার শ্যামার আপনার বল্‌তে সেখানে আর কেউ নাই। শ্যামারে ! বাছারে ! তোর ননীর অঙ্গে না জানি কত ব্যথা যন্ত্রণা হয়েচে মা। বড় সাধ করে বলেছিলুম তোকে ভাল ঘরে ভাল বরে দোব। আহা ! মা কমলাকে অসুরের হাতে লাঞ্ছনার জন্যে সঁপে দিয়েচি। মাতালের হাতে সঁপে দিয়েচি মা। হতভাগীর গর্ভে এসে তোর কপালে এত কষ্ট ছিল।

নলিনী—কেঁদনা মা, কেঁদনা। কর্ত্তা বাড়ী এলে ঠাণ্ডা হয়ে বুঝিয়ে সব ব'লো। তিনি পুরুষ মানুষ যা হয় এর একটা বিহিত কর্ব্বেন। আমি তবে এখন আসি মা।

[নলিনীর প্রস্থান।

(বামুনমার প্রবেশ।)

বামুনমা—বৌমা, কাঁদচ কেন মা ?

ললিতা—শ্যামার শ্বশুর বাড়ী থেকে লোক এসেছিল।

বামুনমা—কেন শ্যামার কথা কিছু বল্লে নাকি ?

ললিতা—বাছাকে আমার বাড়ীর সকলে ধরে ধরে মারে, জামাই নাকি মেরেছিল। আমি আর শ্যামার যন্ত্রণার কথা কানে শুনতে

পারিনা। আমার হাড় ক'খানা এখন মা গঙ্গার গর্ভে গেলেই বাঁচি।

বামুনমা—ছিঃ মা, অমন অলক্ষুণে কথা কি মুখে আনতে আছে? তুমি মা ঘরের লক্ষ্মী, সংসারের শোভা। কেঁদনা মা, ছেলে বাড়ীতে আসুক, যাতে শ্যামাকে এ বাড়ীতে আন্তে পারি তার ব্যবস্থা কচ্চি।

ললিতা—তুমি বল্লে তোমার কথা ঠেল্‌তে পার্ব্বেন না। আমি বল্‌তে গেলে কেবল রাগ করেন।

বামুনমা—সে জন্যে মা ভেব'না, আমি তার উপায় কর্ব্ব। মনে করেছিলুম কাশী যাব, তা আর বোধ হয় হয়ে উঠল' না। সামনে জলসংক্রান্তি বাবা বিশ্বেশ্বরের মাথায় জল দোব মানত করেছিলুম কিন্তু কি কর্ব্ব ছুঁড়ীটার একটা ব্যবস্থা না করেও' ত যেতে পাচ্চিনা। আহা! বিয়ে হয়ে পর্য্যন্ত ছুঁড়ীটার একদিনের জন্যেও সুখ হল'না।

(চিন্তার প্রবেশ)

চিন্তা—জ্যাঠাই মা, জ্যাঠাই মা, এই যে মা'ও আছ। শ্যামা চিঠি দিয়েচে, কি লিখেচে শুনবে? শোন।

চিন্তার পত্র পাঠ।

"আমার ভাবনা যিনি ভাববার তিনি ভাবচেন। তোমরা ভেবে কিছু কত্তে পার্ব্বে না।" দেখ্‌লে'ত জ্যাঠাই মা? ঠাকুর বলে কত টান। শ্যামা যে ঠাকুরকে বিয়ে করেচে, চিঠির ইসারাতে বুঝতে পাচ্চনা জ্যাঠাই মা? ঠাকুর যে তোমার জামাই গো! তোমার মেয়ের আবার ভাবনা কিসের?

বামুনমা—চিন্তা আমার সামনে তোমার অমন ভাবে কথা কওয়া উচিত নয় তা জান? চিঠি তুমি কোথায় পেয়েচ? কে দিয়েচে?

চিন্তা—মা, কাল সন্ধ্যার সময় আমি যখন ঠাকুর বাড়ীতে গিয়েছিলুম শ্যামার শ্বশুর বাড়ীর চাকর এসে চিঠি দিয়ে গেছে।

বামুনমা—ঠাকুর বাড়ীতে কি কত্তে তুমি গিয়েছিলে?

চিন্তা—পূর্ণিমা সংক্রান্তির দিন ঠাকুরকে দর্শন কত্তে গিয়েছিলুম। জীবন সার্থক হয়েচে মা, এমন দর্শন আর জীবনে কখনও হয় নি। ঠাকুর আর শ্যামা, শ্যামা আর ঠাকুর। কি সুন্দর! কি সুন্দর!

বামুনমা—দূর হও আমার সামনে থেকে বংশের কুলাঙ্গার। আজ থেকে আমি তোমার বিমাতা, তুমি আমার পরম শত্রু। ঠাকুরের সঙ্গে শ্যামার তুলনা কত্তে তোমার বাক্‌রোধ হল'না? জিব খ'সে পড়'ল না, তোমার মৃত্যু হল'না কেন?

চিন্তা—আমার কি দোষ মা, ঠাকুর যেমন দেখাচ্চেন তেম্নি দেখচি।

[চিন্তার প্রস্থান।

ললিতা—মা, অমন করে তুমি আর বাছাকে কঠিন কঠিন গাল দিওনা। ষাট-ষষ্টীর দাস বংশের দুলাল, বাড়ীতে একটা ছেলে নাই; শিব রাত্তিরের সল্‌তে। শ্যামাকে পর করে দিয়েচি তবু চিন্তার মুখ দেখে ভুলে আছি।

বামুনমা—সাক্ষাৎ জাগ্রত শ্রীবিগ্রহের যে অপমান করে, তার মত নরাধম পশুর জননী হওয়াও মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত। বৌমা তুমি জাননা? যে মা ছেলের চরিত্রের দিকে লক্ষ্য না রেখে কেবল বংশ রক্ষের কারণ মনে করে সন্তুষ্ট হয় সে মা পুত্রঘাতিনী।

(নেপথ্য হইতে কাবুলীদ্বয় চীৎকার করিয়া স্বয়ম্ভূকে ডাকিল।)

কাবুলীদ্বয়—বাবু সাব্ হ্যায়?

বামুনমা—বৌমা, সদরে কে ডাকচে নয়? বোধ হয় ছেলে এসেচে, দরজা খুলে দিয়ে এসো।

ললিতা—তাঁর আওয়াজ'ত মা এ রকম নয় ?

(নেপথ্য হইতে কাবুলীদ্বয় পুনরায়
চীৎকার করিল।)

কাবুলীদ্বয়—বাবু সাব্ হ্যায় ?

বামুনমা—কে ডাকে গা ? (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া)। বৌমা, বৌমা, ভেতরে গিয়ে শীগ্‌গির খিল দিই গে চলো। ছুটো কাব্‌লে বাড়ীতে এসেচে।

(বামুনমা ও ললিতা ভিতরে গিয়া কক্ষ মধ্যে
অর্গল বদ্ধ করিল।)

(চিন্তার সহিত কাবুলীদ্বয়ের প্রবেশ।)

কাবুলীদ্বয়—কাঁহা গিয়া জল্‌দী বোলো ? বাবু কাঁহা হ্যায় জল্‌দী বোলো।

চিন্তা—বাবু বাড়ী নাই সাহেব।

কাবুলীদ্বয়—জরুর হায় ? ইস্ কোঠিমে ছিপায়কে ঝুটে বাৎ বোলতে ? রূপেয়া লে আও ?

চিন্তা—সাহেব, বাবু এলে বল্'ব।

কাবুলীদ্বয়—কুছ বাৎ নেতি, রূপেয়া দে'কে বাৎ কহো। বাবু সাব্ জরুর কোঠিমে হ্যায় ? কোঠিকা অন্দর মে যায়েগা ? ইধার আও।

চিন্তা—অন্দরে জেনানা আদ্‌মি আছে সাহেব।

কাবুলীদ্বয়—কুছ বাৎ নেহি ? অন্দর মে যায়েগা ?

(লাঠির দ্বারা সজোরে অন্দর মহলস্থ
দরজায় আঘাত।)

চিন্তা—সাহেব ভাল চাও ত বাইরে এসে দাঁড়াও। বাবুকে ডেকে আন্‌চি।

[চিন্তার প্রস্থান।

কাবুলীদ্বয়—ওহি বাৎ বোলো।

(বেগে স্বয়ম্ভুর প্রবেশ।)

স্বয়ম্ভূ—কি হয়েচে ? বাড়ীতে হল্লা কিসের ?

(কক্ষের ভিতর হইতে জানালা খুলিয়া বামুন মা বলিল।)

বামুনমা—এয়েছিস্ বাবা এয়েছিস্? দেখ, দেখ, কি কাণ্ডটা কচ্চে একবার দেখ।

স্বয়ম্ভূ—(কাবুলীদ্বয়ের প্রতি) কি সাহেব, জোর জুলুম করে অন্দর মহলে—পুলিশ পুলিশ, পাহারওলা পাহারওলা।

কাবুলীদ্বয়—রূপেয়া আবি লে আও ? নেহি ছোড়ে গা।

(কাবুলীদ্বয় স্বয়ম্ভুর হাত বাঁধিল।)

(বামুনমা ভিতর হইতে বাহিরে আসিল।)

বামুনমা—ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি আমায় বাঁধ, আমার ছেলেকে ছেড়ে দাও।

(পাহারওলা ও ইন্স্পেক্টরকে সঙ্গে করিয়া চিন্তার প্রবেশ।)

চিন্তা—এই দেখ ইন্স্পেক্টর দাদা।

রাধারমণ—(জমাদারের প্রতি) ফজলু খাঁ, বাঁধো। হাতকড়ি লাগাও।

(পাহারওলা দুইজন কাবুলীদ্বয়কে কোমরে দড়ি ও হাতকড়ি দিয়া লইয়া গেল।)

চিন্তা—জ্যাঠা মশায়ের যেমন কাজ, ওদের কাছে আবার মানুষ টাকা ধার করে।

রাধারমণ—চিন্তা, তোমার জ্যাঠা মশায়ের দোষ নাই। অর্থের অনাটন, দারিদ্র্যের কঠোর পীড়ন, সমাজের লাঞ্ছনা, যখন অসহ্য মৃত্যু যন্ত্রণার মত বোধ হয় মানুষ তখনি দুঃসাহসিক কাজে প্রবৃত্ত হয়। স্বয়ম্ভু বাবু আর কখন ও এমন কাজ কর্ব্বেন না। ভাবুন দেখি ?

আজ কি মহা অনর্থ ঘট'ত যদি সদাশয় ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট দুষ্টের দমনের জন্য; জন সাধারণের শান্তি রক্ষের জন্য, থানায় থানায় পুলিশ পাহারওলা সদা সর্ব্বদা মোতায়েম না রাখতেন; তা হলে দেখতে পেতেন দেশে কি মহা অশান্তি হ'ত।

স্বয়ম্ভূ—ইন্‌স্পেক্টর বাবু, এতদিনে আমার ভুল ধারণা গেল। পুলিশের লোক এত উদার, সরল, কর্ত্তব্যপরায়ণ! হয় তা স্বচক্ষে আজ দেখলুম।

রাধারমণ—স্বয়ম্ভূ বাবু বেশী বাক্য ব্যয়ের দরকার নাই। টাকাটা আদালতে জমা দেবেন।

[ইন্‌স্পেক্টরের প্রস্থান ও অন্য দিক দিয়া চিন্তা ও স্বয়ম্ভূর প্রস্থান।

বামুনমা—উঃ! আর যে দেখতে পারা যায় না। ভগবান! সয় বলে কি এতই সয় মানুষের প্রাণে? না হয় কষ্টই দিয়েচ—কেন কষ্টের ভাত সুখে খেতে দিচ্চনা? স্বয়ম্ভূর মুখখানা দেখচি আর প্রাণটা যেন ফেটে যাচ্চে। দুঃখের জ্বালায় স্বয়ম্ভূ আমার পাগলের মত ছুটে ছুটে বেড়াচ্চে, চোখের সামনে আর যে দেখতে পারি না। আমি মা হয়ে কোন্ প্রাণে এখনও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখচি? দেখ্‌বার আগে কেন আমার মরণ হল'না? যাদের অন্নে এতদিন কাটালুম কই তাদের'ত কিছুই কত্তে পাল্লুম না। না—না, আমি কাশী চলে যাই। সেখানে গিয়ে বাবার কাছে হত্যে দোব, গতর খাটাব, না হয় বাড়ী বাড়ী ভিক্ষে কর্ব্ব। এতে যদি প্রাণ যায় যাক, যদি অঞ্চলের নিধি নয়নের মণি চিন্তার মায়াও ত্যাগ কত্তে হয় তাও কর্ব্ব। ভগবান! দাও আমায় তেম্নি বল দাও।

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(হরলালের বৈঠকখানা।)

হরলাল—হায়! হায়! সর্ব্বস্ব নিয়ে গেছে হারামজাদা ব্যাটা। আমার প্রাণের আধ্‌খানা কেটে দিয়ে গেছে। জেলে দোব, ঘানি গাছে ঘোরাব তবে এ রাগ যাবে। আর ছাই জেলে দিয়েই কি আদায় হবে। টাকা কড়ি ত হবেই না। একখানা ও নম্বরী নোট ছিল না। গয়না তাও কি আর ফিরে পাব? সেই বেশ্যা মাগীটাকে দিয়েচে নিশ্চয়, সে বেটী ঘাগী মেয়ে মানুষ এতদিন গালিয়ে ঠিক ঠাক করে নিয়েচে এর আর ভুল নাই। কিছুই আদায় হবে না দেখ্‌চি। না, না, তা হলে মরে যাব, সর্ব্বস্ব গেলে প্রাণ বেরিয়ে যাবে? টাকা কড়ি না পাই, গয়না চাই, গয়নার মায়া ভুলতে পার্ব্ব না, অনেক টাকার গয়না। ব্যাটার ছেলের কাছ থেকে আদায় কত্তে না পারি, ব্যাটার ছেলের শ্বশুরের ঘাড় ভেঙ্গে শেষটা গয়না আদায় কর্ব্ব সেই মৎলব ফেঁদে রেখেছি। পুলিশে ডায়ারী ও আগে থাক্‌তে তাই করে রেখেচি। ঝি চাকরকে শিখিয়ে রেখে দিই, পুলিশ যদি জিজ্ঞাসা করে হয়'ত কি বল্‌তে কি বল্‌বে। আট ঘাট বেঁধে কাজ কত্তে হবে? অধ্‌রা আছিস?

(অধরের প্রবেশ।)

আচ্ছা অধ্‌রা, এই যে এত বড় চুরিটা হয়ে গেল, তোর কাকে সন্দেহ হয় ঠিক করে বল।

অধর—আজ্ঞে কেমন করে বলি? যখন চোখে দেখিনি কার নাম কর্ব্ব বাবু?

হরলাল—তোর ছোট দাদা বাবুর শ্বশুর আর তোর ছোট দাদা বাবু নিয়েচে প্রমাণ পাওয়া গেছে।

অধর—আজ্ঞে হবে তা।

হরলাল—হবে কি ? নিশ্চয়ই তাই হয়েচে।

অধর—আজ্ঞে আপনি যখন বলচেন তখন হতেও পারে।

হরলাল—বল্‌বি দেখেচিস্ ?

অধর—হ্যাঁ বাবু মিথ্যে করে বল'ব ? ওটি আমার দ্বারা হবে না মশাই। অনেক দিন আপনার অন্ন খেয়েচি আর না রাখেন কি কর্ব্ব।

হরলাল— হারামজাদা ব্যাটা ! তোর দ্বারা আমার কোন্ কাজটা হয় ? দূর হয়ে যা, নলিনীকে ডেকে দিগে।

অধর—তা ডেকে দিচ্চি, সব কাজ পার্ব্ব কিন্তু ও কাজটি আমার দ্বারা হবেনা।

[অধরের প্রস্থান।

(নলিনীর প্রবেশ।)

হরলাল—নলিনী চুরির হদিস্ এখনও বার কত্তে পাল্লিনি ? কি কত্তে বাড়ীতে আছিস ?

নলিনী—কেন পার্ব্ব না কর্ত্তা বাবু ? গিন্নীমা ছোট দাদা বাবুকে দেখিয়ে দিয়েচে যেখানে টাকা কড়ি থাক'ত আর ছোট দাদা বাবু নিয়ে দিব্যি স'রে গেছে।

হরলাল—মিথ্যে কথা ? আমার টাকা কড়ি কোথায় থাকে তোর গিন্নীমা সাত জন্ম চেষ্টা কল্লেও খুঁজে বার কত্তে পার্ব্বে না। এ তোর ছোট দাদার কাজ। শুধু তোর ছোট দাদা নয়, ছোট দাদার শ্বশুরেরও এতে যোগ আছে আমি বেশ বুঝ্‌তে পাচ্চি।

নলিনী—ছোট দাদার শ্বশুর ? না, না, তা হতেই পারে না। ছোটদাদার শ্বশুর যে মাটীর মানুষ, বিশ্বাস হয় না বাবু।

হরলাল—আমার ষোল আনা বিশ্বাস। বিশেষ তোর ছোট দাদার শ্বশুরের অবস্থা ভাল নয়। অভাবে স্বভাব নষ্ট, টাকার খাঁকতি হলে মানুষ সব কত্তে পারে।

নলিনী—ঠিক বলেচে বাবু? তাই ছোট দাদার শ্বশুর রাস্তায় দেখা হ'লে আর কোন কথাটি কয় না। বাবা! কি অবিশ্বাসের কাল পড়েচে।

হরলাল—যা দরওয়ানকে ডেকে দিগে।

[নলিনীর প্রস্থান।

(দরওয়ানের প্রবেশ।)

হরলাল—তোম অ্যায়সে পুতুলকামাপি দেউড়ীমে খাড়া র‍্যয় তা হ্যায়, মেরা মবলক্ রূপেয়া লেকর কোন্ দুষমণ ভাগ্ গিয়া হ্যায় পাকড়ানে নেহি সেকা? হাম্‌কা হাতমে পাক'ড় গিয়া। ছোটে বাবুকা শ্বশুর লিয়া হ্যায় আউর ছোটে বাবু লিয়া হ্যায়।

দরওয়ান—বাবু অ্যায় সে কাম্ হাম্ ক্যায় সে বুঝে।

হরলাল—আউর ঘোড়ে কা মাপী নিদ্ যাও মৎ হুঁসিয়ার র‍্যয় না?

দরওয়ান—যো হুকুম।

[দরওয়ানের প্রস্থান।

হরলাল—এইবার মাতুলকে শিখিয়ে নিলেই সাক্ষীর জোর প্রমাণ রই'ল।

(অধরের প্রবেশ।)

দারোগা বাবু আস্‌চেন।

হরলাল—সঙ্গে করে নিয়ে আয়।

(অধরের প্রস্থান ও রাধারমণকে সঙ্গে লইয়া প্রবেশ।)

হরলাল—আসুন ইন্‌স্পেক্টর বাবু, অধরা তামাক দে।

রাধারমণ—তামাক আমি খাইনা মশাই। আপনার ছেলেকে গ্রেপ্তার কর্ব্বার জন্যে আমার Assistant (আসিষ্টাণ্ট) এবং জমাদারকে

সেই মাগীর বাড়ীতেই পাঠিয়েছি। কোন ঘর থেকে আপনার চুরি গেছে আমি সেই ঘর একবার দেখতে চাই।

হরলাল—আসুন আমার সঙ্গে।

(হরলাল ও রাধারমণের ভিতরে গমন ও অন্য দিক হইতে নলিনীর প্রবেশ।)

নলিনী—নিরীহ গোবেচারী ছেলের শ্বশুরকে ফাঁসিয়ে নিজের পেট ভর্ব্বার মৎলব করেচ মিন্সে? নলিনী বেঁচে থাকতে তা কিছুতেই হবে না। এইবার তোমার মরণ বাড় জেনো? নলিনীর কামড়ে জ্বলে পুড়ে ছটফট কত্তে হবে। কেউটে সাপের মত বিষ ছড়িয়ে দিয়ে এক দণ্ডে সবংশে নির্বংশ কর্ব্ব, মেরে ফেল'ব, পুড়িয়ে ফেল'ব, তারপর যে টুকু বাকী থাকবে রাক্ষুসীর মত এক নিশ্বেসে কড়মড়িয়ে চিবিয়ে খাব তবে প্রাণের জ্বালা জুড়ুবে। যাই ছোটদাদার খুড় শ্বশুরের কাছে গিয়ে বল'ব, শোনে ভাল না হলে শেষে নলিনী তোমার কাল সাপিনী; তোমায় মরণ কামড় কামড়াবে মরণ কামড় কামড়াবে। নলিনী! ভুলিস নি, ভুলিস নি!

[নলিনীর প্রস্থান।

(হরলাল ও রাধারমণের পুনরায় প্রবেশ।)

রাধারমণ—যতটা বুঝলুম এ কাজ আপনার ছেলের দ্বারাই হয়েচে!

হরলাল—আজ্ঞে আমার ছেলের দ্বারাই হয়েচে তা জানি কিন্তু আমার ছেলে তার শ্বশুরের কুপরামর্শে এ কাজ করেচে। গয়না ছেলের শ্বশুরের কাছেই আছে। আপনি তার বাড়ী Search করুন খুব বিশ্বাস গয়না সেখানেই পাওয়া যাবে।

ইন্‌স্পেক্টর—পাওয়া যাবে বল্লেই হয় না মশাই। বামাল যদি না পাওয়া যায় জানবেন হিতে বিপরীত হবে।

হরলাল—আমি কি সহজে ছাড়্‌'ব ইন্‌স্পেক্টর বাবু? অনেক টাকার গয়না। আদায় হ'লে আপনার কাছে বিশেষ অনুগৃহীত হ'ব। সে কথা এখন আর বল'ব না।

ইন্‌স্পেক্টর—আমাদের কাছে অনুগ্রহ নাই মশাই, নিগ্রহ আছে। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, এই মহাগুরুতর কাজের দায়ীত্ব পুলিশের। আমরা কার খুসী অখুসীর তোয়াক্কা রাখি না। ঠিক কাজ করে যাব, ঠিক মাইনে নো'ব। চল্লুম মশাই।

[ইন্‌স্পেক্টরের প্রস্থান।

হরলাল—লোকটা যেন কেমন কেমন ঠেক্‌চে। আগের আগের ইন্‌স্পেক্টর গুলো বেশ মোলায়েম গোচ ছিল। এ লোকটা দেখচি বড় রোকা, প্রথমটা ওরা ও রকম দেখায়। যে কোন গতিকে হোক্ ইন্‌স্পেক্টর টাকে হাতে রাখতে হবে। হরলাল চাটুয্যের পয়সা দেখলে সুড় সুড় করে লেজ গুটিয়ে কাছে আসতে পথ পাবে না। দেখি কি হয়।

(শ্রীকান্তের প্রবেশ।)

হরলাল—এই যে মাতুল এসেচ, তোমার জন্যেই ভাবছিলুম। সব শুনেচ ত?

শ্রীকান্ত—আমি তো শুনেই বলেচি এ তোমার লালগোপালের কাজ।

হরলাল—সে আমি জানি। পুলিশ তাকে ধর্ব্বার জন্যে ঘুরে বেড়াচ্চে তা নয় হ'ল, কিন্তু গয়না যদি ব্যাটার ছেলে নষ্ট করে থাকে আদায় হবে কিসে?

শ্রীকান্ত—ধর পাকড়ে আদায় হবে।

হরলাল—তা হবে না মাতুল। গয়না আদায় হবে না। আমি একটা মৎলব ভেঁজে রেখেচি, যুক্তি কর্ব্ব বলে সেই জন্যে তোমায় ডেকেচি।

শ্রীকান্ত—কি মৎলবটা শুনি?

হরলাল—Caseটা আরও ভারী করে সাজিয়েছি মাতুল। পুলিশে এই বলে ডায়ারী করেচি যে আমার ছোট ছেলে তার শ্বশুরের কুপরামর্শে আমার সিন্দুক থেকে টাকা গয়না সমস্ত চুরি করে শ্বশুরের হাতে সমস্ত সঁপে দিয়েচে। তা হলে হবে কি জানলে? পুলিশ গিয়ে মিন্সের বাড়ী খানা তল্লাসী কর্ব্বে, কেলেঙ্কারী বাধাবে, মিন্সে সত্যি কিছু আর চুপ করে থাক্‌তে পার্ব্বে না। মান ইজ্জতের ভয়ে কাজে কাজেই তখন আপোযে মিট্‌মাট্‌ কত্তে চাইবে। সঙ্গে সঙ্গে আমার ও ক্ষতি পূরণ কত্তে হবে না হলে ছাড়ব'না। কেমন Caseটা সাজান মন্দ হয়েচে?

শ্রীকান্ত—কি জানলে, সাজান অসাজান সব সাক্ষীর মুখে।

হরলাল—সে সব আমি ঠিক না করেচি কি? হরলাল চাটুয্যের টাকার জোরে সাক্ষীর অভাব হবে না মাতুল? বিশেষ তোমার মত লোক আমার হাতে থাক্‌লে সৃষ্টির সোজা দিকটা উল্টো করে দিতে পারি।

শ্রীকান্ত—আমায় আর কেন জড়াও? বুড়ো মামার হাতে শেষটা দড়ী দেবে।

হরলাল—মাতুল তোমায় ছেড়ে দিলে আমি পথে বস'ব মারা যাব।

শ্রীকান্ত—ধোপে টিক্‌লে হয়?

হরলাল—এই কাজটা করে এতটা সম্পত্তি করেচি, খুনী আসামীকে বাঁচিয়ে দিতে পারি কি বল'চ মাতুল?

শ্রীকান্ত—তা বটে, তবে সকল ক্ষেত্রে কি সমান ঘটে।

(অধরের প্রবেশ।)

অধর—বাবু, মা ঠাকরুণ বলেদিলেন—তেনার খুড়ীমা টাকা দিতে এসেচেন, কি হিসেব কর্ব্বেন আপনাকে ভেতরে ডাক্‌চেন।

[অধরের প্রস্থান।

হরলাল—তুমি ব’স মাতুল, আমি আসচি।

শ্রীকান্ত—না, আর বস’ব না। সন্ধ্যে ও হয়ে এল, আমি এখন আসি।

হরলাল—তবে ঐ কথাই রই’ল। আর আর যা কত্তে হবে সে আমি পরে বল্’ব এখন।

[হরলালের প্রস্থান।

শ্রীকান্ত—ভগবানকে ডাক্‌লে হবে কি ? ভগবানের কি কান আছে না চোক আছে তা না হলে হরলাল চাটুয্যের মত লোকের তেতলা চৌতলা বাড়ী হয় আর যে দিন রাত্তির হা ভগবান হা ভগবান কচ্চে তার এক মুটো তাও জোটে না। ভগবানের সব লীলা খেলা গরীবের ওপর গুঁতো ঠেলা।

[শ্রীকান্তের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(দরদালানস্থ শ্যামার কক্ষ।)

শ্যামা—দিনরাত গতর দিয়ে সংসারে খাটচি একদণ্ড বিশ্রাম নাই তবু একবার ডেকে কেউ দুটো মিষ্টি কথা বলে না। জানি না কি দোষ করেচি জিজ্ঞাসা কল্লে কেউ কথা কয় না। শাশুড়ীর কাছে যাই পোড়াকপালী বলে তাড়িয়ে দেন। শ্বশুরের কাছে যাই মুখ ফিরিয়ে চলে যান। প্রাণের জ্বালা জুড়বার জন্যে স্বামীর কাছে গিয়ে দাঁড়াই, তিনিও আমায় লাথি ঝাঁটা মেরে ঘর থেকে দূর করে দেন। আমি বড় হতভাগী।

(অধরের প্রবেশ।)

অধর—বৌদিদি, তোমার বাবা আসচে গো দেখা কত্তে।

[অধরের প্রস্থান।

শ্যামা—না, চোকের জল মুছে ফেলি বাবা হয়'ত বুঝতে পার্ব্বে।

(স্বয়ম্ভুর প্রবেশ)।

স্বয়ম্ভু—ভাল আছ মা?

শ্যামা—(স্বয়ম্ভুকে প্রণামান্তর) হ্যাঁ, আপনি ভাল আছেন বাবা। মা, বাড়ীর সকলে ভাল আছে ত? চিন্তা দাদা ভাল আছে?

স্বয়ম্ভু—হ্যাঁ উপস্থিত মঙ্গল বটে, তবে তোমার গর্ভধারিণী তোমাকে দেখবার জন্যে বড়ই উতলা হয়ে কান্নাকাটি কচ্চে। অনেক দিন হল এসেচ, তোমার শ্বশুরকে বলে দিন কতকের জন্য নিয়ে যাব মনে কচ্চি। (সহসা শ্যামার হাতের দিকে চাহিয়া) দেখি দেখি হা'ত দেখি? এই যে কাচের চুড়ী সার হয়েচে? বেশ, বেশ, গয়না সব কেড়ে নিয়েচে ত? তোমার শ্বশুর কোথায়?

শ্যামা—বেরিয়ে গেছেন বোধ হয়। শ্বশুর বলেচেন—"বাপের বাড়ী আমায় আর পাঠাবেন না।" আপনি ফিরে যান, মিছেমিছি কেন অপমান হবেন।

স্বয়ম্ভু—কেন মেয়ে' ত বিক্রী করে খাইনি? সর্ব্বস্ব খুইয়ে একটা বয়াটের হাতে সঁপে দিয়েছি।

শ্যামা—বাবা ও কথা বল্‌বেন না, কার দোষ নয় আমার অদৃষ্ট মন্দ। তখন কষ্ট হোক জ্বালা যন্ত্রণা হোক্ সমস্ত সহ্য ক'রে একান্ত মনে পতি পরম গুরু স্মরণ করে তাঁর ধ্যানস্থ হয়ে জেগে থাকবার জন্যেই' ত সতীর সতীত্ব, নারীর গৌরব।

স্বয়ম্ভু—তোমার উচিত কথাই তুমি বল্‌বে মা তা জানি, কিন্তু আমরা বেঁচে থাকৃতে নিত্য চোখের সামনে তোমার লাঞ্ছনা দেখতে পার্ব্ব না। যতদিন আমরা বেঁচে থাকি তুমি আমাদের কাছে গিয়ে থাক্‌বে চল। আমরা ম'রে গেলে তোমার যেখানে ইচ্ছে থেকো দেখতে আসব' না।

শ্যামা—আপনিই ত বলেচেন বাবা "স্বামীর ঘরই ঘর, সে'ই তীর্থ, সে'ই স্বর্গ"। বাবা, মাকে বুঝিয়ে বলবেন যখন তিনি আমার জন্যে বড় অস্থির হবেন তখন সতী দময়ন্তীর কথা মনে কত্তে বল্‌বেন, জনম দুখিনী সীতার কথা ভাব্‌তে বল্‌বেন, আর একবার মা সাবিত্রীর কথা মনে করে আশীর্ব্বাদ কত্তে বলবেন,—যেন স্বামীর পায়ে মতি গতি অচলা থাকে। তা হলেই আমার ইহজীবনের সকল সাধ পূর্ণ হবে।

স্বয়ম্ভূ—তা হলে তোমার যাবার ইচ্ছে নাই বুঝতে পাচ্চি। বেশ, আমি তোমার গর্ভধারিণীকে সমস্ত কথা খুলে বল'ব। এখন তবে আসি।

(শ্যামা প্রণাম করিল।)

এস মা কল্যাণ হোক।

(হরলালের প্রবেশ ও অন্তরালে শ্যামার গমন।)

হরলাল—(স্বয়ম্ভূর প্রতি) মেয়ের সঙ্গে দেখা করে বেমালুম' ত গা ঢাকা দিয়ে চলে যাচ্চেন। পকেটটা একবার দেখি ?

স্বয়ম্ভূ—কেন আমি কি চোর ?

হরলাল—নিশ্চয়ই। আমার সমস্ত গয়না হাত করে এখন বুঝি সাধু সাজচেন ?

স্বয়ম্ভূ—(সবিস্ময়ে) গয়না—কে নিয়েচে ? আমি ! হরলাল বাবু যথেষ্ট হয়েচে, আর আপনাকে বেয়াই বলতে ইচ্ছে নাই। গয়না যদি আমার ঘর থেকে বার কত্তে না পারেন—জানবেন আমি সহজে ছাড়ব' না।

হরলাল—বেরিয়ে যান আমার বাড়ী থেকে।

স্বয়ম্ভূ—তোমার বাড়ীতে থুথু ফেলতে ও আসি না।

হরলাল—বেরোও এখনি ? কে আছিস রে ? গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দে।

স্বয়ম্ভু—মা, মা, তোমার কপালে যা হবার হোক, ভেবে কি কর্ব্ব। ভগবান দেখো।

[স্বয়ম্ভুর প্রস্থান।

হরলাল—বৌমা আছ, এ দিকে এস ত একবার।

(শ্যামার প্রবেশ।)

হরলাল—তোমার বাবা আমার বাড়ীতে এসে আমায় অপমান করে গেল। দাঁড়াও এর শোধ তুল্‌চি। এস' ত বাছা এই ঘরে এখন চাবী দেওয়া থাক। বাপের কাছ থেকে গহনা আদায় কত্তে পার ভাল না হ'লে গোয়ালঘরে পূরে রাখ'ব মনে থাকে যেন। এবার উত্তম মধ্যম ওষুধ দিচ্চি।

শ্যামা—বাবা! আমাকে চাবী দিয়ে রাখুন, না খেতে দিয়ে শুকিয়ে রাখুন, তাতে দুঃখ নাই। আমার বাবাকে কিছু বল্‌বেন না আপনার পায়ে পড়ি। আমার বাবার দোষ নেই, আমি তাদের পোড়া কপালী মেয়ে আমার জন্মেই তাঁদের অশেষ দুর্গতি হচ্চে। বাবা গো! কেন আমি তোমাদের কাছে এসে জন্মেছিলুম।

হরলাল—তোমারও দেখচি দুর্ম্মতি হয়েচে।

[শ্যামাকে ঘরে চাবী দিয়া হরলালের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(বেলার কক্ষ।)

বেলা—(স্বগত) তিল তিল করে ভালবাসা এঁকে রেখেচে—শ্রীগোপালের মূর্ত্তি হৃদয়ের শিরায় শিরায়। এ হৃদয়ে আর কার অধিকার আছে? রাধারমণের? সে ত একটা বিশ্বাসী কর্ম্মচারী ভিন্ন আর কিছু নয়? নারীর ছলনাময়ী ভালবাসার প্রলোভনে মুগ্ধ করে রেখেচি তাকে স্বর্গের ইন্দ্রধনুর ছটায়। আর লালগোপাল সে'ত বেলার নয়ন কটাক্ষের খেলার পুতুল মাত্র। রাধারমণ! রাধারমণ! লালগোপাল! লালগোপাল! তন্দ্রা জড়িত নয়নের স্বপ্নময়ী ঘুম ঘোরে অযুত নক্ষত্র খচিত গগণের চাঁদকে নিংড়ে তার সুধার জন্যে বুক পেতে রেখেচ? মূর্খ! জান না? নারীর ব্যভিচারিণী মূর্ত্তির কলঙ্কিতা রূপচ্ছবির অলীক সৌন্দর্য্যে অন্ধ লম্পটের চরণতলে বেলার হৃদয় সঞ্চিত রত্নরাজী লুটিয়ে দেবার জন্যে সৃষ্টি হয় নি? শ্রীগোপাল! শ্রীগোপাল! তুমিই বেলার হৃদয় রাজ্যের একমাত্র আরাধ্য দেবতা। জানি না, কোন জগতের অন্তরালে—ঊষার ফুল্ল কুসুম রঞ্জিত ভুবন সুন্দর মূর্ত্তিতে বেলার হৃদয় স্পর্শ করেচ।

(ইতস্ততঃ পাদচারণ করিতে লাগিল।)

(রাধারমণের প্রবেশ।)

রাধারমণ—বেলা! বেলা! লালগোপালকে পুলিশে ধরতে আসচে। খবরদার তাকে জায়গা দিস্‌নি, মহাবিপদে পড়বি। আমি চল্লুম।

বেলা—সে আর তোকে শিখিয়ে দিতে হবে না। শোন্ না বলি?

রাধারমণ— এখন সময় নেই চল্লুম।

[রাধারমণের প্রস্থান।

(মালকোঁচা বাঁধিয়া ছুটিতে ছুটিতে লালগোপালের প্রবেশ।)

লালগোপাল—বেলা! বেলা! শীগ্‌গির আমায় ছাদের চাবি দে? আমি পাঁচীল টপ্‌কে ফুলীদের বাড়ী গিয়ে লুকোই। বাবা ব্যাটা মহা হুলস্থূল বাধিয়েচে। আমায় চোর বলে ফৌজদারীতে ফেলেচে।

বেলা—তুই ত বেশ মজার মানুষ দেখচি? চোরকে জায়গা দিয়ে শেষে আমি ও ফ্যাসাদে পড়ি আর কি? লালগোপাল তুই বাড়ী থেকে বেরিয়ে যা।

লালগোপাল—তোর পায়ে পড়ি, এ যাত্রা আমায় কোন গতিকে রক্ষে কর।

বেলা—বেশী গোলমাল করিস নি স'রে পড়। রামচরণকে ডাক'ব, গলা টিপে বার করে দেবে।

(লালগোপাল সজোরে বেলার হাত ধরিল।)

লালগোপাল—মুখ সামলে কথা ক'স? শয়তানী! তোর জন্যে বাপের যথা সর্ব্বস্ব উড়িয়ে দিয়ে পথের ভিখিরী হয়েচি। স্নেহময়ী জননীর স্নেহে পদাঘাত করেচি। লক্ষ্মীর মত স্ত্রীকে অযথা নির্য্যাতন কল্লে দিনরাত কাঁদিয়েচি। সর্ব্বনাশী! যে দিন তোকে এ সংসারে দেখবার কেউ ছিল না, কে আশ্রয় দিয়ে বাঁচিয়েছিল? বিশ্বাস-ঘাতিনী! সব ভুলে গেলি?

বেলা—হাত ছেড়ে দে বলচি?

লালগোপাল—তোকে খুন কর্ব্ব।

বেলা—রামচরণ! রামচরণ! শীগ্‌গির আয়। মেরে ফেল্লে, মেরে ফেল্লে।

(বেগে রামচরণের প্রবেশ, ও লালগোপালের দু হাত ধরিয়া ধাক্কা দিয়া ঘরের দরজার কাছে লইয়া গেল।)

রামচরণ—কোন শালারে! এ যে বড় বাবু দেখ্‌চি? কি কর্ব্ব, বিবির অন্ন খাই।

লালগোপাল—রামচরণ, ছেড়ে দে বল্‌চি? এই জুতো শুদ্ধু লাথি ওর মুখে এক ঘা দিয়ে আসি।

(সাব ইন্‌স্পেক্টর ও পাহারওলার প্রবেশ।)

সাব ইন্—এই যে লালগোপাল বাবু! সামনেই হাজির।

(সাব ইন্‌স্পেক্টর পাহারওলাকে ইঙ্গিত করিল, পাহারওলা লালগোপালের হাতে হাতকড়ি ও কোমরে দড়ি দিয়া বাঁধিল।)

লালগোপাল—ছেড়ে দাও আমায়, ছেড়ে দাও বল্‌চি।

বেলা—ইন্‌স্পেক্টর বাবু, ও লোকটা আমায় খুন কত্তে এসেছিল।

সাব ইন্—নালিশ করগে, আদালত খোলা। লালগোপাল বাবু, এইবারে ফুর্ত্তির চতুরং হবে চলুন।

[লালগোপালকে লইয়া পুলিশের প্রস্থান।

(রাধারমণের প্রবেশ।)

রাধারমণ—লালগোপালকে সত্যি সত্যিই ধরিয়ে দিলি? পুলিশ কোমরে দড়ী বেঁধে রাস্তা দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে দেখে আমার ত চোক দিয়ে জল পড়্‌ল, আর তুই এত দিন ধ'রে ও'র নেমক খেলি, তোর প্রাণ একটু ও কাঁদল' না। কাঁদবে কেন? নেমক হারামের জাত।

বেলা—দেখ, রাতদিন নেমক হারাম, নেমক হারাম করিস নি। ভাল লাগে না এক শো বার। ঐ এক বুলি হয়েছে? আমার গয়নার কি কল্লি বল? আর সে দলিলটা ফিরিয়ে দিলি না? আজ যা একটা হেস্তনেস্ত তোকে কত্তেই হবে। আজ দোব কাল

দোব বলে কদ্দিন হয়ে গেল বল দেখি ? গয়না আজ হাজির কত্তেই হবে আমি আর শুনব' না।

রাধারমণ—না শুনিস বয়ে গেল। কে তোর গয়না নিয়েচে ? সাক্ষী সুবোদ আছে ? লেখাপড়া আছে ? যা কত্তে পারিস করগে যা।

বেলা—ইয়ারকি করিসনি আমার ভাল লাগে না।

রাধারমণ—বেশ্যার সঙ্গে ইয়ারকি কত্তে রাধারমণের জন্ম হয়নি জানিস ?

বেলা—ইস্ ! তোর আজ যে ভারী লম্বা লম্বা কথা দেখচি ?

রাধারমণ—কেন, তোর খেয়ে নাকি ?

বেলা—তুই কি মনে করেছিস গয়না না দিয়ে পার পাবি ? এইখানে মাথা রেখে যেতে হবে।

রাধারমণ—খবরদার বল্‌চি ? চিনিসনি আমায় ? এই দেখ। (ইনস্পেক্টর বেশে দণ্ডায়মান) এখনই তোকে গ্রেপ্তার করে থানায় চালান দোব। মদের সঙ্গে বিষ দিয়ে অজ্ঞান করে লালগোপালের পকেট থেকে নোটের তাড়া চুরি করেচিস ? আমি সাক্ষী। ফাঁকী দিয়ে লালগোপালের কাছ থেকে গয়না নিয়েচিস ? আমি সাক্ষী। লালগোপালের বাড়ী জচ্চুরী করে লিখিয়ে নিয়েচিস্ ? আমি সাক্ষী আছি। সতী লক্ষ্মীর আশ্রয় কেড়ে নিয়ে মনে করেচিস্ লালগোপালের বাড়ী বসে সা, ঋ, গা, মা সাধবি ? সে পথ সাফ করে রেখেচি। আজ থেকে তোকে দোরে দোরে ভিক্ষে করে বেড়াতে হবে। কি বল'ব, মেয়ে মানুষ বলে এ যাত্রায় জেলে দিলুম না ক্ষমা কল্লুম। ওস্তাদের কাছে ওস্তাদী কত্তে এসেছিলি ? দূর হ বেশ্যা কোথাকার ! মুখ দেখলে অন্ন জোটে না, আয়ু ক্ষয় হয়।

[রাধারমণের প্রস্থান।

বেলা—আঁতে আঁতে ঘা মেরে চলে গেল। ভুল করেছিলুম,—বিশ্বাস করে পথে বসলুম—রাস্তার ভিখিরী মাগীর ও অধম হলুম আজ। না, না, সব গেছে যাক্ এখন ও আশা আছে। শ্রীগোপালের আশায় এখন ও প্রাণকে মাতিয়ে রেখেচি। দেখ'ব, আর একবার শেষ দেখ'ব। পায়ে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে আর একবার দেখ'ব তোমায়। শ্রীগোপাল! শ্রীগোপাল!

[রেগে বেলার প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

সাহেববাবুর বৈঠকখানা।

(সাহেবাবু চিন্তামগ্ন)

সাহেব বাবু—(স্বগত) থানায় থানায় খবর দিলুম—পাড়ায় পাড়ায় খোঁজ কল্লুম, কোথাও তার সন্ধান পেলুম না। তবে কি স্বামীজী তাকে কোথাও ভুলিয়ে নিয়ে গেছে? না না তা অসম্ভব, স্বামীজী যে দেবতার মতন। তবে সে কি আপনিই চলে গেছে না কেউ তাকে আটক করে রেখেছে? মিথ্যে কথা আটক কর্ব্বে কে? তবে কি অভিমান করে কোথাও লুকিয়ে আছে? না না আমি ত তাকে কখনও একটা উঁচু কথা বলিনি। তবে গেল কোথায়? ওহো! বুঝেছি বুঝেছি। মৎলব আছে। দাগাবাজী বেইমানী করে চলে গেছে। নিশ্চয় নিশ্চয়ই তাই। হায়! কালসাপিনীকে আদর করে বুকে তুলেছিলুম ছোবল দিয়ে চলে গেছে। বেশ

করেচে ঠিক করেচে। আমার যেমন কাজ তেমি ফল। তার কথায় মার পেটের ভাইকে পর করেচি, কত অকথা কুকথা বলেচি। বড় ভাজের সঙ্গে ঝগড়া করেচি। শেষে আলাদা হয়ে তার উপযুক্ত পুরস্কার পেয়েচি। দাদা! দাদা! দেখে যাও, তোমার শাপ ফলেচে। ওহো! কি যন্ত্রণা। ভালবাসার কি এই পরিণাম? পৃথিবীতে ভালবাসা কোথা? এখানে ভাই ভায়ের রক্ত খাবার জন্যে ছুরি উঁচিয়ে আছে। মা ছেলের মুণ্ডু চিবিয়ে খাবে বলে বিষ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। স্ত্রী স্বামীর গলায় চোপ দিয়ে পরপুরুষে আসক্ত হচ্চে, ব্যভিচার কচ্চে। সংসারে কেবল হিংসা কেবল—শঠতা কেবল দাগাবাজী। আর এ সংসারের মায়ায় পড়ব'না। আর ভুলব না। যাব একবার দাদার কাছে যাব, পায়ে ধরে ক্ষমা চাইব। তারপর—তারপর যেখানে দুচক্ষু যায় চলে যাব।

(নলিনীর প্রবেশ)

নলিনী—(বাড়ীর দিকে তাকাইয়া) এই বোধ হয় বৌদিদির কাকার বাড়ী, ঐ যে কে একজন সাহেবের মত ঘরে বসে রয়েচে নয়? শুনেচি বউ দিদির কাকা নাকি সাহেব সেজে থাকে। সম্ভব ঐ লোকটাই হবে। যাই যে মৎলব করে এসেচি সেই সাহসে ভর করে এগিয়ে যাই।

(নলিনী সাহেব বাবুর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।)

সাহেব বাবু—কে তুমি?

নলিনী—জিজ্ঞেসা কর'না, পরিচয় পাবে না। তুমিই কি স্বয়ম্ভূ মুখুয্যের ভাই? তোমার শরীরে কি রক্ত মাংস নেই? তুমি কি মানুষ হয়ে জন্মাও নি? তোমার কি হিতাহিত জ্ঞান নেই? মাটীর মানুষ

তোমার ভাই ভাজ, না খেয়ে না প'রে তোমায় মানুষ করেচে। তোমার অদিনে দুঃসময়ে নিজের প্রাণ দিয়ে তোমায় বাঁচিয়ে রেখেচে আর তুমি সেই দেবতার মত ভাইকে ছেড়ে স্ত্রীর কথায় ভেন্ন হয়ে আজ ভায়ের কথা ভুলে গেছ ? ভেবেচ কি পৃথিবীতে এম্নি দিনই যাবে ? ধর্ম্মে কি এত সইবে ? এর ফল কি তোমায় ভুগতে হবে না মনে করেচ ?

সাহেব বাবু—না, না, শাপ দিয়ো না, আর শাপ দিয়ো না। বল কি হয়েচে বল ?

নলিনী—তোমার ভাইঝির বিয়ে দিয়ে তোমার ভাই পথের ভিখিরী হয়েচে। থাকবার আশ্রয় ভিটেটুকু গেছে, দেনার জ্বালায় অস্থির হয়ে বেড়াচ্চে। এক পয়সা দিয়ে তুমি সাহায্য কর'নি, খোঁজ নাওনি, চেয়েও একবার দেখনি ? তোমার ভাইঝির শ্বশুর তোমার ভায়ের হাড়মাস ক্ষ্যাপা কুকুরের মত ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্চে কঙ্কাল সার করেচে আর তুমি ভাই হয়ে এখনও দাঁড়িয়ে আছ ?

সাহেব বাবু—আর তিরস্কার কর'না। আমার আক্কেল হয়েচে। বল কি কত্তে হবে বল ?

নলিনী—আমার সর্ব্ব শরীর আগুনের মত তেতে উঠ্‌চে সে কথা বলতে—মিছে মিছি চুরির অপবাদ দিয়ে তোমার ভাইকে জেলে দেবার জন্যে ষড়যন্ত্র করেচে তোমার ভাইঝির শ্বশুর। কুটুম্ব আজ শত্রুর মত বল ধ'রে তোমার ভাইকে লাঞ্ছনা যন্ত্রণায় পিষে মেরে ফেল্‌চে তাই শুনে এখনও তোমার চোখে এক ফোঁটা জল নাই ? আবার বল'চি তুমি কি মানুষ হয়ে জন্মাও নি ? পার যদি এসো—আমার সঙ্গে এসো তোমায় সাহায্য কর্ব্ব। শত্রুর গলায় পা দিয়ে তার জিব টেনে বার কত্তে পার যদি আজ—জান'ব তোমরা এক মায়ের পেটের ভাই এক মায়ের ছেলে।

দেরী কর্ব্ব না আর পুলিশ বোধ হয় এতক্ষণ এসে বাড়ী ঘেরাও করেচে আমি চল্লুম।

সাহেববাবু—কি বল্লে পুলিশ—পুলিশ বাড়ীতে এসেচে? চল, চল শীগ্‌গীর চল। প্রাণ দিয়ে রক্ষে কর্ব্ব দাদাকে। দাদা! দাদা!

[অগ্রে নলিনীর গমন পশ্চাৎ পশ্চাৎ সাহেববাবুর প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

(ঠাকুর বাড়ীর সম্মুখস্থ পথ।)

শ্রীকান্ত—(স্বগত) সরিয়ে দিয়েচি ঠাকুরকে। দেখি আজ মুখপোড়া কি করে। নিরাকার ব্রহ্মের আবার রূপ কি? অর্ব্বাচীন, অর্ব্বাচীন। না, ঠাকুর ঘর এমন করে খুলে রাখা হবে না। মাগী দূষতে পারে আমায়, তার চেয়ে পূজো কর্ব্বার সময় খুলে দেখালেই হবে। মুখ পোড়ার ঘাড়েই দোষ চাপান যাবে। মাগীও নিশ্চয় তাই বিশ্বাস কর্ব্বে। বালক হয়ে শাস্ত্রের কূট তর্কে আমায় পরাস্ত কত্তে আসে? আসুক না আজ? মাথাটা কড়মড়িয়ে চিবিয়ে খাব। আড়ালে গিয়ে লুকোই, দেখি এসে কি করে।

[অন্তরালে শ্রীকান্তের গমন।

(মেয়েদের মত কাপড় পরিয়া মালা হাতে চিন্তার প্রবেশ।)

চিন্তা—কি জানি, ঠাকুর যেন কেমন করে দেয় বাপু? থেকে থেকে স'খ হ'ল কিনা মালা পর্ব্বার। হুকুম হলে ত আর রক্ষে নাই? ছোট,

ছোট, এ বাগান সে বাগান, খুঁজে খুঁজে, ফুল তুলে কত আশা করে আস্‌চি মালা গাছটি গলায় পরিয়ে দিয়ে একবার চোকে দেখ'ব। রঙ্গ দেখ দেখি ঠাকুরের? মানুষকে নাকাল করার মতলব। অমনি তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করা হয়েচে। ঠাকুর! ঠাকুর! ও ফন্দী তোমার খাটবে না। তোমায় নজর বন্দী করেচি। নাও, দরজা খোল বল'চি। ও মা! চাবী দোয়া যে? এ সেই বুড়োদা'র কাজ। আচ্ছা আমিও চাবী ভাংব।

(শ্রীকান্তের প্রবেশ।)

শ্রীকান্ত—তবে রে পাজী চাবী ভাংবে? আজ তোকে চাবী দোব। আম'লো আবার মেয়েদের মত কাপড় প'রে হাতে মালা নোওয়া হয়েচে? ঢং দেখলে আপাদ মস্তক জ্বলে যায়। ধর্ম্ম কি রং তামাসা খেলারে হতভাগা?

চিন্তা—বুড়োদা, ছেলে বেলায় পুঁতির মালা ঠাকুরের গলায় পরাতুম। চড়ুইভাতী রেঁধে ঠাকুরকে খাওয়াতুম। রাত্তিরে ঠাকুরকে কাছে নিয়ে শুতুম। তখন বুঝতুম্ না এখন বয়েস হয়েছে কি না? বুড়োদা বড় রসের খেলা, বড় রসের খেলা।

শ্রীকান্ত—এ ঢেঁকি কচকচির ঠেলায় যে অস্থির হলুম? বলে কি গো? আমি হলুম মহামহোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ। ন্যায়, দর্শন, বেদবেদান্ত অধ্যয়ন কল্লুম কোথাও রসের ধর্ম্ম দেখতে পেলুম না। যেখানেই ধর্ম্মের কথা, সেই খানেই সংযম, যম, নিয়ম প্রাণায়াম ইত্যাদি সাধনের অষ্টাঙ্গ প্রয়োজন, বুঝ্‌লি রে মুখপোড়া?

চিন্তা—আমার ঠাকুর ও সব চায় না। আমার ঠাকুর চায় ভালবাসা, আমার ঠাকুর চায় রস।

শ্রীকান্ত—ফের বল্‌চিস রস? বল স্বাধ্যায়, প্রত্যাহার, তিতিক্ষা যোগ।

চিন্তা—ও চোক কপালে তুলে নিশ্বেস বন্ধ করে বনে গিয়ে আমার ঠাকুরকে ডাক্‌তে হয় না। আমার ঠাকুর মনে বনে কোণে সর্ব্বস্থানে বিনিমূলে আপনা হ'তে বিকিয়েচে। বুড়ো'দা বড় গায়ে পড়া ঠাকুর।

শ্রীকান্ত—ঠাকুর কোথায়ে মড়া? কাট খড়ে জড়ান মাটিতে ছাপা রং করা মানুষের হাতে গড়া নিরাকার, নিরাকার।

চিন্তা—তা হ'লে ঠানদিদি ও নিরাকার কি বল?

শ্রীকান্ত—দুগ্ধপোষ্য শিশু, আমায় বিদ্রূপ? হরগোবিন্দের অকাল কুষ্মাণ্ড তুই আমায় শিক্ষা দিতে আসিস্? হিন্দুধর্ম্মের সার বেদ কি বলচে জানিস্? অহং ব্রহ্মাস্মি আমিই ব্রহ্ম। আমার শক্তিতে আমি দেবত্ব, ইন্দ্রত্ব, ঈশ্বরত্ব, পর্য্যন্ত পেতে পারি।

চিন্তা—বুড়োদা, এক গাছা চুল সোজা কর্ব্বার ক্ষমতা নাই? তা জানা গেছে ঠানদিদির অসুখের সময়। তাই আমার ঠাকুরের চন্নামেত্ত নিয়ে গিয়ে রোজ খাওয়াতে? কেন নিজে ভাল কত্তে পারনি? ঠাকুর আমার, আহা! এইটু আদরেই গ'লে যায়।

শ্রীকান্ত—সে তোর ঠাকুরের শক্তি নয় রে হতভাগা? বিশ্বাস, বিশ্বাসের জোরে ভাল হয়েচে। দেখ'ব তোর ঠাকুর কে? সরিয়ে দিয়েচি ঘর থেকে। এই নে চাবী খুলে দেখ।

চিন্তা—বুড়োদা চাবী দিয়েচ কা'কে? আমার ঠাকুর ঘরে, বাইরে ভুবন জোড়া মনচোরা। যেখানকার ঠাকুর ঠিক সেই খানেই আছে।

শ্রীকান্ত—তোর শ্রাদ্ধ কত্তে এই দেখ—ঠাকুর নেই।

(ঠাকুর ঘরের দরজা খুলিয়া শ্রীকান্ত ঠাকুরের পানে বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল।)

চিন্তা—আহা! প্রাণ ভোলানরূপ, মরি! মরি! ঠাকুর খুব নাকালটা কল্লে যা হোক? সেই অবধি হা পিত্তেশ করে দাঁড়িয়ে আছি

মালা গাছটি নিয়ে। এস, পরিয়ে দিই গলায়। আহা! কি সুন্দর! কি সুন্দর! চোক, চেয়ে দেখ, রূপের লহর ব'য়ে যায়। বুড়োদা, তুমিও চেয়ে দেখ। প্রাণের টানে ঠাকুর আমার বাঁধা। সে টান যখন বুঝবে ছাড়তে চাইবে না ঠাকুরকে, এক দণ্ড চোকের আড়াল কত্তে পার্ব্বে না।

শ্রীকান্ত—নাতি নাতি, যথার্থই তুই আমার স্বর্গের বাতী! আজ আমায় জাগ্রত দেখালি ঠাকুরকে। ঠাকুর কেমন করে তোমায় ভালবাসতে হয় জানিনা—বলে দাও।

চিন্তা—বুড়োদা, ওকি ম'জে গেলে যে দেখচি? একেই বলে প্রাণের টান। ওই শোন, প্রাণের টানে পাড়ার যত সব মেয়েরা গাইতে গাইতে এই দিকে আসচে।

(পল্লী রমণীগণের গাইতে গাইতে প্রবেশ।)

(গান)

১ম রমণী—আমি এনেচি আচার করে তেঁতুল দিয়ে মেখে,

২য় „ আমি এনেছি ক্ষীরের পুলী থরে থরে রেখে।

৩য় „ আমি এনেচি কড়াই মুড়ী,

৪র্থ „ আমি এনেচি শাকের ঝুড়ী।

৫ম „ আমি এনেচি কুমড়ো লাউ, আমাদের বাগান থেকে।

৬ষ্ঠ „ আমি এনেচি তুলসী ফুল,

৭ম „ আমি করেচি মস্ত ভুল, লাজ সরমের মাথা খেয়ে গিয়েছি ঠেকে।

প্রথম রমণী—আমার যেন কেমন এক স্বভাব হয়েচে কে জানে? এই তেঁতুলের আচার না হ'লে কি ভাত কিছুতে মিষ্টি লাগবেনা? ঠাকুরের জন্যেও তাই এনেচি।

দ্বিতীয় রমণী—আমাদের গরু আজ নতুন দুধ দিয়েচে। সেই দুধ টুকু মেরে ক্ষীরের পুলি করে এনেচি। ঠাকুরের রাঙ্গা মুখে দাও দেখি?

তৃতীয় রমণী—আমরা গরীব, কড়াই মুড়ী আমাদের মুখে বড় ভাল লাগে তাই ঠাকুরের জন্যে এনেচি।

চতুর্থ রমণী—আমাদের কর্ত্তা পালম্ শাক বুনেছিল, আমি তাই থেকে চারটি চুরি করে ঠাকুরের জন্যে রেখেচি।

পঞ্চম রমণী—আমার কুম্‌ড়ো লাউ বাগানের।

ষষ্ঠ রমণী—আমি কাল রাত্তিরে স্বপ্ন দেখেছিলুম, যেন ঠাকুরের পায়ে তুলসী আর ফুল দিচ্চি। ভোরে উঠেই দেখি তুলসী মঞ্জরীতে যেন চন্দনের ছিটে আর ফুল গুলি সব ফুটে। তাড়াতাড়ি গঙ্গায় ডুব দিয়ে কাপড় ছেড়ে আসচি ছুটে।

সপ্তম রমণী—আমি একদিন লাজ সরমের মাথা খেয়ে ঠাকুর ঘরে খিল দিয়ে মনের সাধে দেখেছিলুম ঠাকুরকে। কেউ ছিলনা, সেই অবধি ম'রে আছি। ঠাকুরকে কি দোব না দোব ঠিক কত্তে না পেরে বুকে নিয়ে নিয়ে ঘুরচি।

শ্রীকান্ত—নাতি আমায় কি কত্তে হবে শিখিয়ে দে ভাই?

চিন্তা—বুড়ো দা দেখ্‌লে ত কেমন রঙ্গের খেলা? হাসতে খেল্‌তে নাচতে গাইতে প্রাণের টানে যে আমার ঠাকুরকে ভালবাসে। জীবনের দৈনন্দিন ঘটনার মধ্যে যে আমার ঠাকুরের সেবা কত্তে পারে। সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সজাগ রেখে যে জাগা ঘরে ঠাকুরকে চুরি কত্তে পারে সেই বটে দাগাবাজ চোর। না হ'লে ভাবের ঘরে চুরি দুনিয়া কচ্চে বুড়ো দা দুনিয়া কচ্চে। তোমাদের সকলের মনোবাঞ্ছা ঠাকুর পূর্ণ করেচেন। চল ভেতর বাড়ীতে সব, আজ ভাল করে ঠাকুরের ভোগ সাজাই গে। বুড়ো দা, তুমি আমাদের বড়াই সখী আগে আগে চল।

[ঠাকুরকে প্রণামান্তর সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

(স্বয়ম্ভুর বহির্বাটীর এক পার্শ্ব।)

ললিতা—বামুনমা কাশী থেকে যে ক'টী টাকা পাঠিয়েছিলেন তাই থেকে এ ক'দিন চল'লো। আজ কি হবে তা জানিনা। কি দিয়ে ঠাকুরের ভোগ দোব, চিন্তাকে কি খেতে দোব, কত দিন পরে মেয়েটা আসচে তার মুখেই বা কি দোব।

(চিন্তার প্রবেশ।)

চিন্তা—ঠাকুরের পেসাদ দেবে আর কি দেবে জ্যাঠাই মা। সেই পেসাদ শ্যামা পাবে, আমি পাব, সবাই পাবে।

ললিতা—বাবা ঠাকুরের ভোগের কোন উপায় কর। ঘরেতে কিছুই নাই। বাক্সতে একটা পয়সা পর্য্যন্ত নাই।

চিন্তা—তার জন্যে ভাবনা কি জ্যাঠাই মা? ঘরে গুড় আছে ত? গঙ্গা জল ত আছে? তাই দিয়ে ঠাকুরের ভোগ দেবে। ঠাকুর আমার বিদুরের ক্ষুদ খেয়েছেন। তবে কি জানলেএকটু ভালবেসে প্রাণের সহিত যত্ন করে দিলে যাকে দোয়া হয় ঠিক তারই কাছে গিয়ে পড়ে আর যে খায় সেও মহা আনন্দে মেতে ওঠে। তারপর আনন্দ যখন উথ্‌লে ওঠে বল'ব কি জ্যাঠাই মা তখন বড় সুন্দর! বড় সুন্দর!

ললিতা—বাবা চিন্তা, শ্যামসুন্দরের সেবা ক'রে আমাদের কোন দিন অভাব দুঃখু ছিল না। বোধ হয় সেবার কোন ত্রুটি হয়েছে। তাই ঠাকুর পরীক্ষা করে দেখ্‌চেন।

চিন্তা—জ্যাঠাই মা ঠাকুর আমার মন পরীক্ষা করেন তা তুমি গুড় ছোলাই দাও আর ক্ষীর রাবড়ীই দাও তাতে কিছু এসে যায় না। জ্যাঠাই মা ঘরে কিছুই যদি না থাকে আমরা উপোস কর্ব্ব,

ঠাকুরের কাছে ধন্না দিয়ে পড়’ব ঠাকুর অন্তর্যামী সব বুঝতে পার্ব্বেন।

ললিতা—বাবা বুক ফেটে যাচ্চে, যাঁকে সাত ব্যঞ্জন দিয়ে ভোগ দিয়েছি তাঁকে উপোসী রাখ’ব কেমন করে?

চিন্তা—ভয় নাই জ্যাঠাই মা? পাড়ার মেয়েরা সাধ করে ঠাকুরকে আমার যে যা দিয়েচে তাই দিয়ে আজ ঠাকুরের ভোগ দোব। যাই যোগাড় করে নিইগে তুমি ভোগ আরতির সময় গিয়ে দেখো।

(চিন্তা যাইতে যাইতে বলিল।)

মানুষ ভাবে আমি কচ্চি, যার কাজ তিনিই করে নেন।

[চিন্তার প্রস্থান।

ললিতা—আহা! চিন্তাকে দেখ্‌লে মনে হয় ধ্রুব কি প্রহ্লাদ এসে বামুনমার গর্ভে জন্মেচে। কেমন মায়ের ছেলে। বামুনমা সাক্ষাৎ দেবী। তাইত বেলা হ’ল কত ইনি এখনও আসচেন না কেন? বোধ হয় শ্যামাকে পাঠাবে তাই দেরী হচ্চে।

(স্বয়ম্ভুর প্রবেশ।)

ললিতা—শ্যামা কোথায়?

স্বয়ম্ভূ—যমের বাড়ী।

ললিতা—ষাট, ষাট, অমন অলক্ষুণে কথা বল’না বলচি? পাঁচটা নয় সাতটা নয় বংশে একটা মাত্র মেয়ে, গাল দিতে মুখে একটু বাধল’ না। আজকাল তোমার এত তিরিখ্যি মেজাজ কেন?

স্বয়ম্ভূ—কেন জান না? খুব জান। বড্ড সাধ হয়েছিল বড়লোক বেয়াই বেয়ান নিয়ে আমোদ আহ্লাদ কত্তে। এবার খুব আমোদ আহ্লাদ করো। জেলটা বাকী আছে, সেইটে হলেই চূড়ান্ত হয়। আমি জেলে গিয়ে কয়েদীদের সঙ্গে সাধ আহ্লাদ মেটাব আর

তুমি ঘরে বসে পাড়া পড়সীর কাছে মেয়ের সুখ ছড়িয়ে সাধ আহ্লাদ কর্ব্বে। বড় চমৎকার হবে।

ললিতা—হ্যাঁ গা কি হয়েচে, খুলে বল'না ছাই? আমার যে পেটের ভেতর হাত পা সেঁধিয়ে যাচ্চে।

স্বয়ম্ভূ—মেয়ের সঙ্গে দেখা করে বেরিয়ে আসচি, এমন সময় তোমার বেয়ায়ের সঙ্গে দেখা। খুব শুভক্ষণে দেখা হয়েছিল বটে, শেষটা চোর অপবাদ। তোমার বেয়াই স্পষ্টাক্ষরে আমার মুখের সামনে বল্লে—"যে শ্যামার গয়না আমরা নাকি সব চুরি করেচি"।

ললিতা—এত অধর্ম্ম! সইবেনা, সইবেনা। হ্যাঁ গা শ্যামার গায়ে তবে কি গয়না নেই?

স্বয়ম্ভূ—সেজন্যে ভাবতে হবে না, ঠিক বন্দোবস্ত কাঁচের চুড়ী সার হয়েচে।

ললিতা—ভগবান! তুমি বিচার করো।

স্বয়ম্ভূ—ভগবান ঠিক বিচার কচ্চেন, গিন্নী, কর্ম্মফল কেউ লঙ্ঘন কত্তে পার্ব্বেনা।

ললিতা—হ্যাঁ গা, শ্যামার আমার শরীর গতিক কেমন আছে?

স্বয়ম্ভূ—শ্যামা কেমন আছে জিজ্ঞেসা কচ্চ? খুব ভাল। জ্বলে পুড়ে, জ্বলে পুড়ে, পোড়া কাঠ—ছাই হতে বাকী কেবল।

ললিতা—শ্যামারে বাছারে! (ক্রন্দন)

স্বয়ম্ভূ—প্যান প্যানানি পরে করো। এখন ছাই পাঁশ কি রেঁধেচ তুটো দেবে চল? পেট বুঝবে না, পেট বুঝবে না।

ললিতা—চাল বাড়ন্ত, আজ উনুন জ্বলেনি।

স্বয়ম্ভূ—আমার মুখটা জ্বেলে উনুনে আগুন ধরিয়ে দাও। সব জ্বালা, সব আপদের শান্তি হোক্। (ললিতার মুখের দিকে চাহিল) একি! তোমার চোক দিয়ে যে টস্‌টস্ করে জল পড়্‌চে। মরিনি এখনও ভাবনা কি তোমার।

ললিতা—মনকে প্রবোধ দিয়ে অনেক সান্ত্বনা করে রেখেছিলুম আজ আর পাল্লুম না। আমার মরণ হলনা কেন তাই কাঁদচি।

স্বয়ম্ভূ—মরণের জন্যে কাঁদচ, বিষ খেলেও কিন্তু মর্ব্বে না ঠিক জেনো।

ললিতা—(নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) দেখ, দেখ, ওরা সব কা'রা বাড়ীর ভেতর আসচে পাহারওয়ালা সঙ্গে করে।

স্বয়ম্ভূ—আমি দেখচি তুমি ভেতরে যাও। (স্বগত) স্বয়ম্ভূ মুখুয্যে ছাই খাও, ছাই খাও।

(জমাদার ও ইন্‌স্পেক্টরের সহিত হরলালের প্রবেশ।)

হরলাল—(স্বয়ম্ভূকে দেখাইল।) এঁরই কাছে গয়না আছে, আপনি search করুন ইন্‌স্পেক্টর বাবু।

স্বয়ম্ভূ—ভদ্রলোকের বাড়ীর ভেতর এসে আপনারা পুলিসের লোক হয়ে এ রকম জুলুম কচ্চেন। ইন্‌স্পেক্টর বাবু বাইরে চলুন।

ইন্‌স্পেক্টর—By no means. A charge of congisable offence has been entered against you and the police has every right to search your house. হরলাল বাবু বল্‌চেন আপনার বাড়ীতে চোরাই মাল আছে আমি search কর্ব্ব। আপনি মেয়েদের সরে যেতে বলুন।

স্বয়ম্ভূ—ইন্‌স্পেক্টর বাবু আপনি কি বল্‌চেন আমি কিছু বুঝতে পাচ্চিনা।

ইন্‌স্পেক্টর—বুঝতে পার্ব্বেন বৈ কি ? দেখুন আমরা আইন অনুযায়ী কাজ কত্তে বাধ্য। (হরলালের প্রতি) কেমন হরলাল বাবু আপনার মাল পাওয়া যাবে ত ? দেখবেন যেন শেষে ফ্যাসাদে না পড়েন।

হরলাল—দেরী কর্ব্বেন না ইন্‌স্পেক্টর বাবু, মাল পাচার হয়ে যেতে পারে।

ইন্‌স্পেক্টর—জমাদার, ঘরকা মাল সব বাহারমে লে আও। (স্বয়ম্ভূর

গৃহের আসবাব পত্র বাহিরে আনিল।) (স্বয়ম্ভুর প্রতি) খুলুন মশাই, চাবী খুলে বাক্স পেট্‌রা দেখান।

স্বয়ম্ভূ—অ্যাঁ—অ্যাঁ—তবে সত্যি সত্যিই কি আমি চোর। ভগবান! ভগবান! বেয়াই মশাই! না—না—হরলাল বাবু দগ্ধে দগ্ধে আমায় মার’চ কেন, তার চেয়ে গলাটিপে একেবারে মেরে ফেল মেরে ফেল। উঃ!

ইন্‌স্পেক্টর—(স্বয়ম্ভূর প্রতি) মশাই চাবী খুলুন বল’চি না হলে ভেঙ্গে দেখ’ব। (স্বয়ম্ভূ চাবী খুলিয়া প্রত্যেক বাক্স পেট্‌রা দেখাইল) (হরলালের প্রতি) হরলাল বাবু, এই ত মশাই search করে দেখা গেল। বামাল কই মশাই ?

হরলাল—ইন্‌স্পেক্টর বাবু মাল পাচার হয়ে গেছে। আমার সন্দেহ হচ্চে। আসামীকে হাজতে রাখা হোক্ যতদিন পর্য্যন্ত না তদন্তের শেষ মীমাংসা হয়।

(রুদ্ধশ্বাসে ললিতার প্রবেশ।)

ললিতা—বেয়াই! বেয়াই! ধর্ম্ম মাথার ওপর এখনও দিনরাত হচ্চে, চন্দ্র সূয্যি উঠ্‌চে। এখনও মা বসুন্ধরা পাপীর দণ্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নিজের বুকে হাত দিয়ে একবার ভাব দেখি নির্দ্দোষীকে চোর বলতে বুকের ভেতর একবার কেঁপে উঠল’ না? তোমায় আর কি বল্’ব—তোমার প্রাণে কি দয়া মায়া একটুও নাই? আমার স্বামীকে ছেড়ে দাও, দেখতে পাচ্চনা মুখের দিকে চেয়ে এতখানি বেলা হ’ল এক বিন্দু জল স্পর্শ করে নি এখনও তুমি পাষাণের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌চ? আমি যে আর দেখতে পাচ্চিনা চোকে। (রোদন)

হরলাল—দেখতে পাচ্চিনা আর—দেখতে খুবই পাচ্চি। মুখখানা শুকিয়ে আম্‌সি হয়ে গেছে। চুরি করলে ঐ রকমই হয়।

ইন্‌স্পেক্টর—(ললিতার প্রতি) মা! আপনি ভেতরে যান। এই ঘটনার সম্পূর্ণ তদারক না হওয়া পর্য্যন্ত আপনার স্বামীর বিপদের কোন সম্ভাবনা নাই।

[অন্তরালে ললিতার গমন।

(নলিনীর সহিত সাহেব বাবুর প্রবেশ।)

সাহেব বাবু—Mr. Inspector, please arrest the man who brings in a false charge against an innocent person maliciously. The evidence of this woman will enlighten you on the point. ইন্‌স্পেক্টর বাবু এই স্ত্রীলোকের মুখে চুরির আদ্যোপান্ত শুন্‌লেই বুঝতে পার্ব্বেন সব।

নলিনী—ইন্‌স্পেক্টর বাবু, আমার মুখে চুরির কথা শুনুন ওর ছোট ছেলে সিন্ধুক থেকে গয়না চুরি করেচে আমি দেখেচি। ছেলের কাছে থেকে আদায় কত্তে না পেরে; ছেলের শ্বশুরের রক্ত খাবে বলে এই ষড়যন্ত্র করেচে। অনেক লোককে ও ঠকিয়েচে সর্ব্বনাশ করেচে। ইন্‌স্পেক্টর বাবু, ওরই কাছে আমার স্বামী টাকা গচ্ছিত রেখেছিল। স্বামীর যখন আমার ভারী অসুখ ডাক্তার দেখাতে পাই না, ওষুধ কেনবার পয়সা ছিল না, তখন ও পিশাচ চণ্ডাল টাকা কবুল করেনি। চিকিৎসা অভাবে স্বামী আমার মারা গেল। সে কষ্ট রাখবার কি আর জায়গা আছে ইন্‌স্পেক্টর বাবু? ওকে মেরে ফেল্লেও সে রাগ যায় না। যে জন্যে ওর সংসারে দাসী বৃত্তি কত্তে এসেছিলুম, সে কাজ আমার হয়ে গেছে। ইন্‌স্পেক্টর বাবু ওকে হাতকড়ি দিয়ে রাস্তায় নিয়ে চলুন, একবার দেখি।

(শ্রীকান্তের প্রবেশ।)

শ্রীকান্ত—দাও, হরলাল চাটুয্যের হাতে হাতকড়ি দাও, আমি সাক্ষী আছি। আহা! নিরীহ ব্রাহ্মণের সর্ব্বস্বান্ত করে এখন ও

নরপিশাচের পেট ভরেনি। ওর ছায়া স্পর্শ কল্লে নরহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যার পাতক হতে হয়। ইন্‌স্পেক্টর বাবু, পাহারওলাকে হুকুম দিন, রুল গাছটা একবার আমার হাতে দিক, ওর পিঠে ঘা কতক বসিয়ে দিই। হরলাল চাটুয্যে, মামার হাতে দড়ী দেবার মৎলব করেছিলে? আজ শ্রীকান্ত শর্ম্মা তোমায় বেড়ী পরিয়ে তবে নিরস্ত হবে। আজ আমি আর অধার্ম্মিক পাষণ্ড হরলাল চাটুয্যের অন্ন প্রত্যাশী খোসামুদে শ্রীকান্ত নয়। আজ ধর্ম্মের শ্রীকান্ত, ঠাকুরের শ্রীকান্ত, ঠাকুরের সামনে প্রতিজ্ঞা করেচে তোমাকে জেলে না দিয়ে জল গ্রহণ কর্ব্বে না।

ইন্‌স্পেক্টর—হরলাল বাবু আপনার সাক্ষী কোথা মশাই? ব্যাপার যে রকম দেখ্‌চি আপনার againstএ সবই দাঁড়াচ্চে।

হরলাল—ইন্‌স্পেক্টর বাবু ওরা আমার শত্রু পক্ষের লোক বিশ্বাস কর্ব্বেন না।

শ্রীকান্ত—খবরদার, মুখ সামলে?

ইন্‌স্পেক্টর—হরলাল বাবু, আপনিই না ছেলের বিয়ে দিতে এসে গণপণের টাকার জন্যে এই ব্রাহ্মণের জাত খাবার চেষ্টা করেছিলেন? আমায় ঘুষখোর মনে করে আপনিই না আমার অনুগ্রহ চেয়েছিলেন? মনে আছে কি হরলাল বাবু? একদিন বলেছিলুম দুষ্টের দমনের জন্যেই পুলিশ। তোমার মত শয়তানকে সায়েস্তা কর্ব্বার জন্যে রাধারমণ অনেক দিন থেকে লেগে আছে। ধিক্ তোমায়! ধিক তোমার পয়সাকে, শতধিক্ তোমার জন্মকে। কুলের কুললক্ষ্মী পুলিসের সামনে এসে দাঁড়াল দেখে মজা কচ্চিলে নয়? মজার কি সাজা সেটা বুঝি মনে নাই? আপনাকে আমি সহজে ছাড়ব'না মশাই। আসুন আমার সঙ্গে থানায় আসুন। আজই আমি ডেপুটি কমিশনারের কাছে আমার রিপোর্ট put up

কর্ব্ব। (শ্রীকান্তের প্রতি) আপনিও আসুন, আপনাকে আমার বিশেষ দরকার। (নলিনীর প্রতি) তুমিও এস বাছা সত্যি কথা বল্‌বে কোন ভয় নাই।

স্বয়ম্ভূ—আর কেন ইন্‌স্পেক্টর বাবু ভদ্রলোককে রেহাই দিন, আর থানায় যাবার আবশ্যক কি। আমি আর থানা পুলিশ কত্তে ইচ্ছে করি না। যা হবার তা হয়ে গেছে। এস বেয়াই কিছু মনে কর'না—চল ঘরে চল।

ইন্‌স্পেক্টর—স্বয়ম্ভূ বাবু কর্ত্তব্যে দয়া দেখালে চলবে না। আপনি ছাড়লে আমরা ছাড়ব না। পুলিশকে যখন অনর্থক harass করা হয়েছে দুষ্টের দমন করা চাই।

শ্রীকান্ত ও নলিনী—(সমস্বরে) নিশ্চয়ই

সাহেববাবু—আমি কালই মকদ্দমা রুজু কর্ব্ব।

শ্রীকান্ত ও নলিনী—(সমস্বরে) আমরা সাক্ষী দোব।

ইন্‌স্পেক্টর—আপনারা সব জমাদারের সঙ্গে সঙ্গে আসুন।

[শ্রীকান্ত, নলিনী, হরলাল, জমাদার ও ইন্‌স্পেক্টরের প্রস্থান।

সাহেববাবু—দাদা মকদ্দমার জন্য তিলমাত্র ভেব'না। সে ভার আমার ওপর।

(অন্তরাল হইতে ললিতার আগমন।)

স্বয়ম্ভূ—ভাই মামলা মকদ্দমায় আর কাজ নাই। আমার ওপর দিয়ে গেছে যাক। কুটুম্বের অপমানে সে'ত আমাদেরই অপমান হবে।

ললিতা—ঠাকুর পো এ বিপদের সময় তোমায় দেখে তবু ভরসা হ'ল।

সাহেববাবু—ও সব লোক্‌কে সিধে না কল্লে আবার আপনাকে ফাসাদে ফেলতে পারে।

ললিতা—ঠাকুর পো তুমি ওঁর কথা শুনো'না। উনি যাতে এ বিপদ থেকে খালাস পান তোমার দুটি হাতে ধরে বল্‌চি ভাই তুমি তাই কর।

সাহেববাবু—বৌদিদি তুমি নিশ্চিন্দি থেকো কোন ভয় নাই। দাদা একটা কথা বল'ব মনে করে এসেছিলুম যদি ভরসা দেন ত বলি।

স্বয়ম্ভূ—ভাই তুমি আমার সেই পিতৃমাতৃহীন আমার ছে'ট ভাই শিবনাথ। মা তোমার ভার আমায় যে দিন থেকে দিয়ে গিয়েছিল সেইদিন থেকে তোমার কোন্ কথাটা মন প্রাণ দিয়ে না শুনেচি ভাই? বল তোমার যা মনের কথা বল।

সাহেববাবু—দাদা সত্যি করে বল্‌চি, মনের কথা বল্‌চি। তোমার সামনে দাঁড়িয়ে বল্‌চি আমার স্থাবর অস্থাবর যা কিছু সম্পত্তি আছে সব শ্যামার নামে লেখাপড়া করে দিয়ে চলে যাব। কোথায় যাব জিজ্ঞেসা কর'না। সংসার ধর্ম্মে আর আমার ইচ্ছে নাই। বৌদিদি! দাদা! যা কিছু অন্যায় করেচি সব ভুলে যাও। আমায় ক্ষমা কর।

[সাহেববাবু স্বয়ম্ভূর পদতলে হাঁটু গাড়িয়া বসিল।

স্বয়ম্ভূ—ভাই, ভাই, আমার প্রাণের ভাই আর অমন কথা শোনাস্ নে আমায়। আয় ভাই একবার তোকে বুকে নিয়ে প্রাণটা জুড়োই।

[সাহেববাবুকে হাত ধরিয়া তুলিয়া উভয়ের আলিঙ্গন।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

প্রান্তরস্থ বৃক্ষতলে শ্রীগোপাল আসীন।

শ্রীগোপাল—এই গাছতলায় পড়ে থাক'ব, ভিক্ষে মেগে খাব আর তার নাম হৃদয়ে নিত্য স্মরণ করে দেবীর জাগ্রত মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা কর্ব্ব এই হৃদয় মন্দিরে সমাধিস্থ হ'ব তার ধ্যানে। (নেপথ্যের দিকে সহসা চাহিল।) ও কে স্ত্রীলোক একজন গান গাইতে গাইতে এ দিকে আসচে।

(ভিখারিণী বেশে গাহিতে গাহিতে বিলাসীর প্রবেশ।)

(গান)

বঁধূ কি আর বলিব আমি,
জনমে জনমে জীবনে মরণে
প্রাণনাথ হৈয়ো তুমি।
তোমার চরণে আমার পরাণে,
লাগিল প্রেমের ফাঁসি—
সব সমর্পিয়া এক মন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী।
তুমি রসরাজ, বলিতে কি লাজ
তুমি বঁধূ তুমি স্বামী
ভিখারিণী কহে, জনমে জনমে,
হয়ে আছি অনুগামী।

বিলাসী—গান শুন্‌লেন ত, দিন ভিখারিণীকে ভিক্ষে দিন।

শ্রীগোপাল—অ্যাঁ—অ্যাঁ—ভিক্ষে! আমি নিঃসম্বল পথিক ভিক্ষে কোথায় পাব।

বিলাসী—পথিকের গায়ে ত দিব্যি সভ্য ভব্য জামা জোড়া দেখ্‌চি। আপনি কোন পথের পথিক?

শ্রীগোপাল—আমি নিজেই তা বুঝ্‌তে পারি না।

বিলাসী—আপনি না পারুন, আমি কিন্তু আপনার হাবভাব দেখে বুঝে নিয়েচি।

শ্রীগোপাল—না—না বুঝতে পারনি, কেউ পারেনা। যার জ্বালা সেই জানে।

বিলাসী—জ্বালা সকলেরই আছে। আপনার যেমন বুকের পাঁজরার ভেতর কাঠের আংরা ধিকি ধিকি জ্বল্‌চে ঠিক আপনারই মত আমার প্রাণেও সেই এক জ্বালা, এক ব্যথা।

শ্রীগোপাল—কেন, কেন আপনার কি হয়েচে?

বিলাসী—সে অনেক কথা।

শ্রীগোপাল—বলুন, বলুন।

বিলাসী—শুন্‌বে? বাপের এক মেয়ে বড় আদরের ছিলুম। অল্প বয়েসে বাপ বিয়ে দ্যায় কিন্তু মনের সুখ একদিনের জন্যেও পাইনি। স্বামী আমায় নিয়ে কখনও ঘর করেনি। কেন করেনি, তা বুঝতে পাত্তুম না। দেখতুম ঘরে খিল দিয়ে দিনরাত কি জপতপ কত্তেন ধত্তে পাত্তুম না। তার পর একদিন সত্যি সত্যিই শুন্‌লুম—লোকে বল্‌'তে লাগ'ল সন্ন্যাসী হয়ে কাশীতে। কোথায় নাকি আশ্রম করেচেন। অনেক চেষ্টা কল্লুম খুঁজে বার কত্তে পাল্লুম না। কেউ বলে মারা গেছেন। ঘরে আর কার জন্যে থাক'ব। এখন তাই ভেক নিয়েচি। ভিক্ষে করি আর গান গাই। আপনার কি হয়েচে বলুন?

শ্রীগোপাল—আমার কি হয়েচে অবস্থা দেখে বুঝ্‌তে পাচ্চ না আবার জিজ্ঞাসা কচ্চ? বল্‌'তে পার্ব্ব না, বল্‌'তে পার্ব্ব না সে কথা। চোখের পলক পড়্‌তে না পড়্‌তে সব ফুরিয়ে গেল ফুরিয়ে গেল, ফুরিয়ে গেল।

[বেগে শ্রীগোপালের প্রস্থান।

বিলাসী—(স্বগত) আর আশা নাই তবে আর কার জন্যে বেঁচে থাকব, কি নিয়ে মনকে সান্ত্বনা দোব। টাকা গেছে, গয়না গেছে, নারীর অমূল্য ধন সতীত্ব গেছে। কি নিয়ে মনকে প্রবোধ দোব। কার কাছে গিয়ে জুড়ুব? কেউ ত নাই আমার। না—না—আছে, বড় যত্নে বুকের মধ্যে লুকুনো আছে। ছুরি! এস! তোমায় বুকে করে রেখেচি, এস, আজ তোমাকেই প্রাণ দিই। না—না—কার জন্যে মর্ব্ব? আমি যে কাঙালিনীর মত পায়ে ধরে কেঁদেছিলুম, কই কেউ কি আমার ব্যথার ব্যথী হয়ে আশ্বাস দিয়ে আমায় বাচিয়েছিল? আমি যে সারারাত জেগে বসে থাকতুম ভোর হয়ে যে'ত, চোকের জল মুছ্‌তে মুছ্‌তে ঘুমিয়ে পড়তুম; কই কেউ কি একবার আমার মুখ তাকিয়েছিল? তবে কার জন্যে মর্ব্ব? না—না—মর্ব্ব না? যে আমায় চিরজন্মের মত মেরে রেখে গেছে তাকে খুঁজ'ব। অলিতে গলিতে, বাড়ীতে বাড়ীতে, পাহাড়ে বনে, তাকে খুঁজ'ব, তাকে খুঁজ'ব!

[বেগে বিলাসীর প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

(জেল।)

(কয়েদীগণের গান।)

হোলো জান্ হায়রাণ,
পায়ে বেড়ী, হাতকড়ি, হাড়ে হাড়ে হেঁচ্‌কা টান।
ক্ষিদের সময় জ্বলে নাড়ী,
মারে কেবল বেতের বাড়ি,
ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ি, শুনেও তবু দেয় না কান।
চোক থাকে ত দেখ্‌না তোরা,
বুঝ্‌বি তবে আগা গোড়া,
লেখা আছে যেমন যার, জানিস তার ঠিক বিধান।

জমাদার—(লালগোপালের প্রতি) এই শালা কাঁদছিস কেন ? পাথর ভাং।

লালগোপাল—আর পাচ্চিনা জমাদার সাহেব। ছাতি ফেটে যাচ্চে, একটু জল দিতে পার।

জমাদার—শালা, তোর বাবার নোকর আছি।

লালগোপাল—গাল দিচ্চ কেন ?

জমাদার—শালা পাথর ভাং বলচি। সাব্ আয়েগা ত্, চাবুক সে জান্ নিকাল জায়েগা। দু ঘণ্টার মধ্যে বিলকুল সাফ কত্তে হবে, ইয়াদ থাকে। (২য় কয়েদীর প্রতি) এই, তুই শালা বড় চালাক আছিস। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি দেখছিস্ ? গাড়া টেনে লিয়ে আয়। একঠো ইটা গিরে কি ভাঙ্গে মিঠা কড়েয়া হোগা। (অন্য কয়েদীর প্রতি।) এই তোম লোক কাম্ মে হুঁসিয়ার রহো। সাব্ আভি আয়ে গা। [জমাদারের অন্যদিকে গমন।

২য় কয়েদী—শালা বেশ মজায় আছে।

তৃয় কয়েদী—প্রথম প্রথম ওকে ও খুব খাট্‌তে হয়েছিল তারপর কিছু-দিন গেলে, সাহেব ওর কাজে খুসী হয়ে জমাদার করে দিয়েচে। ওকে হাতে রাখিস্ ভারী কাজ কমিয়ে দেবে।

৪র্থ কয়েদী—(তৃয় কয়েদীর প্রতি) দেখ ভাই, এই লোকটা চার পাচ মাস এয়েচে, কারো সাৎ বাত্—না—ফূর্ত্তি—না না—হরবখত কাঁদবে আর কামভি পার্ব্বে না, মারভি খাবে। (লালগোপালের প্রতি) এই, তুই বড় বোকা আছিস্? মনকে ফুর্ত্তি মে রাখ। দেখবি কাম্ আপসে হোবে। ডর কি আছে? চুরি কচ্চিস, খালাস হোবে। হামি পাঁচ পাঁচবার ফাটক আসচে, ফাটক ত ঘর বাড়ী আছে।

(জমাদারের প্রত্যাগমন।)

জমাদার—এই হুঁসিয়ার রহো, সাব্ আতা হ্যায়।

(জেলার সাহেবের প্রবেশ, জমাদার ও কয়েদীগণ
জেলার সাহেবকে সেলাম করিল।)

জেলার সাহেব—(জমাদারের প্রতি) কাম্ ঠিক সে চল্‌তা হ্যায়। সুপারিন্ সাব্ আভি আয়েগা। যিন্ লোককা মিয়াদ হো গিয়া—ছুটি মিলেগা।

জমাদার—হুজুর একঠো বদ্‌মাস সিধা নেহি হোতে। ওহি দেখো সাব্ (লালগোপালকে দেখাইল।) বৈঠা, বৈঠা, হড়ঘড়ি রোতে হ্যায় কাম্ নেহি মাংতে।

(জেলার সাহেব চাবুকের বাড়ি লালগোপালের
পিঠে সজোরে মারিল।)

লালগোপাল—ওরে বাপরে! মা'রে! গেলুম রে!

জেলার সাহেব—You damned rogue. জরুকা কোঠি না আছে, শালা কাম্ করো।

লালগোপাল—সাহেব, সাহেব, আমার বাড়ীর কথা মনে পড়চে। আমার সাধ্বী সতী স্ত্রীর কথা কেবল জেগে উঠচে। তুমি যেমন আমায় চাবুক দিয়ে মার'লে তার চেয়ে জোরে আমি আমার স্ত্রীকে মেরেচি। মারো মারো সাহেব, আমায় খুব মারো, খুব মারো।

জেলার সাহেব—শালা, পাগল কা ঢং দেখাতা ? মজা দেখো।

(পুনরায় প্রহার।)

লালগোপাল—ওরে বাপরে ! মারে ! গেলুম রে !

(ফাইল দেখিতে দেখিতে জেলের স্থপারিনটেণ্ডের প্রবেশ ও তৎসঙ্গে রাধারমণের প্রবেশ।)

স্থপারিন—I see, Babu, you speak the prisoner Lalgopal Chattrejee sentenced on a charge of theft. I am indeed sorry to learn the history of the unfortunate chap, but I am sure you will see that he repents of his misdoings and endeavours to prove himself a man.

রাধারমণ—Yes, Sir, that has been my intention throughout. I feel the forge of prison has brought him to his senses and I will not have much to do. He has, Sir, served out his period of punishment and will be released this morning I believe.

স্থপারিন—Yes, Babu, so it is. (জেলারের প্রতি) Mr. Fenniston, will you please call out the prisoners as per the list in the File ?

জেলার—Yes Sir.

সুপারিন—(জমাদারের প্রতি) রহমৎউল্লা আকবর ছুটি মিলা।

(জমাদার কয়েদীদের নাম ধরিয়া তিনবার জোরে ডাকিল।)

জমাদার—(১ম কয়েদীর প্রতি) ছুটি হো গিয়া ঘর যাও।

[১ম কয়েদী সুপারিন সাহেবকে সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

সুপারিন—নাসিরুদ্দীন মহম্মদ।

জমাদার—(২য় কয়েদীর প্রতি) ছুটি মিলা ঘর যাও।

[২য় কয়েদীর প্রস্থান।

সুপারিন—লালগোপাল চাটার্জ্জী।

জমাদার—(লালগোপালের প্রতি) খালাস হো গিয়া।

সুপারিন—(রাধারমণের প্রতি) Babu Is this your chap ?

রাধারমণ—Yes sir. Much obliged.

[লালগোপালকে সঙ্গে লইয়া রাধারমণের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

পথ।

রাধারমণ—ফূর্ত্তির দৌড়টা কি রকম হ'ল লালগোপাল বাবু? বল, একবার শুনি।

লালগোপাল—পিঠে এই দাগ দেখ, খুব মার খেয়েছি। কখন আমি বাড়ী গিয়ে আমার স্ত্রীকে দেখ'ব। তার জন্যে আমার মন বড় অস্থির হয়েচে।

রাধারমণ—কেন, বেলার জন্যে হয় নি ?

লালগোপাল—সে অসতী, তার নাম কর'না। পিশাচী আমায় যাদু করে রেখেছিল।

রাধারমণ—চমক ভেঙ্গেচে কি লালগোপাল বাবু?

লালগোপাল—ও কথা জিজ্ঞেসা কর'না আর। শীগ্‌গির আমায় বাড়ীতে নিয়ে চল।

রাধারমণ—লালগোপাল চিন্তে পার আমি কে? আমি তোমার ছেলে বেলার বন্ধু বরাবর এক সঙ্গে দু জনে পড়েচি। তুমি ফার্ষ্ট আর্ট অবধি পড়ে কলেজ ছেড়ে দিলে আর আমি বি,এ পাশ করে পুলিশের ইন্‌স্পেক্টর হলুম। তারপর তোমার সঙ্গে আমার আর দেখা হত'না। ক্রমে তুমি আমায় ভুলে গেলে আমি কিন্তু তোমায় ভুলতে পাল্লুম না। যখন জানলুম তুমি কুসঙ্গে ভিড়ে তোমার স্ত্রীকে ত্যাগ করে বেশ্যার প্রেমে উন্মত্ত হয়েচ তখন তোমাকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে পিশাচীর রঙ্গক্ষেত্রে জীবনের অমূল্য সময় নষ্ট করেচি। মনে পড়ে লালগোপাল? যে দিন পুলিশে তোমায় তাড়া করে, তুমি বেলার কাছে আশ্রয় চেয়েছিলে? বেলা তোমার বিপদের সময় আশ্রয় দেওয়া অন্য কথা, ঘর থেকে দূর করে দিয়েছিল। সে কার ইঙ্গিতে জান? এই রাধারমণের? রাধারমণ মনে কল্লে সে যাত্রা তোমাকে রক্ষে কত্তে পার'ত, কিন্তু তোমার মত নরাধম পাষণ্ডের জেলই উপযুক্ত স্থান। বারণ করেছিলুম বেলাকে। বুঝে দেখ লালগোপাল, যে বেলাকে তুমি প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে সেই বেলা আমার কথায় উঠ'ত বস'ত। সে জান'ত আমি তার বিপদে আপদে সুখে দুখে একমাত্র সঙ্গী। অগাধ বিশ্বাসে তাই—টাকা গয়না, সমস্ত গচ্ছিত রেখেছিল আমার কাছে। বুঝতে পারেনি শয়তানী। ভুলিয়ে রেখেছিলুম—ধর্ম্মের কাছে ভালবাসার ভান করে অধর্ম্মের পুরো মাত্রায় বিশ্বাস

ঘাতকের ছুরি গলায় মেরে চলে এসেচি। লালগোপাল, এই নাও—তোমার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি। এই তোমার বাড়ীর দলিল, চল, তোমার স্ত্রীর নামে এই কাগজ তাঁর হাতে দিয়ে তবে নিশ্চিন্দি হ'ব। এই দেখ তোমার স্ত্রীর গয়না, আর এই নোটের তাড়া। সাবধান লালগোপাল। পিঠের দাগের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখো—তা হ'লেই সতীকে কাঁদান'র প্রায়শ্চিত্ত হবে।

লালগোপাল—রাধারমণ! রাধারমণ! তোমার বন্ধুত্বের প্রতিদান কি দিয়ে কত্তে হয় তা জানি না ভাই; আমায় ক্ষমা কর। কাঞ্চন ফেলে কাচে ভুলেছিলুম, রত্ন চিনতুম না। তুমি চোক দুটো ফুঁড়ে দেখিয়ে দিয়েচ।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(গোয়ালঘর—শ্যামা অবরুদ্ধ)

শ্যামা—চারটি করে ভাত খেতে দেয়, তাও আজ দুদিন হ'ল বন্ধ করেচে। আর কেউ একবারও এদিকে উঁকি মারে না। কারুর সাড়া শব্দটি নেই। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্চে কেউ একটু জল দিলে না। গোয়ালঘরে পূরেচে আমায় মেরে ফেলবার জন্যে। মেরে ফেলুক তাতে দুঃখ নাই; কিন্তু মরবার আগে তাঁর সঙ্গে একবার দেখা কর্ব্বার বড় সাধ। ওগো! কোথায় আছ তুমি এসময়ে একবার এস; আর যে তোমায় না দেখে থাকতে পাচ্চি না। আমি তোমার আদর চাইনা, সোহাগ চাইনা, তুমি আমায় তেমনি করে বকতে বকতে মারতে মারতে আমার সামনে এসে

দাঁড়াও আমি তোমায় প্রাণভরে দেখে নিই। আহা! জেলেতে না জানি তোমার কত কষ্ট হচ্চে কত যন্ত্রণা হচ্চে।

(ঠোঙ্গায় খাবার ও ভাঁড়ে জল লইয়া অধরের চুপি চুপি প্রবেশ।)

কে আসচে নয়? কার যেন পায়ের শব্দ পাচ্চি। কে আছ গা? একটু জল দাও। বড় তেষ্টা, বড় তেষ্টা।

অধর—বউদিদি! চুপ কর চেঁচিয়োনা। কেউ দেখতে পেলে কি জান্তে পাল্লে এখুনি কর্ত্তা বাবু আমার গর্দ্দানা নেবে। গেলাস বাটি কোথাও কিছু পেলুম না, এই ভাঁড়ে করে জল এনেচি আর এই ঠোঙ্গায় কিছু মিষ্টি আছে। চট করে নিয়ে নাও। বাবা ঠাকুরকে খবর দিয়ে এলুম, তিনি শুনে যেন কেমন হয়ে গেল—বল্লে "তুই যা আমি আসচি"। বৌদিদি! আর দেরী ক'রনা, নিয়ে নাও।

শ্যামা—অধর, চিন্তা দাদার কাছে কেন তুই এ সব বল্‌তে গেলি? না—না, তুই ফের গিয়ে বলে আয় আমি বেশ সুখে আছি আমার কোন কষ্ট নেই।

অধর—না বৌদিদি! তা আমি কিছুতে বল্‌তে পার্ব্বনা। তোমার পায়ে পড়ি দেরী কর'না, ঠোঙ্গাটা নাও, না হলে আমি মাথা খুঁড়্‌ব, কিছুতেই এখান থেকে নড়ব না। আমার বুকের ভেতরটা কি রকম কচ্চে তা তুমি বুঝতে পাচ্চ না।

শ্যামা—তোর চেয়ে আমার প্রাণে কি যন্ত্রণা হচ্চে, অধর তুই কি বুঝবি বল? তোর ছোট দাদাবাবু কবে বাড়ী আসবে, একবার তাঁর সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দে। তোর কাছে আর আমার কিছু বলবার নেই।

অধর—বৌদিদি! ছোট দাদাবাবু কাল খালাস পেয়েচে শুন্‌লুম। ভয় নাই ভেব'না আমি সেই তক্কেই ঘুরচি। একবার দেখা

পেলে হিড় হিড় করে তোমার কাছে টেনে নিয়ে আস'ব। দেরী হয়ে যাচ্চে কেউ এসে পড়্বে, শীগ্‌গির নাও।

শ্যামা—কি বল্লি? খালাস পেয়েচেন? সত্যি না মিথ্যে বল্‌চিস্?

অধর—মিথ্যে কথা বলা অধরের কুষ্ঠিতে লেখেনি।

শ্যামা—তুই সুখে থাক। ভগবান তোর মন প্রাণকে যে জিনিষ দিয়ে গড়ে দিয়েচেন তাই নিয়ে তুই সুখে থাক্। তোকে বেশী কি বল'ব, আর আমার ক্ষিদে তেষ্টা নাই। যা তুই ও সব ফিরিয়ে নিয়ে যা।

অধর—কি বল্লে বউদিদি ফিরিয়ে নিয়ে যাব! তিন দিন থেকে উপোস করে আছি, তুমি ঘরের লক্ষ্মী তোমার চোক দিয়ে জল পড়বে—আর এই ভিটেয় বসে অধর তাই দেখবে? প্রাণ থাকতে তা পার্ব্বে না। সতীলক্ষ্মী! এই রই'ল ভাঁড়ে জল আর এই রই'ল মিষ্টি। ইচ্ছে হয় নিয়ো—না হয় যা ইচ্ছে কোরো। এ ভিটে ছেড়ে অধর জন্মের মত চল'লো।

শ্যামা—নাছোড়বান্দা তুই, কিছুতে শুন্‌বিনি তা জানি। তবে দে এই জান্‌লার ওপর দিয়ে দে।

[অধর জল ও মিষ্টি জান্‌লা দিয়া দিল, এবং শ্যামা হাতে করিয়া লইল।

অধর—বৌদিদি! বৌদিদি! আজ আমার জন্ম সার্থক, জীবন ধন্য, আমি মহাভাগ্যবান। তোমারই মতন একজন আমার মা ছিল তাকে কোনও দিন হাতে করে কিছু দিতে পাইনি। আজ আমার সকল সাধ মিট'ল।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

(হরলালের কক্ষ।)

হরলাল—ব্যাটারা আমার নামে ওয়ারেণ্ট বার করেচে। মনে করেচে আমি একেবারে কচিখোকা। ওরে ব্যাটারা গোমুখ্যুর দল! আমি আটঘাট্ না বেঁধে কি আর এ কাজে নেমেচি? বাড়ী থেকে বেরুব না—চাদ্দিক বন্ধ করে চাবী দিয়েচি। ধর ব্যাটারা আমায় কি করে ধরিস্? হায়! হায়! আমায় বড্ড ঠকান্‌টা ঠকিয়েছে। সাক্ষী দোব বলে শেষটা ব্যাটা বেটীরা সব উল্টো গাইলে। আচ্ছা আমিও হরলাল চাটুর্য্যে—বুঝে নোব। না না বোঝাবুঝি এখন কাজ নাই, আগে এ দায় থেকে এ যাত্রা বেঁচে উঠি; তারপর দেখ্‌'ব কার ঘাড়ে কত রক্ত। কর্ব্বে আর কি? জরিমানা না হয় জেল এই ত? কিন্তু জরিমানা হলে টাকা দোব কোত্থেকে? ঘরের টাকা! বাপ্‌রে! কল্‌জের রক্ত! কিছুতে দিতে পাব্ব না। না—না—জেলে যাব। হা হা হা ব্যাটারা আমায় জেলে দেবে? (পিস্তল লইয়া) তার আগে সব ব্যাটাদের গুলি কর্ব্ব। কিন্তু সব মাটি হয়ে গেল—অনেকগুলো গয়না! এক এক খানা গয়নার কথা মনে হচ্চে, আর এক এক খানা হাড় আমার পাঁজরা থেকে খসে যাচ্চে। ওহো! শুয়োর ব্যাটা আমার সর্ব্বনাশ কল্লে। এমন কুলাঙ্গার ছেলেও জন্মেছিল! কি করি—কিছুই ভেবে উঠতে পাচ্চি না। আচ্ছা এক কাজ কল্লে হয় না? এই সুযোগে দম দিয়ে যদি মাগীর টাকাটা বার কত্তে পারি দেখি—না হ্যায় তারও উপায় ঠিক করে রেখেচি। ডেকে পাঠিয়েচি দেখি কি হয়।

(দামিনীর প্রবেশ।)

দামিনী—কি গো কি বল'চ।

হরলাল—তা হলে কি হবে।

দামিনী—কিসের কি হবে ?

হরলাল—ন্যাকা সাজ'চ যে দেখ্‌চি ? না হাতী দঁকে পড়েচে দেখে পায়ে থ্যাঁতলাচ্ছ বুঝি ?

দামিনী—তা আমি কি কর্ব্ব বল, আমায় ত আর দুচার খানা গয়না দাও নি যে এ সময় দিয়ে তোমায় সাহায্য কর্ব্ব।

হরলাল—তুমি মনে কল্লে এ দায় থেকে আমায় উদ্ধার কত্তে পার। তোমার বাপ তোমার নামে যে কোম্পানীর কাগজ দিয়েচে সেই খানা আমায় এখন দাও, আমি বাঁধা দিয়ে টাকা নিই পরে তোমায় উদ্ধার করে দোব।

দামিনী—সে কাগজ ত বাবা নিজের কাছেই রেখেচেন।

হরলাল—বেশ তোমার বাপকে বলে পাঠাও যে—

দামিনী—তিনি এখন হাওয়া খেতে মধুপুরে গেছেন। তাঁর শরীর অসুস্থ এ সময় আমি তাঁকে বিরক্ত কত্তে পার্ব্ব না ; আর লোকেই বা আমায় বল্‌বে কি !

হরলাল—তা হলে তোমার ইচ্ছেটা আমি জেলে যাই, বেশ তাই হবে—কিন্তু জেলে যাবার আগে তোমাকে আর তোমার বউকে এই দুটো ডাইনীকে যমের বাড়ী পাঠিয়ে তবে যাব। দাঁড়াও ঠিক হয়ে দাঁড়াও।

(দক্ষিণ হস্তে পিস্তল লইয়া বাম হস্তে দামিনীর গলা টিপিল।)

দামিনী—মের'না মের'না পায়ে পড়ি—

হরলাল—এই নে জন্মের শোধ।

[গুলি নিক্ষেপ ও দামিনীর মৃত্যু।

(পুলিশ সহ নলিনীর প্রবেশ।

নলিনী—ঐ—ঐ—ইন্‌স্পেক্টর বাবু !

হরলাল—বটে শয়তানী!

[নলিনীকে গুলি করিয়া পলায়ন, নলিনীর পতন ও মৃত্যু।

ইন্‌স্পেক্টর—খুন হুয়া—খুন হুয়া—শালাকে পাকড়ো।

[পশ্চাৎ পশ্চাৎ পুলিশের গমন।

পট পরিবর্ত্তন

(গোয়াল ঘর—গুলি ছুড়িতে ছুড়িতে হরলালের প্রবেশ।)

হরলাল—এখনও একটা—

[গোয়ালঘরে গুলি নিক্ষেপ, পুলিশ কর্ত্তৃক হরলাল ধৃত। হরলালকে লইয়া পুলিশের প্রস্থান ও গোয়ালঘর হইতে অগ্নি স্ফুরণ।

(বেগে অধরের প্রবেশ।)

অধর—এত ধোঁয়া কোথা থেকে আসচে। একি! সর্ব্বনাশ হ'ল, সর্ব্বনাশ হ'ল! গোয়ালঘরে আগুন। বৌদিদি! বৌদিদি! সাড়া পাচ্চিনা কেন? দীনবন্ধু! ভগবান! কি করি? কাকে ডাকি। হায়! হায়! কি হ'ল, কি হ'ল। (দরজা ভাঙ্গিতে উদ্যত।)

(বেগে চিন্তার প্রবেশ।)

চিন্তা—অধর! সরে যা সামনে থেকে সরে যা। ঠাকুর! ঠাকুর!

[দরজা ভাঙ্গিয়া জলন্ত অগ্নির মধ্যে চিন্তার প্রবেশ ও শ্যামাকে স্কন্ধে লইয়া দগ্ধ দেহে আগমন।

অধর, ভয় নাই এখনও প্রাণ আছে শীগ্‌গির আয়।

[শ্যামাকে লইয়া বেগে চিন্তার প্রস্থান, পশ্চাৎ পশ্চাৎ অধরের গমন।

অধর—বাবা ঠাকুর কি কল্লে গো! কি সর্ব্বনাশ হ'ল গো!

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

(কাশীর নির্জ্জন প্রান্তস্থিত ভগ্ন কালী মন্দির

সম্মুখে কালী প্রতিমা।)

কৃপানন্দ—মরি! মরি! আমার বিলাসকল্প মঞ্জরীর ফুটন্ত গোলাপ, তোমার সুঠাম অঙ্গের সমস্ত মাধুরী—যোগীর যোগ ভঙ্গিমার ধ্যানস্থ আঁখিকেও চঞ্চল করে।

প্রিয়ম্বদা—গুরুদেব রক্ষে করুন।

কৃপানন্দ—প্রিয়ম্বদা! অনেক দিনের আশা, হৃদয়ের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা আজ পূর্ণ হবে। প্রস্তুত হও।

প্রিয়ম্বদা—আমায় কি মা কালীর কাছে বলি দিতে এনেচেন?

কৃপানন্দ—কালীর কাছে নয় বটে—তবে পাপের চরণে তোমায় উৎসর্গ কর্ব্ব। তার আগে এই নাও—পাপের সহচরী অমৃতরস সোম-সুধা পান কর।

(সম্মুখে মদের বোতল রাখিল এবং পান করিল।)

প্রিয়ম্বদা—গুরুদেব! কে যেন এই বনের চাদ্দিকে ঘিরে আমায় ভয় দেখাচ্চে। অবলা নারীকে আপনার আশ্রয়ে রক্ষে করুন।

কৃপানন্দ—জান কোথায় তুমি এসেচ?

প্রিয়ম্বদা—গুরুদেবের আশ্রমে।

কৃপানন্দ—কি কত্তে এসেচ?

প্রিয়ম্বদা—গুরু অন্তর্যামী তিনিই জানেন।

কৃপানন্দ—তুমিও জান বৈকি? ঘর সংসার স্বামী সমস্ত ছেড়ে পরপুরুষকে আশ্রয় করেচ। জাননা বল্লে কে শুনবে?

প্রিয়ম্বদা—কে! কে আপনি শীগ্‌গির বলুন। আতঙ্কে আমার সর্ব্বশরীর কাঁপচে।

কৃপানন্দ—সোম সুধার প্রতি ক্রিয়ার আর অল্প মাত্র দেরী আছে। অস্থির হোয়োনা।

প্রিয়ম্বদা—মা, বিপদভয়বিনাশিনী কালী, একি কল্লি মা! আমার ইষ্টদেবকে চিনিয়ে দে মা।

কৃপানন্দ—প্রিয়ম্বদা! প্রিয়ম্বদা! রমেন্দ্র তোমার ইষ্টদেব। (কৃপানন্দ আলথাল্লা ও কৃত্রিম দাড়ী গোঁফ খুলিয়া রমেন্দ্রের বেশে দাঁড়াইল) বড় সাধ গিয়েছিল তোমায় বিয়ে কত্তে, তোমার বাপ কিন্তু রাজী হয় নি। তোমারই জন্যে রাজী হয় নি। আমি প্রাণ দিয়ে তোমায় ভালবাসতুম, তুমি ফিরেও চাইতে না। আজ তার প্রতিশোধের দিন।

প্রিয়ম্বদা—রমেন্দ্র! রমেন্দ্র! বিশ্বাসঘাতক, প্রবঞ্চক, সাবধান বলচি।

কৃপানন্দ—জান, এখন তুমি আমার হাতের মুটোয়? এখানে তোমায় রক্ষে কর্ব্বার আর দ্বিতীয় কেউ নাই?

প্রিয়ম্বদা—তোর মত শত রমেন্দ্র এলেও সতীর অঙ্গ স্পর্শ কত্তে পার্ব্বে না?

কৃপানন্দ—প্রিয়ম্বদা, তোমার জন্যে স্ত্রীকে ত্যাগ করে চলে এসেচি। সমস্ত দিন অনাহারে রোদে ব'সে মন্ত্র জপ করেচি। তোমার জন্যে শ্মশানে গিয়ে অন্ধকারে মড়ার ওপর রাত কাটিয়েচি। আর ও কি বল'ব? তুমি আমায় পাগল করেচ, আমায় শান্ত কর?

প্রিয়ম্বদা—এখনও সাবধান বল'চি।

কৃপানন্দ—তুমি কি পাষাণী? না—না—হৃদয়সোহাগিনী—এস, হৃদয়ে এস!

(প্রিয়ম্বদাকে ধরিতে অগ্রসর।)

প্রিয়ম্বদা—ছুঁস্‌নি, সতীর অঙ্গ ছুঁসনি, পুড়ে যাবি। কে আছ কোথায় রক্ষে কর, রক্ষে কর।

(নেপথ্য হইতে)

ভয় নাই, ভয় নাই।

কৃপানন্দ—একি ! ভয় হচ্চে কেন ? সুরা সুরেশ্বরী, আর একবার তোমায় পান করি। সাহস দে মা। প্রিয়ম্বদা হৃদয়েশ্বরী ! (পুনরায় প্রিয়ম্বদাকে ধরিতে অগ্রসর, ও প্রিয়ম্বদা পশ্চাৎ হঠিতে হঠিতে মন্দিরে গিয়া দাঁড়াইল।)

প্রিয়ম্বদা—মাগো ! অসুর দলনী শক্তি দে মা। আয় পিশাচ আয়, আর একটা মুণ্ডু মা'র হাতে ঝুলিয়ে দিই। (মা কালীর হস্তস্থিত খাঁড়া লইয়া প্রিয়ম্বদা ভৈরবী মূর্ত্তিতে দাঁড়াইল।)

(পরিব্রাজক বেশে সাহেববাবুর প্রবেশ।)

পরিব্রাজক—এই নির্জ্জন স্থানে কে করুণ চীৎকার কল্লে। স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর বলে বোধ হ'ল। শব্দটা যেন এই দিক থেকেই হ'ল। (মন্দিরের নিকট গিয়া) একি ! একি ! প্রিয়ম্বদা ! প্রিয়ম্বদা !

(মূর্চ্ছিতা হইয়া প্রিয়ম্বদা পড়িয়া গেল।)

পরিব্রাজক—(প্রিয়ম্বদার মস্তক ক্রোড়ে লইয়া) ওঠ ওঠ প্রিয়ম্বদা চেয়ে দেখ আমি এসেচি আর ভয় নাই।

(কৃপানন্দ খাঁড়া লইয়া পরিব্রাজককে কাটিতে উদ্যত, ইত্যবসরে একহস্তে কমণ্ডলু ও অপর হস্তে ত্রিশূল লইয়া সন্ন্যাসিনী বেশে বেগে বিলাসীর প্রবেশ।)

বিলাসী—সাবধান পিশাচ। আর এক পা এগুলে এই ত্রিশূল দিয়ে বিঁধে ফেল'ব।

(কৃপানন্দ স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, ইতিমধ্যে পরিব্রাজক এক লম্ফে উঠিয়া কাপড় দ্বারা তাহার হস্ত পদ বাঁধিয়া ফেলিল।)

পরিব্রাজক—মা ! তুমি কে মা ?

বিলাসী—বাবা ! এখন পরিচয়ের সময় নয়। স্ত্রীলোকটির মূর্চ্ছা হয়েচে

আগে তাকে রক্ষা কত্তে হবে। (বিলাসী কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া প্রিয়ম্বদার মুখে ছিটাইল।)

প্রিয়ম্বদা—(চেতন পাইয়া) কোথায় আমি! পিশাচ! এখনও বল’চি সরে যা—সতীর অঙ্গ ছুঁস্‌নি।

পরিব্রাজক—প্রিয়ম্বদা! চিনতে পাচ্চনা? আমি যে তোমার কাছেই রয়েছি।

প্রিয়ম্বদা—(উঠিয়া বসিল।) কে আপনি? একি একি! স্বামী! ইষ্টদেব! গুরু! দাসীর অপরাধ মার্জ্জনা করুন। (পদধারণ।)

পরিব্রাজক—অপরাধ তোমার নয় প্রিয়ম্বদা—অপরাধ আমার। আমিই এই অজ্ঞাত কুলশীল ভণ্ডকে গৃহে স্থান দিয়েছিলুম। ঐ দেখ পিশাচকে হাত পা বেঁধে ফেলে রেখেছি। শিয়াল কুকুরে ওকে জীয়স্তে ছিঁড়ে খাবে। (কৃপানন্দের প্রতি) দেখ্ পিশাচ! তোর উপযুক্ত কাজের এই উপযুক্ত ফল। প্রিয়ম্বদা! এই মা-ই আমাদের এই বিপদ থেকে উদ্ধার করেচেন।

প্রিয়ম্বদা—মা! তুমি কে মা? মাগো! তুমি কি ঐ অসুরদলনী অভয়া—মূর্ত্তিমতী হয়ে দেখা দিয়েচ?

বিলাসী—না, মা—আমি এক পিশাচের স্ত্রী পিশাচী। মা! (মন্দিরস্থ প্রতিমার দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া) ওই সতীকুলরাণী তোমায় রক্ষা করেচেন।

পরিব্রাজক—ধন্য তুমি প্রিয়ম্বদা! ধন্য হিন্দুরমণী! সতীর আদর্শ মহিমা আজ স্বচক্ষে দেখ্‌লুম—তাই তোমার মূর্ত্তি হিন্দুর ঘরে ঘরে আধ্যাত্মিক দেবীরূপে বিরাজ কচ্চে। আর আমিও ধন্য যে তোমার মত স্ত্রীরত্ন লাভ করেচি। চল, আমরা মা মহাকালীকে প্রণাম করে এই স্থান ত্যাগ করি, কিন্তু সংসারে আর ফিরব’ না। জীবনের শেষ ক’টা দিন ভগবানের নাম করিগে চল।

প্রিয়ম্বদা—মহা ভুল করেছিলুম তার যথেষ্ট শাস্তিও পেয়েছি। আর কখনও এমন ভুল কর্ব্ব না—স্বামী ছাড়া আর এক পাও নড়্‌’ব না।

পরিব্রাজক—চল আমরা হরিদ্বার যাই।

প্রিয়ম্বদা—মা, আপনিও আমাদের সঙ্গে আসুন।

বিলাসী—না, মা! আমি ত যেতে পার্ব্বনা মা—মানত করে বেরিয়েচি। মা! তুমি তোমার স্বামীর সঙ্গে যাও—আমিও আমার স্বামীর কাছে যাই।

প্রিয়ম্বদা—তবে আসি মা।

[মা কালীকে প্রণামান্তর উভয়ের প্রস্থান।

বিলাসী—(কালীমূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টি করিয়া) পাষাণী! আর আমি তোর কাছে কিছু চাই না। তুই যেমন তোর স্বামীকে পায়ে করে চেপে মেরে নিজের মাথা কেটে নিজের রক্ত খাচ্চিস—দে সর্ব্বনাশী আমাকেও সেই ভৈরবী নেশায় মাতিয়ে দে।

(গান।)

রক্তখাগী সর্ব্বনাশী রক্ত খেতে চায়—
সে কথা কে বুঝ্‌বে বল্ ওই আল্‌তা পরা রাঙ্গা পায়।
জানিনা গো কবে ভুলে,
দাঁড়িয়েছিল এলো চুলে;
স্বামীর বুকে লাথি তুলে একলা নাচে একলা গায়।
কেউ বলে গো শ্মশান কালী,
আমি জানি পোড়া কপালী,—
নিজের মুখে কালি দিলি, মুখ দেখে যে সে পালায়।

বিলাসী—সবাই পেলে, আমি কেবল পেলুম না। দিলেনা তাই পেলুম না। দোষ কার? আমার না তার? আমার কি দোষ? আমি

ত কেঁদে তার পায়ে লুটিয়ে পড়েছিলুম ; সে আমার জ্বালা বুঝ্‌লে কই ? দোষ কার—আমার—না তার ?

কৃপানন্দ—কে—কে বিলাসী ? বিলাসী ! বিলাসী ! একবার আমায় খুলে দে তোর পায়ে পড়ি।

বিলাসী—না, না, তা হবেনা, তা হবে না—মানত করে বেরিয়েচি। আমার এক জ্বালা ছিল, তোমা হতে আমার শতেক জ্বালা হ'ল। সেই জ্বালা জুড়বার জন্যে পাষাণীর কাছে এসেচি। দেখে নাও, শেষ সময় বিলাসীকে জন্মের মত একবারদেখে নাও—দেখে নাও নারীর সর্ব্বনাশী মূর্ত্তির বিকট ছায়ায় প্রতিহিংসাময়ী ভ্রূকুটির শেষ ভঙ্গী। (বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া) দেখে নাও ভীমা ভৈরবী, ধূমাবতী, বগলা, ছিন্নমস্তার রক্তে এই ছুরি ডুবিয়ে এনেচি। পাষাণী ! দেখ চেয়ে দেখ।

(কৃপানন্দকে ছুরিকাঘাত)

কৃপানন্দ—উঃ ! বি—লা—সী—

(মৃত্যু।)

বিলাসী—ছুরি ! এইবার আয় তোকে বুকে করে ঘুমোই। (নিজ বক্ষে ছুরিকাঘাত ও মৃত্যু।)

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

দ্বীপান্তর।

হরলাল—(ঝোপের অন্তরাল হইতে ত্রস্তপদে বহির্গত হইয়া) আমাকে এ কোথায় নিয়ে এল ? কেবল গাছ—কেবল গাছ, সাঁ—সাঁ করচে। গাছের ওপর ওসব কারা ! ভূত—পেত্নী আমাকে মারবে ? না—না,আমাকে মেরনা—আমি কিছু করব না—কিছু করব না (পুনরায় ঝোপের অন্তরালে যাইয়া উঁকি মারিতে লাগিল ও (বহির্গত হইয়া নিম্নস্বরে) চুপ্ করে থাকব—একদম কথা কইব না—কেউ যদি শুনতে পায়। (উচ্চস্বরে) অধর ! অধর ! দে—সব খিল লাগিয়ে দে। না—না, আমি কি বলচি—এখানে অধর কোথা ? কেউ নাই—কেউ নাই—ওকে—ওখানে অমন করে দাঁড়িয়ে ? চিনেছি—চিনেছি। দামিনী ! দামিনী ! বড় জ্বালা—বড় জ্বালা, দেখ—দেখ—মেরে মেরে সর্ব্বশরীরে আমার ঘা করে দিয়েচে—পোকা পড়চে। ওকি ? তুমি অমন করে চেয়ে আছ কেন ? দামিনী তোমার পায়ে পড়ি—আমায় ক্ষমা কর। ও আবার কে ?—নলিনী ! পুলিশ নিয়ে আসচিস ? ধরিয়ে দিবি ? না—না, দিসনি—দিসনি—এইনে তোর টাকা নে—আমার যা কিছু আছে সব দিচ্চি। তবু তোর দয়া হলনা ? নলিনী ! আর আমি কিছু করব না—কিছু করব না—আমায় ছেড়ে দে। (রোদন) ওহো—হো ! এমন সময় কেউ আমায় দেখচে না—কেউ আমার কাছে আসচে না। কি করি—কোথা যাই ? বৌমা—বৌমা ! তুমি ত মা সতীলক্ষ্মী—তুমি এস—আমাকে রক্ষে কর। আমায় একটু জায়গা দাও সেখানে লুকিয়ে থাকি—সেখানে বসে একটু কাঁদি। কই—তুমিও এলে না ? তোমারও দয়া হ'ল না ? ঐ—

ঐ, আবার দামিনী ধর্‌তে আসচে—ঐ আবার নলিনী আসচে—ও কাকে সঙ্গে করে আনচে—হাতে লোহার মুগুর—চোক দুটো লাল—কট্‌মট্‌ করে চাইচে—আমায় মারবে বলে ছুটে আসচে। কে তোমরা মের না—আমায় রক্ষে কর—এই নাও আমার সব টাকা দিচ্চি—এই নাও আমার সিন্দুকের চাবী আমায় মের না—তোমার পায়ে পড়ি। তবু শুনলে না—শুনলে না—কোথা পালাই ? (পুনর্ব্বার ঝোপের অন্তরালে গমন ও বহির্গত হইয়া) হাঃ—হাঃ—হাঃ ! আমার টাকা নেবে ? কিছুতেই দোবনা—এই আমার মুটোর ভেতর চাবী রেখে দিয়েচি—নে-দেখি কি করে নিবি ?

[পুনরায় ঝোপের অন্তরালে গমন।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

(চিন্তা মৃত্যু শয্যায়।)

(ললিতা মাথার কাছে বসিয়া কাঁদিতেছে, শ্যামা মাথায় বাতাস করিতেছে, স্বয়ম্ভু পাশে দাঁড়াইয়া ও অধর পায়ের দিকে অদূরে দাঁড়াইয়া আছে।)

চিন্তা—জ্যাঠা মশাই মা কখন কাশী থেকে আসবে ?

স্বয়ম্ভু—টেলিগ্রাম করেচি বাবা আজকেই আসবেন।

চিন্তা—মা আমায় ঠাকুরকে দেখিয়েছিল—ঠাকুর আবার শ্যামাকে দেখিয়েছিল। ঠাকুর আর শ্যামা—রাধা আর শ্যাম! তেম্নি ভক্তি—তেম্নি প্রেম!

স্বয়ম্ভূ—বাবা! বেশী কথা কয়োনা।

ললিতা—কি কল্লিরে বাবা! মায়ের কাছে আমি মুখ দেখাব কেমন করে। ঠাকুর! তোমার মনে কি শেষে এই ছিল।

চিন্তা—কে—জ্যাঠাইমা! ঠাকুরের কি দোষ—দয়াল ঠাকুর যে আমার শ্যামাকে রক্ষে করেচে দেখে যাচ্চি তাতেই আমার সুখ। শ্যামা কই?

ললিতা—এই যে বাবা মাথায় বাতাস কচ্চে তোমার।

চিন্তা—শ্যামাকে সামনে আসতে বল—একবার দেখি।

(শ্যামা চোখ মুছিতে মুছিতে চিন্তার সম্মুখে দাঁড়াইল।)

শ্যামা—এই যে দাদা আমি।

চিন্তা—ওকি কাঁদচ? আবার দেখা হবে? ঠাকুরের খেলা কেউ থাকবে না—থাকবে কেবল ঠাকুর আর ভালবাসা।

(লালগোপালের প্রবেশ।)

লালগোপাল—ডাক্তার বাবু আসচেন।

[ললিতা ও শ্যামার অন্তরালে গমন।

(ডাক্তারের প্রবেশ ও চিন্তাকে পরীক্ষা।)

স্বয়ম্ভূ—কেমন দেখলেন ডাক্তার বাবু?

ডাক্তার—pulse খুব slow beat কচ্চে। ডিলিরিয়মের লক্ষণ দেখা যাচ্চে। কি খেতে দোয়া হয়েচে?

স্বয়ম্ভূ—বেদানার রস আর দুধ। কিছুই খেতে চাচ্চে না।

ডাক্তার—তা বল্লে হবে না। অল্প অল্প করে কিছু খাওয়ান চাই। (দাঁড়াইয়া) একজন আমার সঙ্গে আসুন—আমি একটা ওষুধ দিচ্চি, এনেই সেটা খাইয়ে দেবেন।

লালগোপাল—চলুন, আমি যাচ্চি চলুন।

[ডাক্তার বাবুর প্রস্থান।

স্বয়ম্ভূ—বাবাজী! ডাক্তার বাবুর ফিটা আর ওষুধের দামটাও অমনি—

লালগোপাল—সেজন্যে আপনি ব্যস্ত হবেন না। আপনি কিছু খাওয়াতে চেষ্টা করুন।

[লালগোপালের প্রস্থান।

(ললিতা ও শ্যামার প্রবেশ।)

ললিতা—হ্যাঁ গা! ডাক্তার কি বল্লে?

স্বয়ম্ভূ—বল্লে আমার মাথা আর মুণ্ডু।

চিন্তা—জ্যাঠাই মা! ঐ দেখ ঠাকুর আজ কেমন সেজেচে। পায়ের ওপর পা—তার ওপর হাতে বাঁশী—তার ওপর গলায় মালা—তার ওপর মোহন চূড়া—আর সকলের ওপর ওই মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসি। আহা! আহা!

ললিতা—লক্ষী বাবা একটু চুপ কর। আমি একটু দুধ গরম করে আনি—

চিন্তা—না জ্যাঠাই মা। তোমারা সব আমার কাছে বস। কই জামাই বাবুকে ত দেখতে পাচ্চিনা? উঃ গলাটা যেন শুকিয়ে আসচে। একটু গঙ্গা জল দাও জ্যাঠাই মা।

(ললিতা গেলাসে দুগ্ধ আনিয়া)

ললিতা—হাঁ কর’ত বাবা।

চিন্তা—না হাতে দাও—আমি আপনি খাব।

ললিতা—তুমি পারবে না বাবা শরীর দুর্ব্বল, আমি খাইয়ে দিই।

চিন্তা—তবে আমি জ্যাঠাইমা বলে আর ডাকব না।

ললিতা—ছিঃ বাবা ও কথা বল্‌তে নাই। এক রত্তি বেলা থেকে যে ঐ বলেই ডেকে আসচিস বাবা, আমার যে বড় মিষ্টি লাগে আর ত কিছু বল্লি না। আমার মাথা খাও এই দুধ টুকু খাও বাবা।

[চিন্তা রাগে ফেলিয়া দিল।

স্বয়ম্ভূ—হ'ল ত।

চিন্তা—জ্যাঠা মশাই তোমরা আমায় পুড়িয়ে মার'চ। আমি সুস্থ হয়ে ঠাকুরকে দেখচি—তোমরা আমায় অসুস্থ কচ্চ? কেউ তোমরা জল দেবে না জানি, শ্যামা! বোন্ তুমি দাও।

(গঙ্গা জল আনিতে শ্যামার গমন।)

জ্যাঠা মশাই! মা বোধ হয় টেলিগ্রাম পায়নি তা হলে ছুটে আস'ত। মা এলে বলো—তাঁর হতভাগা ছেলে জন্মাবধি বড় কষ্ট দিয়েছিল, তাই মরবার সময় মাকে দেখতে পেলে না। মা কাঁদলে সান্ত্বনা করে বলো—তোমার ছেলে মরেনি তোমার কাছেই আছে—ওই ঠাকুর ঘরে যিনি আছেন তাঁকে দেখিয়ে দিয়ো।

(পট্টবস্ত্র পড়িয়া গঙ্গাজল, চন্দন, গঙ্গা মৃত্তিকা ও তুলসী হস্তে শ্যামার পুনঃপ্রবেশ।)

শ্যামা—হাঁ কর'ত দাদা। (চিন্তার মুখে গঙ্গাজল ও তুলসী দিল।)

চিন্তা—আঃ প্রাণটা জুড়ুল। গঙ্গাজল তুলসী—ঠাকুরের চরণের গন্ধ চন্দনে লেগেছে—গঙ্গাজল তুলসীতে লেগেছে! শ্যামা! দাও আমায় চন্দন পরিয়ে দাও।

শ্যামা—দিচ্চি দাদা! (কপালে চন্দন ও তুলসী সাজাইয়া দিল।)

চিন্তা—জ্যাঠাই মা! দেখ্‌লে ত? যার কাজ তারে সাজে। জামাই বাবু যে শুধ্‌রেচে শুন্‌লুম—শ্যামার যে সুখ হ'ল দেখে যাচ্চি—এতে আমার যে কি আনন্দ হচ্চে তা আর কি বল'ব। আর একটু গঙ্গা জল—(গঙ্গাজল প্রদান।) আঃ! জামাইবাবু এখনও এল'না কেন?

(ওষুধ হস্তে লালগোপালের প্রবেশ।)

লালগোপাল—এই যে—আমি এসেচি। এই ওষুধটা ডাক্তার বাবু খেতে বলেচেন সমস্ত কষ্ট এখনি উপশম হবে।

চিন্তা—না—আমি ওষুধ ফস্‌দ আর খাব না আমার কোনও কষ্ট নাই। জামাইবাবু আমার কাছে এস। শ্যামা! তুমিও আমার কাছে এস।

(উভয়ের হস্ত একত্র ধরিয়া)

জামাই বাবু! আমার শেষ অনুরোধ আব যেন শ্যামার কোন কষ্ট—আর একটু গঙ্গা জল।

(শ্যামা গঙ্গাজল দিল।)

অধর—বাবা ঠাকুর! বাবা ঠাকুর! অধম অধরকে একবার চেয়ে দেখ। দাও—হতভাগা অধরকে একটু পায়ের ধলো দাও।

চিন্তা—কে অধর? অধর তোর ভাবনা নেই—ঠাকুর তোকে পেয়ে রয়েছে। জ্যাঠাই মা! এইবার তোমরা সকলে আমার দুপাশে সার হয়ে দাঁড়াও—আর মাঝ খানে ওই—ওই যে আমার ঠাকুর ত্রিভঙ্গ হয়ে বাঁশী নিয়ে দাঁড়িয়ে ঠাকুর! আজ বুঝি তোমায় আর ডাকতে হয়নি আপনিই এসেচ দেখ্‌চি। যদি এসেচ—এস—এস হরি আরও সরে এস। মরি মরি বৃন্দাবন! বৃন্দাবন! রাধাশ্যাম! রাধাশ্যাম! (দেহ ত্যাগ।)

শ্যামা—দাদা গো! (মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেল।)

অধর—বাবা ঠাকুর কি কল্লে গো! (চোকে হাত দিয়া রোদন।)

স্বয়ম্ভূ—পালিয়ে গেলিরে বাবা!

ললিতা—চিন্তারে—বাবারে—কি পোড়াকপাল পুড়্‌’ল রে! (পতন)

(আলু থালু বেশে বামুনমার প্রবেশ।)

বামুনমা—কই! কই! আমার অন্ধের নয়ন নিধি, কই—কই আমার চিন্তা! বাবারে কোথা গেলিরে!

[চিন্তার বক্ষোপরি পতন ও মূর্চ্ছা।

যবনিকা পতন।

"মূর্চ্ছনা" সম্বন্ধে অভি[illegible]

(১)

[illegible]ক্রেটারী মহারাজাধিরাজ বাহাদুর বর্দ্ধমান [illegible]

Babu Chandy Das Mukherjee

12, Gour Laha's St[illegible]

Nimtolla, C[illegible]

Dear S[illegible]

[illegible] desired by the Hon'ble the M[illegible]ajadhiraja [illegible] of Burdwan to convey his thank[illegible] you for [illegible] copy of "Moorchana" which you ha[illegible] presented to [illegible]

(২)

[illegible]াশিমবাজার রাজ লাইব্রেরী হইতে শ্রীযুক্ত [illegible] চক্রবর্ত্তী [illegible]েছেন :—

শ্রীযুক্ত চণ্ডীদাস মুখোপাধ্যায়

১২নং [illegible] ষ্ট্রীট

[illegible]

[illegible]নিবেদন,

[illegible]জা বাহাদুরের নিকট প্রেরিত আপনার [illegible] "মূর্চ্ছনা" [illegible] [illegible] করিয়াছেন ও তাঁহার আদেশ মত [illegible] করিয়া [illegible] তি ১৭ই জুন, ১৯১৮।

(৩)

[illegible]ওয়ান নসীপুর রাজ লিখিতেছেন :–

[illegible]

[illegible] শ্রীযুক্ত রাজা বাহাদুরকে যে পুস্তকখানি [illegible] দিয়াছেন [illegible] পাঠ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ইতি [illegible]

[illegible] অমৃতবাজার, জন্মভূমি এবং অন্যান্য [illegible] [illegible] স্থানাভাব বশতঃ দেওয়া অসম্ভব হইল।